আউটসোর্সিং ৩

সফল হবেন যেভাবে

মো. আমিনুর রহমান

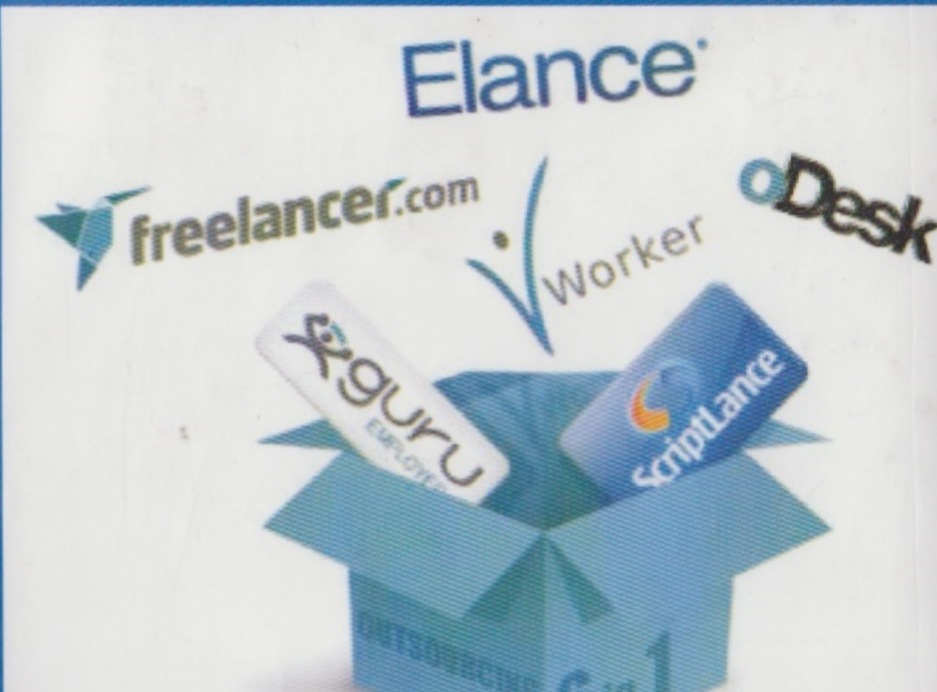

মো. আমিনুর রহমান। লেখাপড়া করেছেন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বর্ষে পড়ার সময় থেকেই প্রথম আলোর কম্পিউটার প্রতিদিন বিভাগে লেখালেখি শুর" করেন, চলছে এখনো। তৃতীয়বর্ষে পড়ার সময় ডাক্তারদের জন্য তৈরি করেন ডক্টর প্রেসক্রিপশন নামের একটি সফ্টওয়্যার। সেটি নিয়ে ১৮-০৭-২০০৮ তারিখ প্রথম আলোর প্রজন্ম ডটকমে এবং ২১-০৭-২০০৮ তারিখ দৈনিক ইনকিলাবে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন ডাক্তার এখনো এই সফ্টওয়্যারটি ব্যবহার করছেন। চতুর্থবর্ষে পড়ার সময় তৈরি করেন এসএমএসে টিকেট কাটার সফ্টওয়্যার। ২৩-১০-২০০৯ তারিখ প্রথম আলোর প্রজন্ম ডটকমে সেটি নিয়েও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তার মাস ছয়েক পর মোবাইল কোম্পানিগুলো এই ধরনের একটি সফ্টওয়্যার তৈরি করে ট্রেনের টিকেট কাটার জন্য ব্যবহার করেন।

অমর একুশে বইমেলা ২০১৩ তে লেখকের প্রথম বই 'আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' এবং ২০১৪ তে লেখকের দ্বিতীয় বই 'আউটসোর্সিং-২ : কাজ শিখবেন যেভাবে' বের হয়। বই দুটি রকমারি.কমে বিক্রির দিক দিয়ে যথাক্রমে ২য় এবং ১ম স্থানে আছে (http://rokomari.com/author/21312)। এটি লেখকের তৃতীয় বই। অনেকটা শখের বসেই লেখালেখি করেন। পেশায় তিনি একজন ফি"ল্যান্স ওয়েব প্রোগ্রামার। ভালোবাসেন সমরেশ মজুমদার এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই পড়তে, সিনেমা দেখতে, আনিসুল হকের লেখা নাটক দেখতে এবং মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা কলাম পড়তে।

লেখকের ফেসবুক আইডি:

https://www.facebook.com/AminurRahmanSUST

www.pathagar.com

আউটসোর্সিংয়ে সফল হওয়ার জন্য চারটি জিনিস প্রয়োজন। ১. কোন কাজে দতা ২. সুন্দর একটি প্রোফাইল ৩. উপযোক্ত কভার লেটার এবং ৪. ইংরেজিতে বেসিক জ্ঞান। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ হলো কোন কাজে দতা। বাকি তিনটিও এটির উপর নির্ভরশীল। প্রথমে কোন কাজে দতা অর্জন করে আউটসোর্সিংয়ে নামতে হবে। তারপর সুন্দর একটি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে। সুন্দর একটি প্রোফাইল তৈরি করতেও কাজের দতা প্রয়োজন। কারণ আপনি যে কাজগুলো জানেন সেগুলো প্রোফাইলে যোগ করবেন, কাজের পোর্টফোলিও যোগ করবেন। আপনি যে ঐ কাজের উপযোক্ত এটা যেন আপনার প্রোফাইল দেখেই বুঝা যায়। তারপর জবের বিজ্ঞাপণ অনুসারে কভার লেটার লিখতে হবে। বিভিন্ন জবের কভার লেটার বিভিন্ন রকম হয়। আপনার কভার লেটারটি এমন ভাবে লিখতে হবে যেন কায়েন্ট এটা পড়েই বুঝতে পারে যে আপনি কাজটি করতে পারবেন। সবশেষে প্রয়োজন ইংরেজিতে বেসিক জ্ঞান কায়েন্টের সাথে ইন্টারভিওর সময় কনভারসেশন (চ্যাট) করার জন্য। ইংরেজিতে জ্ঞান আপনার আগেও লাগবে যখন আপনি জবের বিজ্ঞাপণ পড়বেন। জবের বিজ্ঞাপণ পড়ে আপনাকে বুঝতে হবে এখানে কী কাজের কথা বলা হয়েছে। কাজটি কীভাবে করতে হবে তা আপনাকে ইংরেজিতেই কভার লেটারে লিখবে হবে। ইন্টারভিওর সময় কায়েন্টকে ইংরেজিতে বুঝাতে হবে আপনি কাজটি কীভাবে করবেন।

www.pathagar.com

আ উ ট সো র্সিং ③

www.pathagar.com

আউটসোর্সিং ৩

সফল হবেন যেভাবে

মো. আমিনুর রহমান

www.pathagar.com

আউটসোর্সিং 3
মো. আমিনুর রহমান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫

তাম্রলিপি : ২৯৮

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
পারভেজ আলম

কম্পোজ
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩, গোপালসাহা লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ২৪০.০০

OUTSOURCING 3
by : Md. Aminur Rahman
First Published : February 2015 by A K M Tariqul Islam Roni
Director : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : 240.00

ISBN : 984-70096-0298-6

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ডা. মুখলেছুর রহমান শামীম

www.pathagar.com

লেখকের কথা

২০১২ সালের শুরুতে প্রথম আলোর কম্পিউটার প্রতিদিন বিভাগে আউটসোর্সিং নিয়ে আমার ধারাবাহিক লেখা ছাপা হয়েছিল। তখন অনেক পাঠক অনুরোধ করেছিল লেখাগুলো বই আকারে বের করার জন্য। তারপর ২০১৩ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় 'আউটসোর্সিং: শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' নামে আমার প্রথম বই বের হয়। বইটি রকমারি.কমে বিক্রির দিক দিয়ে দ্বিতীয় হয়েছিল। বইটি পড়ে অনেক পাঠক অনুরোধ করেছে আউটসোর্সিং কাজ শেখার ওপর আরেকটি বই লেখার জন্য। তারপর ২০১৪ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় 'আউটসোর্সিং-২: কাজ শিখবেন যেভাবে' নামে আমার দ্বিতীয় বই বের হয়। বইটি রকমারি.কমে বিক্রির দিক দিয়ে প্রথম হয়েছিল। বইটি পড়ে অনেক পাঠক অনুরোধ করেছেন আউটসোর্সিংয়ে সফল হওয়ার জন্য আরেকটি বই লেখার জন্য। 'আউটসোর্সিং-৩: সফল হবেন যেভাবে' এটি আমার তৃতীয় বই। সবগুলো বই একসাথে পাওয়া যাবে রকমারি.কমে
http://rokomari.com/author/21312

বইগুলো আমার অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। বই সম্পর্কে কারও কোনো প্রশ্ন বা পরামর্শ থাকলে নির্দ্বিধায় আমাকে ফেসবুকে জানাতে পারেন। আমার ফেসবুক ঠিকানা হলো :
https://www.facebook.com/AminurRahmanSUST

মো. আমিনুর রহমান

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা

মহিবুল হাসান রানা, আলী ইমাম, পল্লব মোহাইমেন, এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি, নুরুন্নবী চৌধুরী হাছিব, জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী, আফরোজা হায়দার, রণজিৎ কুমার মহন্ত, আরমান রসুল, শোয়েব আহমেদ, নিতাই পাল, শফিউল আলম বিপ্লব, সাইফুল তুষার, রবিউল আওয়াল, আশরাফুল আলম, সাইদুর মামুন খান, হাবিবুর রহমান সোহন, সাইফুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম জুয়েল, মুখলেছুর রহমান শামীম, শারমিন রহমান শাম্মী, ফারুক আহমেদ, দিদারুল ইসলাম, আহমেদ আবদুল্লাহ নুর, রুমো, নাজমা, আসমা, লাভলী, শিউলি, কবির, আনিকা, সাথী, সোহেল, শিহাব ভাই, শামসীর ভাই, তারেক ভাই, প্রদীপ রায়, স্বপন রায়, ছন্দা, তানিয়া, উপতি, রুয়েল, জহির, আনিছ, ফরহাদ, হেলাল ভাই, হেনয়, জিসান, তানিম।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১.	অনলাইন মার্কেটপ্লেস	১১
২.	আউটসোর্সিংয়ে সফল হবেন কীভাবে?	১৩
৩.	কীভাবে একটি সুন্দর প্রোফাইল তৈরি করবেন?	১৫
৪.	কাজ খোঁজা শুরু করুন	৩১
৫.	উপযুক্ত কভার লেটার লিখবেন কীভাবে?	৩৩
৬.	ইন্টারভিউ ফেস করা	৪০
৭.	জব করবেন কীভাবে?	৪২
৮.	ওডেস্ক ফ্রিল্যান্সার নির্দেশিকা	৪৬
৯.	ওডেস্ক ক্লায়েন্ট নির্দেশিকা	৫০
১০.	অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয় কেন?	৫২
১১.	ওডেস্ক ফ্রিল্যান্সার পলিসি	৫৩
১২.	ওডেস্ক ক্লায়েন্ট পলিসি	৫৭
১৩.	এসইওতে সফল হবেন যেভাবে	৬০
১৪.	যেসব কারণে নতুন ফ্রিল্যান্সাররা ঝরে পড়ে	৬৬
১৫.	আউটসোর্সিং শুরুর আগে	৭০
১৬.	সহজে কাজ পাবেন যেভাবে	৭৩
১৭.	সমস্যার সমাধান পাবেন যেখানে	৭৬
১৮.	দুজন সফল উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার	৭৭
১৯.	১৪ জন ফ্রিল্যান্সারের সফলতার গল্প	৮৫
২০.	কালী প্রসন্ন ঘোষ, স্টিফেন হকিং এবং সফলতা	১২৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনলাইন মার্কেটপ্লেস

বর্তমানে অনেকগুলো জনপ্রিয় অনলাইন মার্কেটপ্লেস আছে। দিন দিন অনলাইন মার্কেটপ্লেসের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। নিচে জনপ্রিয় এবং বিশ্বস্ত কিছু মার্কেটপ্লেসের ঠিকানা দেওয়া হলো :

www.odesk.com
www.elance.com
www.freelancer.com
www.guru.com
www.peopleperhour.com
www.crowdspring.com
www.project4hire.com
www.ifreelance.com
http://studio.envato.com

অনলাইন মার্কেটপ্লেস কি?

অনলাইন মার্কেটপ্লেস হলো অনলাইনে বিশ্বজুড়ে কাজ করার বা করানোর কর্মক্ষেত্র। এখানে বায়াররা কাজ দেয় করানোর জন্য আর ফ্রিল্যান্সাররা কাজ নেয় করে দেওয়ার জন্য। মার্কেটপ্লেস বিশ্বজুড়ে ব্যবসার সঙ্গে প্রতিভাবান ফ্রিল্যান্সারদের সংযোগ করে, দক্ষ কর্মীদের ব্যক্তিগতভাবে, পেশাগতভাবে এবং আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করে।

মার্কেটপ্লেসের লাভ কী?

মার্কেটপ্লেসগুলো প্রতি কন্ট্রাক্ট থেকে প্রায় ১০% করে কেটে নেয়। প্রতিবার টাকা তোলার সময় ৯০% যায় ফ্রিল্যান্সারের কাছে আর বাকি ১০% যায় মার্কেটপ্লেসে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি 20$ এর কাজ করেন তাহলে আপনি পাবেন 18$ আর মার্কেটপ্লেস পাবে 2$।

www.pathagar.com

অনলাইনে কাজের সুবিধা কী?

অনলাইনে কাজ আপনাকে কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেবে, যেটা আপনি অন্য কোথাও পাবেন না। আপনার দরকার হলো একটি কম্পিউটার, একটি নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ, দক্ষতা এবং কাজ করার ইচ্ছা। আপনি নিজেই হবেন নিজের বস। মার্কেটপ্লেস আপনাকে সুযোগ-সুবিধা দেবে, বাকিটা আপনার ওপর।

আপনি কি প্রস্তুত?

মার্কেটপ্লেসে কাজ করার জন্য আপনার প্রয়োজন:

- একটি দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ এবং একটি লেটেস্ট ইন্টারনেট ব্রাউজার।
- একটি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট এবং একটি স্কাইপ অ্যাকাউন্ট।
- শান্ত এবং নিরিবিলি একটি জায়গা।
- ইংরেজি ভাষার মৌলিক জ্ঞান।
- কাজ শুরু করার মনোভাব, দক্ষতা এবং উদ্যোক্তার মনমানসিকতা।

মার্কেটপ্লেসে কাজ করার জন্য প্রথমে আপনাকে কোনো একটি মার্কেটপ্লেসে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। তারপর ক্লায়েন্টদের ইমপ্রেস করার জন্য সুন্দর একটি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে। তারপর টাকা উত্তোলন করার জন্য পেমেন্ট অপশন সেটআপ করতে হবে।

প্রায় সবগুলো মার্কেটপ্লেসেই বিনা মূল্যে অ্যাকাউন্ট খুলে, প্রোফাইল তৈরি করে, জবে আবেদন এবং ইন্টারভিউ দিতে পারবেন।

ফ্রিল্যান্সিং না আউটসোর্সিং?

নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে কাজ করিয়ে নেওয়াকে আউটসোর্সিং বলে। আর মুক্ত বা স্বাধীন পেশাগুলোকে ফ্রিল্যান্সিং বলে। যারা ফ্রিল্যান্সিং করে তাদেরকে ফ্রিল্যান্সার বলে। ক্লায়েন্ট বা বায়ারদের পক্ষ থেকে এটা আউটসোর্সিং আর ফ্রিল্যান্সারদের পক্ষ থেকে এটা ফ্রিল্যান্সিং।

www.pathagar.com

আউটসোর্সিংয়ে সফল হবেন কীভাবে?

আউটসোর্সিংয়ে সফল হওয়ার জন্য চারটি জিনিস প্রয়োজন। ১. কোনো কাজে দক্ষতা ২. সুন্দর একটি প্রোফাইল ৩. উপযোক্ত কভার লেটার এবং ৪. ইংরেজিতে বেসিক জ্ঞান। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কোন কাজে দক্ষতা। বাকি তিনটিও এটির ওপর নির্ভরশীল। প্রথমে কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করে আউটসোর্সিংয়ে নামতে হবে। তারপর সুন্দর একটি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে। সুন্দর একটি প্রোফাইল তৈরি করতেও কাজের দক্ষতা প্রয়োজন। কারণ আপনি যে কাজগুলো জানেন সেগুলো প্রোফাইলে যোগ করবেন, কাজের পোর্টফোলিও যোগ করবেন, ওই কাজের টেস্ট দিলে ভালো হয়। আপনি যে ওই কাজের উপযুক্ত এটা যেন আপনার প্রোফাইল দেখেই বোঝা যায়। তারপর জবের বিজ্ঞাপন অনুসারে কভার লেটার লিখতে হবে। বিভিন্ন জবের কভার লেটার বিভিন্ন রকম হয়। আপনার কভার লেটারটি এমনভাবে লিখতে হবে যেন ক্লায়েন্ট এটা পড়ে বুঝতে পারে যে আপনি কাজটি করতে পারবেন। এটার জন্যও আপনার কাজের দক্ষতা প্রয়োজন। প্রথমে আপনাকে এমন কাজ/জব খুঁজে বের করতে হবে যেটা আপনি ভালোভাবে করতে পারবেন। আপনাকে জবের বিজ্ঞাপন পড়ে বুঝতে হবে এখানে কী কাজের কথা বলা হয়েছে এবং তা কীভাবে করতে হবে। তারপর আপনি ওই কাজের উপযুক্ত একটি কভার লেটার লিখবেন। কভার লেটারে উল্লেখ করবেন কাজটি আপনি কীভাবে করবেন। কাজে দক্ষতা না থাকলে আপনি ওই কাজ বুঝবেনও না, করতেও পারবেন না। সবশেষে প্রয়োজন ইংরেজিতে বেসিক জ্ঞান। ক্লায়েন্টের সাথে ইন্টারভিওর সময় কনভারসেশন (চ্যাট) করার জন্য।

www.pathagar.com

ইংরেজিতে জ্ঞান আপনার আগেও লাগবে যখন আপনি জবের বিজ্ঞাপন পড়বেন। জবের বিজ্ঞাপন পড়ে আপনাকে বুঝতে হবে এখানে কী কাজের কথা বলা হয়েছে। কাজটি কীভাবে করতে হবে তা আপনাকে ইংরেজিতেই কভার লেটারে লিখবে হবে। ইন্টারভিওর সময় ক্লায়েন্টকে বোঝাতে হবে আপনি কাজটি কীভাবে করবেন। এখানেও আপনার কাজের দক্ষতা এবং ইংরেজি কাজে লাগবে।

www.pathagar.com

কীভাবে একটি সুন্দর প্রোফাইল তৈরি করবেন?

নিজেকে পরিচয় করান (টাইটেল)

একটি সম্পূর্ণ, পেশাগত প্রোফাইল শুরু হবে আপনার সম্পূর্ণ নাম, উপাধি এবং ছবি দিয়ে। আপনি যে ধরনের জব খুঁজছেন তা টাইটেলে লিখুন।

ওয়েব ডেভেলপাররা লিখতে পারেন Web developer, Wordpress developer বা HTML, CSS, PHP, Mysql etc

গ্রাফিকস ডিজাইনাররা লিখতে পারেন Graphics Designer, Photoshop, Illastrator etc

এসইও ফ্রিল্যান্সাররা লিখতে পারেন SEO, Link Building, PPC, On page, Off page etc

আর্টিকেল রাইটাররা লিখতে পারেন Article Writing, Content writing, Translating etc

অর্থাৎ ক্লায়েন্টরা আপনাকে খোঁজার জন্য যা লিখে সার্চ দিতে পারে তা যোগ করুন।

আপনি জবের জন্য তৈরি এটা সবাইকে জানান (ওভারভিউ)

ওভারভিউ দেখে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে আপনি তাদের জন্য কী কাজ করতে পারবেন। পূর্বের সফলতা এবং দক্ষতা হাইলাইট করুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আগে দিন, কারণ প্রথম কয়েক লাইন সার্চ ফলাফলে দেখা যায়। ওভারভিউ কেমন হবে তার স্যাম্পল পরবর্তী পেজে দেওয়া আছে।

আপনার হাসি দেখান (প্রোফাইল পিকচার)

আপনার নিজের ছবি যোগ করুন। লোগো বা কোনো সেলিব্রেটির ছবি কখনো দেবেন না। কোনো কোনো দেশে সিরিয়াস ছবি পেশাদারি নির্দেশ

www.pathagar.com

করে। যদিও অনেক পশ্চিমা দেশের ক্লায়েন্ট বিশ্বাস করে, যারা হাসতে পারে তারা বিশ্বস্ত এবং মনোরম হয়। তাই আপনার হাসি দেখান এবং কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ান। উদাহরণ স্বরূপ দুটি ছবি দেওয়া হলো:

প্রোফাইল পিকচার স্যাম্পল

আপনার রেট ঠিক করুন

কাজের রেট আপনার দক্ষতা এবং ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করবে। তাই আগে ভালো একটি রেট ঠিক করুন। নিশ্চিত হতে পারছেন না কত দেবেন? একই রকম কাজ করে এমন ফ্রিল্যান্সারদের দিকে লক্ষ করুন, তাদের রেট দেখুন। আপনি নতুন হিসেবে তাদের চেয়ে একটু কম রেট দিতে পারেন।

কিছু স্কিল টেস্ট দিন

স্কিল টেস্ট হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা, যেটা ক্লায়েন্টের কাছে আপনাকে তুলে ধরবে। নতুন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওডেস্কে সব টেস্ট ফ্রি। স্কিল টেস্টে যত বেশি স্কোর করবেন ততই ভালো। কীভাবে স্কিল টেস্টে ভালো স্কোর করতে পারবেন তা গুগলে সার্চ দিলেই জানতে পারবেন। স্কিল টেস্টের স্কোর কেমন হবে তার স্যাম্পল পরবর্তী পেজে দেওয়া আছে।

পোর্টফোলিও যুক্ত করুন

যদি আপনার কাছে অতীত কাজের কোনো ছবি অথবা লিংক থাকে, তাহলে এখানে যুক্ত করুন। তবে সেটা অবশ্যই ক্লায়েন্টের অনুমতি নিয়ে। আপনি কী করেছেন সেটা বর্ণনা করুন। নতুন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য এটা

www.pathagar.com

খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি পোর্টফোলিও না থাকে তাহলে আগের জবের রিকমেনড আপলোড করুন। উদাহরণস্বরূপ একটি ছবি দেওয়া হলো:

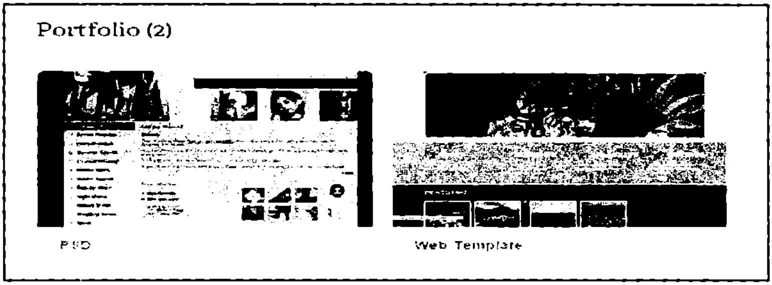

পোর্টফোলিও স্যাম্পল

এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতা

এই অংশগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও প্রোফাইলকে ১০০% করার জন্য এবং প্রোফাইলের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য পূরণ করতে পারেন। তাহলে বায়ার বুঝতে পারবে আপনি কাজের প্রতি কতটা আন্তরিক।

ভুল আছে কি না দেখে নিন

ক্লায়েন্টের প্রথম পছন্দ হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারদের ভালো লেখাসম্পন্ন প্রফেশনাল প্রোফাইল। যেখানে ইতিবাচক কথা থাকবে এবং বড় হাতের অক্ষর ও লেখার শর্টকাট বাদ দিতে হবে। গ্রামাটিক্যাল এবং বানান সঠিক আছে কি না তা ভালো করে দেখে নিন।

www.pathagar.com

ওডেস্ক যে ধরনের প্রোফাইল রেফার করে-

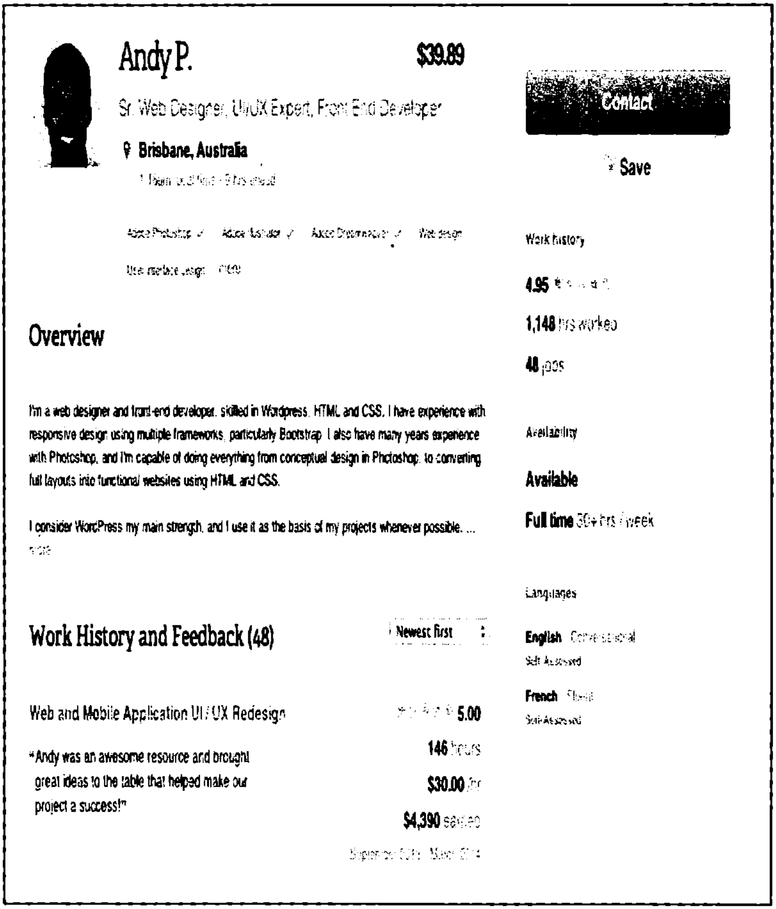

www.pathagar.com

টাইটেল এবং ওভারভিউ সেম্পল

প্রোফাইলের টাইটেল এবং ওভারভিউ কেমন হবে তা দেখানোর জন্য নিচে সফল কয়েকজন ফ্রিল্যান্সারের প্রোফাইলের ছবি দেওয়া হলো :

১. ওয়েব ডেভেলপার প্রোফাইল

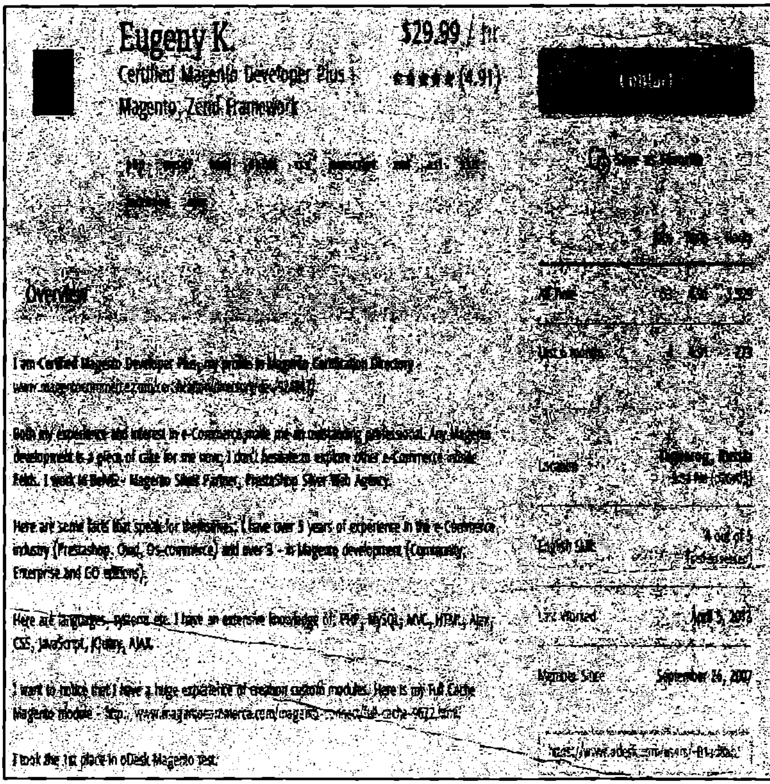

www.pathagar.com

২. ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার প্রোফাইল

Marian Heddesheimer

$45.00

WordPress Developer

Luebeck, Germany

3.28pm local time - 5 hrs behind

wordpress ✓ html ✓ html5 ✓ css3 ✓ php ✓ more.

Overview

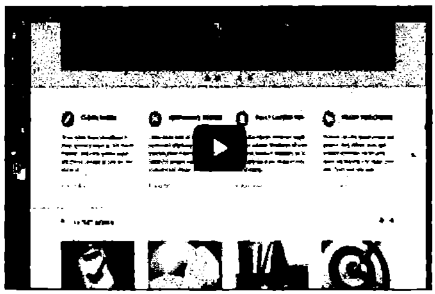

I'm an experienced WordPress developer (not a designer, though) specialized in developing custom themes and plugins for WordPress Version 3 and up. I'm also specialized in WooCommerce, when the client needs an e-commerce solution.

I'm implementing themes from the underscores starter theme. I have a tool-set of different code collections ready, for example to implement custom post_types and custom fields, so my clients always benefit from my experience with other projects that I have done in the past.

Coding style follows the WordPress guidelines, that means I use WordPress hooks and filters instead of hacking the core and I always try to make sure, the client can upgrade the WP core and all plugins without messing up the individual changes.

Please contact me for WordPress related projects only.

Here is an older video, where you see how I work on pixel-perfect design:
http://youtu.be/hs4ZG67HWM

I have used child-themes here, and I can do this again if necessary. Usually, nowadays my new workflow uses underscores, because building a theme from scratch makes it much cleaner and faster than doing child-themes. less

www.pathagar.com

৩. গ্রাফিকস ডিজাইনার প্রোফাইল

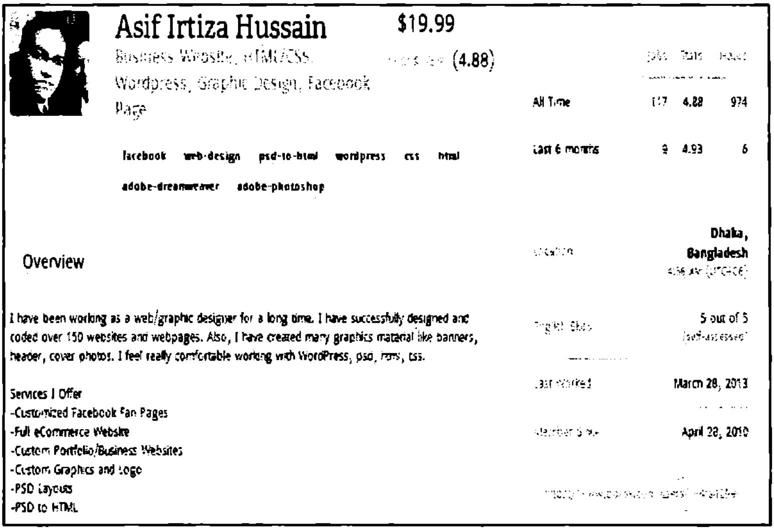

৪. এসইও ফ্রিল্যান্সার প্রোফাইল

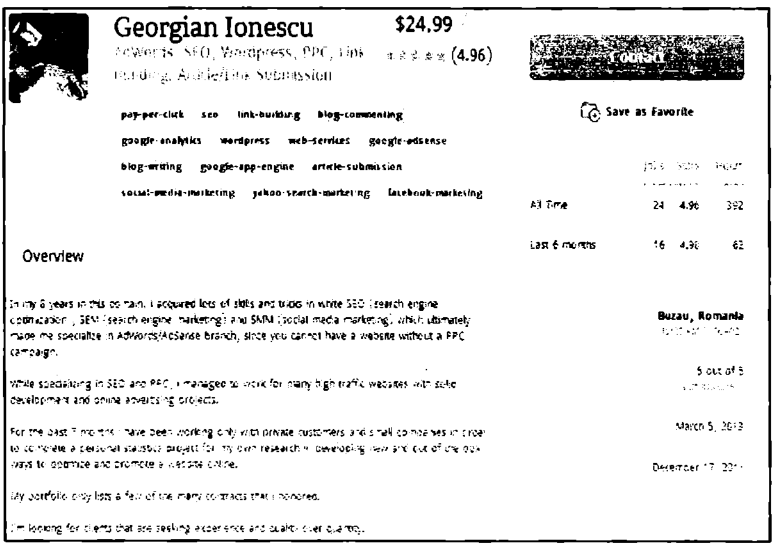

www.pathagar.com

৫. ভার্চুয়াল অ্যাসিসট্যান্ট (Virtual Assistant) প্রোফাইল

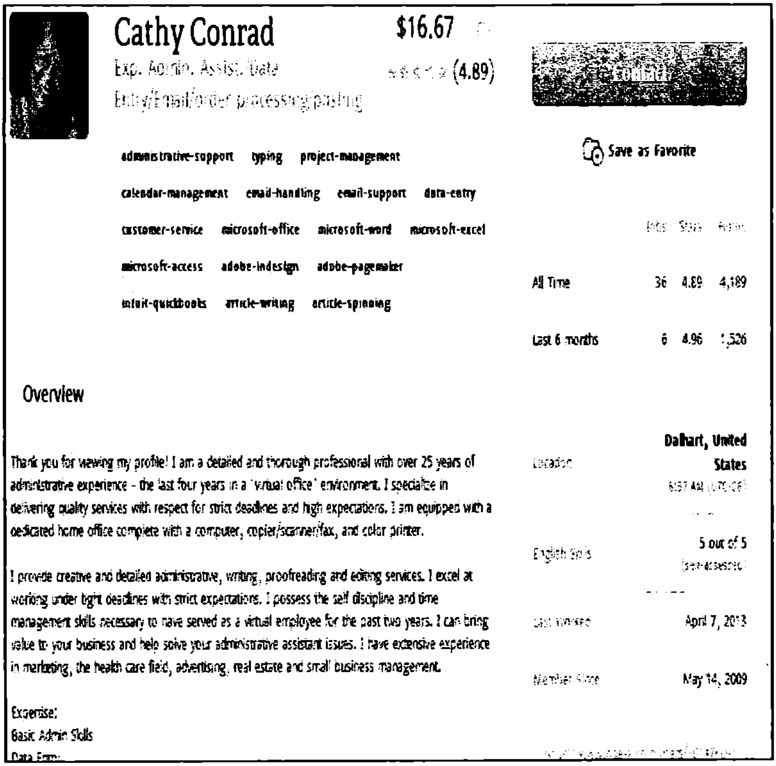

www.pathagar.com

স্কিল টেস্ট স্যাম্পল

স্কিল টেস্টের রেজাল্ট কেমন হলে ভালো হয় তা দেখানোর জন্য নিচে সফল কয়েকজন ফ্রিল্যান্সারের স্কিল টেস্টের রেজাল্ট দেওয়া হলো :

১. ওয়েব ডেভেলপার প্রোফাইল স্কিল টেস্ট

Tests

Name	Score (out of 5)		Time to Complete	
CSS 2.0 Test	4.75	Top 10%	24 min	Details
HTML 4.01 Test	4.50	Top 10%	30 min	Details
WordPress 2.8 Test	4.00	Top 10%	11 min	Details
Knowledge of WordPress 3.1 Skills Test	4.75	Top 10%	15 min	Details
CSS Test (Old)	4.40	Top 10%	23 min	Details
AJAX Test	4.10	Top 10%	8 min	Details
HTML Test	4.40	Top 10%	32 min	Details
U.S. English Basic Skills Test	4.10	Top 20%	24 min	Details
MySQL 5.0 Test	3.75	Top 20%	10 min	Details
PHP5 Test	4.00	Top 20%	35 min	Details
PHP4 Test	3.60	[illegible]	19 min	Details
MySQL 5.0 Test	3.50	[illegible]	32 min	Details
CSS 3 Test	3.90	[illegible]	14 min	
Knowledge of jQuery 1.3.2 Skills Test	4.00	Above Average	18 min	Details
Wordpress Test	3.75	Above Average	11 min	Details

www.pathagar.com

২. গ্রাফিকস ডিজাইনার প্রোফাইল স্কিল টেস্ট

Tests

Name	Score (out of 5)		Time to Complete	
Adobe Photoshop CS3 Test	4.10	Top 10%	34 min	Details
Adobe Photoshop CS4 Test (Mac Version)	3.90	Top 10%	13 min	Details
Adobe Illustrator CS3 Test	3.50	Top 10%	18 min	Details
MS Excel 2007 Test	4.10	Top 20%	16 min	Details
MS Word 2007 Test	3.50	Top 20%	38 min	Details
Adobe Illustrator CS4 Test	3.75	Top 20%	20 min	Details
English Spelling Test (UK Version)	4.75	Top 30%	19 min	Details
Adobe Photoshop CS4 Test	3.75	Top 30%	16 min	Details
MS Excel 2003 Test	2.90	Above Average	22 min	Details
English Vocabulary Test (U.S. Version)	4.10	Above Average	18 min	Details
English Spelling Test (U.S. Version)	4.50	Above Average	31 min	Details
Adobe Photoshop 6.0	2.60	Below Average	27 min	Details
Adobe Photoshop CS5 Extended Test	2.50	Below Average	19 min	Details

www.pathagar.com

দুটি কমপ্লিট প্রোফাইল স্যাম্পল

১

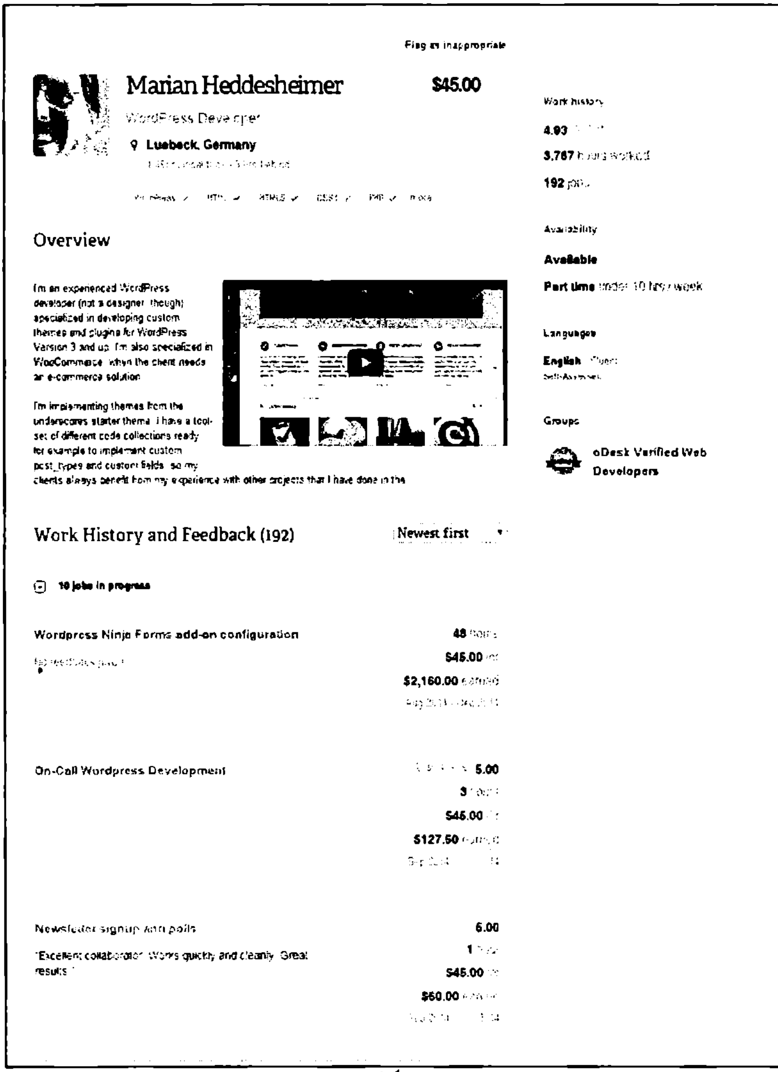

পার্ট-১

www.pathagar.com

Wordpress custom "plugin"

1

$45.00

$45.00

Portfolio (19)

Filter by category ▾

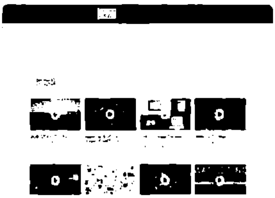

Studio B Films - San Francisco

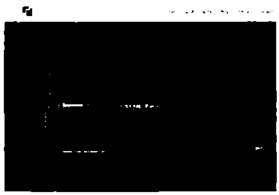

Reeldesigns - Los Angeles

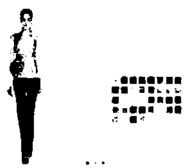

Charlotte Brody - New York

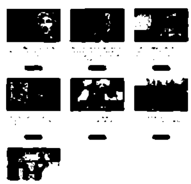

e3studios

1 2 3 4 5

Certifications

CSS2 |

2010 | 4.75

HTML 4.0 |

2010 | 4.50

পার্ট-২

www.pathagar.com

Tests

Name	Score (out of 5)		Time to Complete	
CSS 2.0 Test	4.75	Top 10%	24 min	Details
HTML 4.01 Test	4.50	Top 10%	30 min	Details
WordPress 2.8 Test	4.00	Top 10%	11 min	Details
Knowledge of WordPress 3.1 Skills Test	4.75	Top 10%	15 min	Details
CSS Test (Old)	4.40	Top 10%	23 min	Details
HTML Test	4.40	Top 10%	32 min	Details
AJAX Test	4.10	Top 10%	6 min	Details
U.S. English Basic Skills Test	4.10	Top 20%	24 min	Details
MySQL 5.0 Test	3.75	Top 20%	10 min	Details
PHP5 Test	4.00	Top 20%	35 min	Details
PHP4 Test	3.60	Top 30%	19 min	Details
MySQL 5.0 Test	3.50	Top 20%	32 min	Details
CSS 3 Test	3.90	Top 30%	14 min	Details
Knowledge of jQuery 1.3.2 Skills Test	4.00	Above Average	18 min	Details
Wordpress Test	2.75	Above Average	11 min	Details

Employment History

Experienced css + php Developer for WordPress Theme Customization | [illegible]
[illegible]
Individual programming on WordPress projects and shop systems using WooCommerce

Other Experiences

WooCommerce

I tried several e-commerce solutions with WordPress and found that WooCommerce is currently the best one regarding usage and development

I have used it on these sites so far

[illegible]

and

পার্ট-৩

www.pathagar.com

Flag as inappropriate

Md.Rabiul Auwal

$5.56

Dhaka, Bangladesh

Overview

Hard working & dedication is my passion. I always like new challenges and ready to face them. I am an expert in wordpress site creation, troubleshooting, site speed up, plugins, page & layout customization. I have skills in Facebook,email,Google docs,data entry,Microsoft excel etc. I have experiences about HTML & CSS. I can type and write English fluently. Currently I am studying Computer Science and Engineering at a public University in Bangladesh and seeking a position to utilize my skills and ... more

Work History

6.00

39

16

Availability

Available

Part time

Languages

English

Work History and Feedback (16)

Newest first

3 jobs in progress

WP site — **$3.00** earned

No feedback given

Media WordPress Website — **5.00**

$26.11

"Rabiul was very patient and very friendly and did not get discouraged when the project got delayed. Would highly recommend for your projects as he is knowledgeable and easy-going. Thanks Rabiul will be working with you again!"

Website for music artist — **5.00**

$35.00

"This freelancer communicates well and produces great work in a short period of time. he is very patient in working with me and would hire him again if I need another website."

Related portfolio item

Website for Music Artist

পার্ট-১

www.pathagar.com

All Round Assistant – WordPress, PDF, Excel, Post Articles

"Great working with Rabiul! If I had more tasks to be done I would gladly rehire Rabiul"

5.00
9
$1.00
$8.84

Facebook Account-Page

"He did a great Job! will hire him again thanks"

5.00
$10.00
Fixed Price

WP Site

"Quality Work with Great Attitude!"

5.00
$15.00
Fixed Price
Aug 2014

View More (7)

Portfolio (7)

Filter by category

Website for Music Artist

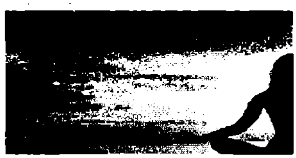

Yoga Site

Portfolio Website

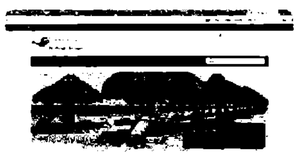

Vacation Website For Restaurants

1 2

Certifications

Secondary School Certificate Examination
Board of Intermediate and Secondary Education,Comi
Secondary School Certificate Name Md. Rabiul Auwal School Ispahani Public School & College GPA 5.00(Out of 5.00)

পার্ট-২

www.pathagar.com

Tests

Name	Score (out of 5)		Time to Complete	
HTML5 Test	4.20	Top 20%	16 min	Details
Adobe Photoshop CS3 Test	3.25	[illegible]	12 min	Details
Analytical Skills Test	3.40	Top 30%	48 min	Details
CSS Test	3.25	Above Average	20 min	Details
Search Engine Optimization Test	2.90	Above Average	14 min	Details
Office Skills Test	3.40	Below Average	21 min	Details
English Spelling Test (U.S. Version)	4.10	Below Average	19 min	Details
English Vocabulary Test (U.S. Version)	3.25	Below Average	25 min	Details
U.S. Word Usage Test	2.75	Below Average	20 min	Details
U.S. English Basic Skills Test	2.75	Below Average	20 min	Details

Employment History

Data Analyst | Planet Coaching Center

[illegible]

Education

Bachelor of Science (B.S.), Savar,Dhaka,Bangladesh | Jahangirnagar University

[illegible]

I am a student of Jahangirnagar University of Bangladesh. Currently I am studying at Computer Science & Engineering. My future ambition is to be a software developer

Other Experiences

Programming,hobbies etc

I am a programmer of c & c++. My hobbies are reading articles journals. I also like to play video games and i have a lot of experience about gaming world. My future ambition is to be a software developer as well as a good freelancer

পার্ট-৩

www.pathagar.com

কাজ খোঁজা শুরু করুন

জব পোস্টে যে জিনিসগুলো দেখতে হয়

প্রথম কাজ পাওয়ার জন্য কাজ খুঁজতে হবে। এমন প্রজেক্ট খুঁজতে থাকুন যেখানে আপনার দক্ষতা কাজে লাগবে। তারপর ক্যাটাগরি, সাব-ক্যাটাগরি, আওয়ারলি অথবা ফিক্সড প্রাইসে অনুসন্ধান করুন।

আমার কি সঠিক দক্ষতা আছে?

শুধু সেসব জবে আবেদন করুন যেগুলো আপনি করতে পারবেন। কাজের মান খারাপ হলে বায়ার বাজে ফিডব্যাক দিতে পারে। তখন আপনার প্রফেশনাল সুনাম খারাপ হতে পারে। আপনি কোনো কাজের ১০০% যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত খুঁজতে থাকুন।

আমি কি আমার দক্ষতা প্রমাণ করতে পারব ?

যখন দক্ষ কোনো ক্লায়েন্ট আপনার প্রোফাইল এবং কভার লেটার দেখে, তখন তারা অভিজ্ঞতা, টেস্ট এবং অন্য অনেক কিছু দেখে বুঝতে পারে আপনি কাজটি করতে পারবেন কি না। তাই যে কাজ চাওয়া হয়েছে ওই কাজের দক্ষতা যদি আপনার প্রোফাইলে না থাকে তাহলে এ ধরনের জবে অ্যাপ্লাই করে সময় নষ্ট না করে আপনার উপযোগী অন্য কোনো জব খোঁজাই ভালো।

আপনার কি সময় আছে?

যদি কোনো জব পোস্টে সময়ের উল্লেখ থাকে অথবা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে আগে যাচাই করে নিন আপনি ওই সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবেন কি না।

www.pathagar.com

কাজের রেট কি সমর্থনযোগ্য?

মার্কেটপ্লেসে সব ক্লায়েন্টের কাজ করানোর রেট এক রকম হয় না। তাই যদি কোনো কাজের রেট আপনার পছন্দ না হয় তাহলে ওই রেটের কাজ না করাই ভালো।

এই ক্লায়েন্টের সাথে কি আমি ভালো কাজ করতে পারব?

মার্কেটপ্লেসে জব পোস্টের সাথে ক্লায়েন্টের ইনফরমেশনও থাকে, যা দেখে ওই ক্লায়েন্ট সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যায়। আগের ফ্রিল্যান্সাররা এই ক্লায়েন্ট সম্পর্কে কেমন মন্তব্য করেছে। যদি কোনো ক্লায়েন্টকে ভালো মনে না হয় তাহলে ওই ক্লায়েন্টের সাথে কাজ না করাই ভালো।

জবে অ্যাপ্লাই করুন

আপনি কাজ করতে প্রস্তুত। এখন নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন:

১. সঠিক জব খুঁজে বের করুন এবং অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করুন।
২. আপনার রেট, কভার লেটার, আগের কাজের সংযুক্তি যদি থাকে যুক্ত করে পাঠান।
৩. ক্লায়েন্ট আবেদনটি দেখবে এবং সাক্ষাৎকারের জন্য যোগাযোগ করবে।
৪. ক্লায়েন্ট আপনার দক্ষতা জানার জন্য ইন্টারভিউ নেবে।
৫. ক্লায়েন্ট আপনাকে পছন্দ করলে কাজটি শুরু করার একটি প্রস্তাব দেবে। প্রস্তাবটি গ্রহণ করুন এবং কাজ শুরু করুন।

কাজের রেট ঠিক করুন

আপনি আপনার ঘণ্টায় রেট সেট করতে পারবেন অ্যাপ্লাই করার আগে। সেন্ড বাটনে ক্লিক করার আগে ডিফল্ট রেট পরিবর্তন করুন। ফিক্সড প্রাইস জবের ক্ষেত্রে রেট অনুমান করার জন্য কাজটি শেষ করতে কত সময় লাগবে তা হিসেব করে নিন।

নিচের ধাপগুলো দেখুন:

১. কাজটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করুন। ওয়েবসাইট তৈরিতে পাঁচটি ধাপ আছে। যেমন: পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ, পর্যালোচনা এবং পরীক্ষা।
২. ধাপগুলোর মাঝের বিরতিতে আপনি ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
৩. প্রতিটি ধাপের ক্ষেত্রে আপনি অনুমান করতে পারবেন শেষ করতে কত সময় লাগবে।
৪. অনুমিত রেট সংযুক্ত করুন, সাথে কিছু বেশি রেটও যোগ করুন।

www.pathagar.com

উপযুক্ত কভার লেটার লিখবেন কীভাবে?

কভার লেটার হলো নিজেকে উপস্থাপন করা এবং দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার উপায়। এটি বড় সুযোগ যে আপনি জব ডেসক্রিপশনটি পড়েছেন, বুঝেছেন এবং কাজটি করতে পারবেন তা প্রমাণ করার। সাতটি উপায়ে সুন্দর একটি কভার লেটার লিখতে পারেন, যা ক্লায়েন্টকে ইমপ্রেস করবেঃ

১. পেশাদারিত্ব ফুটিয়ে তুলুন

উষ্ণ অভিবাদন দিয়ে শুরু করুন। যেমন 'Hello Mr. Smith' or 'Hi John' অথবা শুধু 'Hello' যখন আপনি ক্লায়েন্টের নাম জানবেন না।

২. নির্দিষ্ট করুন

আপনার কভার লেটার ছোট এবং মিষ্টি করুন। ক্লায়েন্টকে বলুন কেন আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন এবং আপনি যোগ্য। আপনার অভিজ্ঞতা থাকলে শেয়ার করুন।

৩. জব পোস্টের ব্যাপারে কথা বলুন

বলুন এই কাজে আপনার দক্ষতা আছে। এটা স্পষ্ট করে যে আপনি জবটি ভালোভাবে পড়েছেন এবং কাজ করতে প্রস্তুত।

৪. সুস্পষ্ট প্রশ্ন করুন

জব সম্পর্কে চিন্তামূলক এবং সঠিক প্রশ্ন করুন, যাতে বোঝা যায় আপনি কাজটি করতে পারবেন।

www.pathagar.com

৫. অপেক্ষা করুন

আপনার সম্পর্কে তাঁর আরও কিছু জানার থাকলে তাকে সময় দিন।

৬. নির্দেশনা অনুসরণ করুন

কোনো কোনো ক্লায়েন্ট জব পোস্টে কিছু প্রশ্ন করে থাকে বা কিছু কিওয়ার্ড কভার লেটারে উল্লেখ করতে বলে। ক্লায়েন্ট যেভাবে বলে সেভাবে করুন। এটা করলে ক্লায়েন্ট ভাববে যে আপনি কাজ সম্পর্কে মনোযোগী।

৭. পুনরায় পাঠ, সম্পাদনা এবং বিবেচনা করুন

আবার জবের ডেসক্রিপশনের দিকে তাকান, দেখেন ক্লায়েন্টের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কি না। সেন্ড বাটনে ক্লিক করার আগে বানান এবং গ্রামারে ভুল আছে কি না চেক করে নিন।

নতুন ফ্রিল্যান্সাররা প্রথম ভুলটি করে কভার লেটারে সময় না দিয়ে। নিচে একটি কভার লেটারের নমুনা দেওয়া হলো :

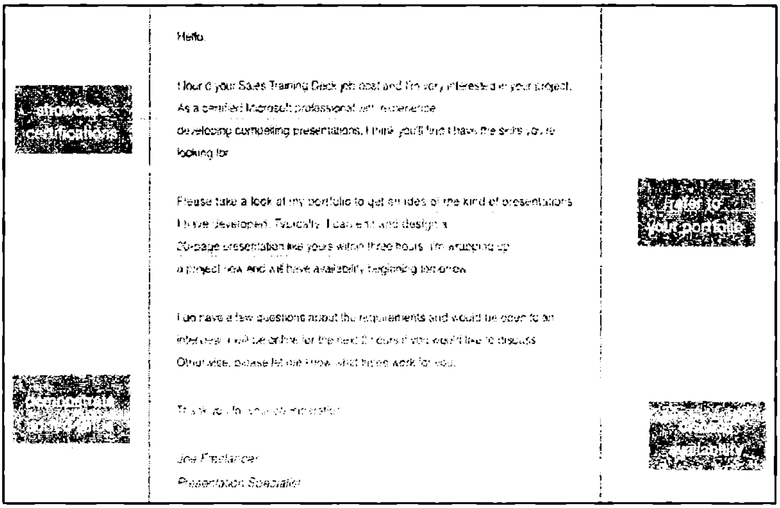

Hello,

I found your Sales Training Deck job post and I'm very interested in your project. As a certified Microsoft professional with experience developing compelling presentations, I think you'll find I have the skills you're looking for.

Please take a look at my portfolio to get an idea of the kind of presentations I have developed. Typically, I can edit and design a 20-page presentation like yours within three hours. I'm wrapping up a project now and will have availability beginning tomorrow.

I do have a few questions about the requirements and would be open to an interview. I will be online for the next [illegible] hours if you would like to discuss. Otherwise, please let me know what times work for you.

Thank you for your consideration.

Joe Freelancer
Presentation Specialist

কভার লেটার নির্ভর করে জব পোস্টের ওপর। বিভিন্ন জব পোস্টের বিভিন্ন রকম কভার লেটার হয়। ক্লায়েন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রথম প্রয়োজন হলো সুন্দর একটি প্রোফাইল আর দ্বিতীয় হলো ভালো একটি কভার লেটার। কভার লেটার দেখে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে আপনি কাজটি করতে পারবেন কি না এবং সিদ্ধান্ত নেবে আপনার ইন্টারভিউ নেবে কি না।

www.pathagar.com

ওডেস্ক জব পোস্টে সাধারণত যে ধরনের প্রশ্ন থাকে

1. Do you have suggestions to make this project run successfully?
- প্রজেক্টটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্যে আপনার কোনো সাজেশন আছে কি?
2. Have you taken any oDesk tests and done well on them that you think are relevant to this job?
- এই কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো ওডেস্ক টেস্ট কি দিয়েছেন এবং সেটিতে কি ভালো করেছেন?
3. What part of this project most appeals to you?
- এই কাজের কোনো অংশটুকু আপনার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে?
4. What past project or job have you had that is most like this one and why?
- ঠিক এরকম কোনো প্রজেক্টে কি আগে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, যদি করে থাকেন তবে কেন করেছিলেন?
5. Which part of this project do you think will take the most time?
- প্রজেক্টের কোন অংশটি সম্পন্ন করতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগবে বলে আপনার মনে হয়?
6. Do you have any question?
- এই প্রজেক্ট সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন আছে কি?

এখানে এমন কোনো প্রশ্ন নেই যা সহজে বোঝা যায় না। যারা কাজটি ভালোভাবে বুঝবেন এবং করতে পারবেন তারা অবশ্যই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবেন। যারা কাজটি ভালোভাবে বুঝতে পারেননি বা করতে পারবেন না তারা হয়তো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবেন না। মার্কেটপ্লেসে প্রতিটি কাজের ধরন হয় আলাদা। তাই আপনার যদি কাজ জানা থাকে তাহলে কভার লেটার লিখতে এবং কাজ পেতে কোনো সমস্যা হবে না।

www.pathagar.com

জব পোস্টের একটি স্যাম্পল কভার লেটার :

নিচে একটি জব পোস্টের ছবি দেওয়া হলো। এখানে বলা হয়েছে একটি ওয়েবসাইটের স্পিড বাড়াতে হবে। ওয়েবসাইটের ঠিকানাও দেওয়া আছে। এবং সবার নিচে দুটি প্রশ্নও দেওয়া আছে। আপনি যদি কাজটি করতে পারেন তাহলে উপযুক্ত একটি কভার লেটারও লিখতে পারবেন এবং প্রশ্ন দুটির উত্তরও দিতে পারবেন।

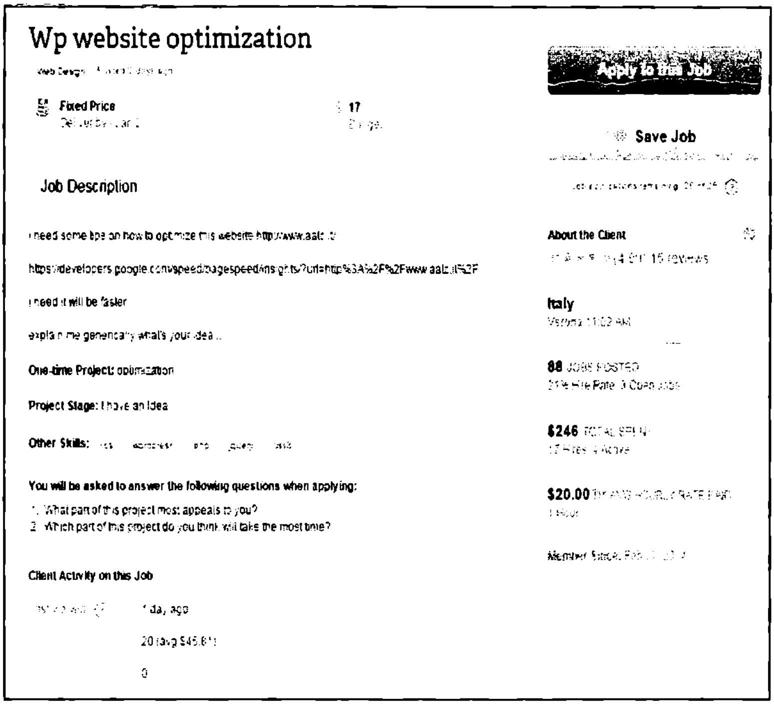

আমরা আগে দেখি এই ওয়েবসাইটের প্রবলেম কী এবং কেন এটির স্পিড কম। ওয়েবসাইটের স্পিড টেস্ট করার অনেক টুল আছে। গুগল PageSpeed Insights টুল দিয়ে চেক করে একটি ছবি নিচে দিলাম।

এখানে দেখা যাচ্ছে এই সাইটটির বর্তমান স্পিড ডেস্কটপ ভার্সনের ক্ষেত্রে ৬ এবং মোবাইল ভার্সনের ক্ষেত্রে ১৫ (মোবাইল ভার্সনেরটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে না। মোবাইল অপশনে ক্লিক করলে দেখা যাবে)। এবং এই সাইটের স্পিড বাড়ানোর জন্য কী কী করতে হবে তা Should Fix-এ দেওয়া আছে।

www.pathagar.com

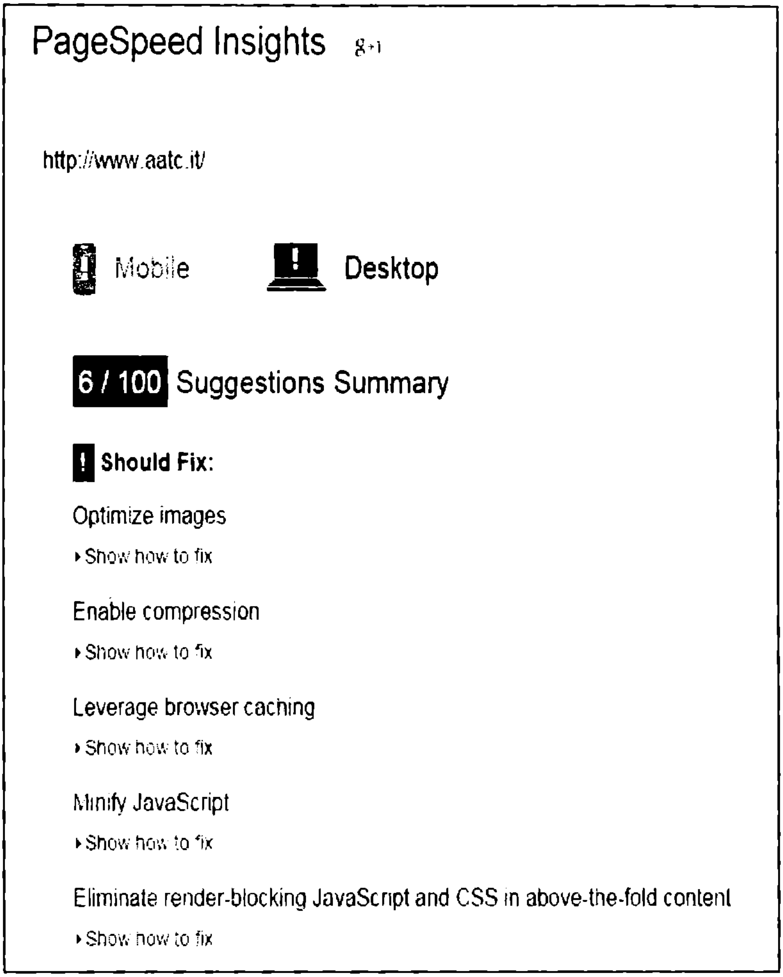

এখন আমরা অন্য একটি টুল দিয়ে চেক করে দেখি অন্য টুলে এই সাইটের স্পিড কত দেখায়। GTmetrix টুল দিয়ে চেক করে আরেকটি ছবি নিচে দিলাম।

এখানে দেখা যাচ্ছে এই সাইটটির বর্তমান স্পিড Page Speed Grade F (41%), YSlow Grade C (70%) এবং Page load time 7.98s এবং কী কী করলে এই সাইটের স্পিড বাড়বে তাও নিচে দেওয়া আছে।

www.pathagar.com

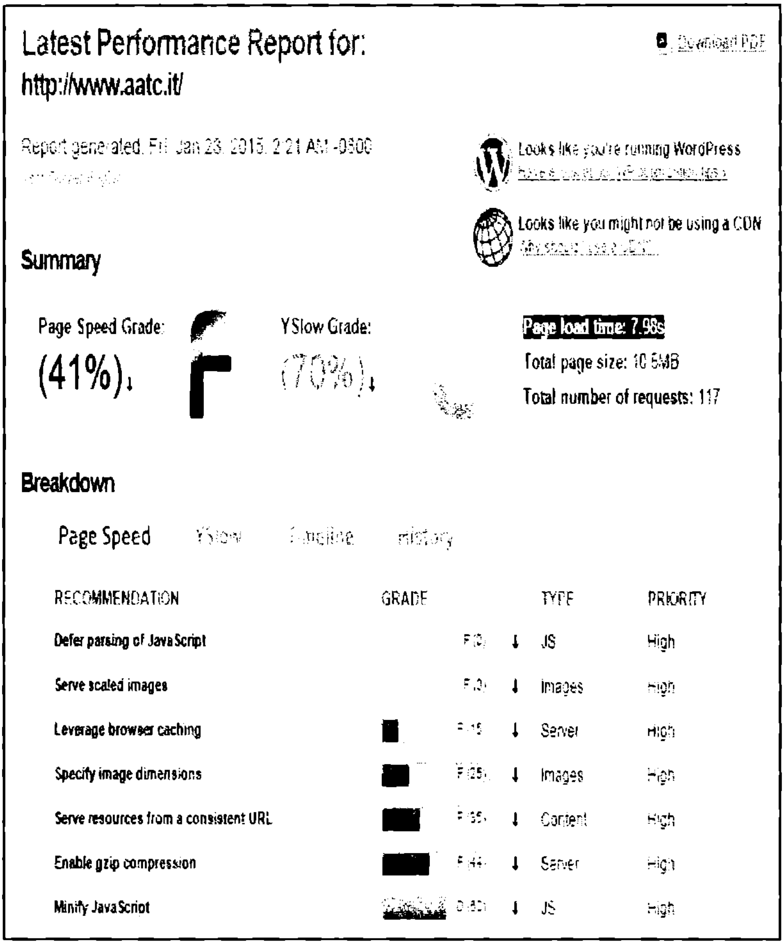
Latest Performance Report for:
http://www.aatc.it/

Report generated: Fri Jan 23, 2015, 2:21 AM -0800

Looks like you're running WordPress

Looks like you might not be using a CDN

Summary

Page Speed Grade: (41%) F

YSlow Grade: (70%)

Page load time: 7.98s

Total page size: 10.5MB

Total number of requests: 117

Breakdown

Page Speed | YSlow | Timeline | History

RECOMMENDATION	GRADE	TYPE	PRIORITY
Defer parsing of JavaScript	F (0)	JS	High
Serve scaled images	F (0)	Images	High
Leverage browser caching	F (15)	Server	High
Specify image dimensions	F (25)	Images	High
Serve resources from a consistent URL	F (35)	Content	High
Enable gzip compression	F (44)	Server	High
Minify JavaScript	D (60)	JS	High

এখন যদি আমরা এই জবের উপযোগী একটা কভার লেটার লেখি তাহলে তা হবে

www.pathagar.com

Hello.

I have read your job post. Yes I am interested to do your work. I have done same speed up work before many times.

This is the present condition of your site Mobile speed is 15/100 and Desktop speed is 7/100
https://developers google com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fwww.aatc it%2F&tab=desktop
And GTmetrix tool
Page Speed is 41%. YSlow speed is 70% and Page load time is 7.98s
http://gtmetrix com/reports/www.aatc it/cZBD2ed2

I can speed up your site more than 80% and reduce loading time less than 3s within 2-3 hours
I will apply this Techniques to speed up this site:
Optimize images
Enable GZip compression
Leverage browser caching
Minify HTML. CSS. JavaScript
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS
Reduce server response time

work sample:
http://wpdesign24.com/wordpress-speed-up/

Thanks
Aminur

4161 characters left

এবং জব পোস্টে যে দুটি প্রশ্ন ছিল তার উত্তর দিই তাহলে তা হবে এমন

What part of this project most appeals to you?

Editing htaccess file

Which part of this project do you think will take the most time?

Image optimization

www.pathagar.com

ইন্টারভিউ ফেস করা

অভিনন্দন, আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হয়েছে। এখন আপনাকে প্রস্তুত হতে হবে সামনাসামনি ইন্টারভিউর মতো। আপনি জব পাওয়ার খুব কাছাকাছি। ক্লায়েন্ট যখন ইন্টারভিউর জন্য বলে তখন তাড়াতাড়ি রিপ্লাই দেবেন এবং এমন একটা সময় খুঁজবেন যা ক্লায়েন্টের জন্যও ভালো হয়। ইন্টারভিউ অনেকভাবেই হতে পারে, ওডেস্ক (মার্কেটপ্লেস) মেসেজের মাধ্যমে বা স্কাইপিতে। যেটা আপনার সুবিধা সেটাতেই রাজি হোন।

ইন্টারভিউর আগে

১. নমনীয় হোন। ক্লায়েন্ট যে টাইম এবং যেভাবে ইন্টারভিউ নিতে চায় তাতে রাজি হোন।

২. ক্লায়েন্ট সম্পর্কে খোঁজখবর নিন, যাতে আপনাদের বক্তব্য ভালো হয়। কিছু প্রজেক্টবিষয়ক প্রশ্ন লিখে রাখুন।

৩. ভালো একটি জায়গা বেছে নিন যাতে আশেপাশে কোনো শব্দ না হয়।

৪. আপনার পোর্টফোলিও আবার দেখে নিন। আপনি যদি এই প্রজেক্টের জন্য স্পেশাল হন তাহলে তা যুক্ত করুন।

৫. মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন। কম্পিউটারের মাইক্রোফোন চেক করুন। ঠিক না থাকলে আগেই সব ঠিক করুন।

ইন্টারভিউর সময়

১. প্রফেশনাল থাকুন। আপনার শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে বলুন এবং জব সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

২. সৎ হোন। আপনি যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানেন তাহলে ভুল উত্তর দেবেন না। ক্লায়েন্টকে বিভ্রান্ত করা ঠিক হবে না।

www.pathagar.com

৩. ১-২ ঘন্টার জন্য টেস্ট প্রজেক্টের জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। এটি করলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং ক্লায়েন্টের কাছে ভালো খবর বয়ে নিয়ে যাবে।
৪. জিজ্ঞেস করুন হায়ার করার সর্বশেষ সময় কবে। সব সময় ইন্টারভিউর শেষে ইন্টারভিউর জন্য ধন্যবাদ জানাবেন।

ইন্টারভিউর পর

১. আপনি যদি অতিরিক্ত পোর্টফোলিওর লিংক দিয়ে থাকার কথা বলে থাকেন তাহলে তাড়াতাড়ি দেবেন এবং সাথে একটি থ্যাংক ইউ নোটও।
২. ওডেস্কে (মার্কেটপ্লেস) সব সময় অনুসরণ করুন। দুই-এক লাইন লিখে ইন্টারভিউ চালিয়ে যান।

অপেক্ষা করা সবচেয়ে কঠিন কাজ

জবের জন্য অপেক্ষা করা কঠিন, কিন্তু ক্লায়েন্টকে সময় দেওয়া দরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে। আপনি ক্লায়েন্টের অ্যাকটিভিটি চেক করবেন– তিনি কত জনকে ইন্টারভিউ নিয়েছেন এবং জব এখনো খোলা আছে কি না। যদি আপনি কোনো রেসপন্স না পান তাহলে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন তুলে নিতে পারবেন। তা করার আগে ক্লায়েন্টকে একটি নোট লিখবেন যে আপনি অন্য জবে চেষ্টা করছেন কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁর সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক।

www.pathagar.com

জব করবেন কীভাবে?

সুখবর! আপনি রেডি হলে অ্যাকসেপ্ট বাটন চাপুন এবং মনে মনে বলুন আমি জব পেয়ে গেছি। এখন আপনি তৈরি কাজ করতে। একা কাজ করা কঠিন। এখানে সুপারভাইজ করার মতো কেউ নেই। কিন্তু শৃঙ্খলা আপনাকে ট্র্যাকে রাখতে সহায়তা করবে।

১. কাজের জায়গা তৈরি করুন। যদি এখানে ছোট বাচ্চা থাকে তাহলে তাদেরকে বলুন যে আপনি কাজ করছেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার কাজ শেষ হয় ততক্ষণ বিরক্ত না করতে।
২. প্রতিদিনের কাজের সময় ঠিক করুন। আপনার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী সময় ঠিক করার স্বাধীনতা আছে। আপনার ক্লায়েন্টকে জানাবেন কখন আপনাকে পাওয়া যাবে। আপনি দুই শিফটে কাজ করতে পারেন সকালে এবং রাতে।
৩. আপনি বাড়িতে থাকলে টিভির সুইচ বন্ধ রাখতে পারেন, যাতে আপনার মনোযোগ নষ্ট না হয়।

প্রজেক্ট শুরু করুন

কাজ শুরু করার পূর্বে একটি লিস্ট তৈরি করুন যা যা আপনার লাগবে। যেমন: পাসওয়ার্ড, ওয়েবসাইট, ডাটাবেস, গুগল এবং আপনি কাদের সাথে কাজ করছেন তাদের তথ্য। ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ রাখবেন যে আপনি কতটুকু কাজ শেষ করেছেন ওডেস্ক, ই-মেইল আর চ্যাটের মাধ্যমে।

টিমঅ্যাপ ব্যবহার

আপনি যদি আওয়ারলি কাজ করেন তাহলে টিমঅ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। এটি দ্বারা আপনি যত ঘণ্টা কাজ করেছেন ক্লায়েন্ট আপনাকে ততটুকু পে করবে। এটি আপনার সময় গণনা করবে এবং ১০ মিনিট পর পর

www.pathagar.com

স্ন্যাপশট নেবে। এগুলো দেখে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে আপনি কাজ করেছেন এবং আপনাকে পে করবে। এক সপ্তাহে আপনি সর্বোচ্চ কত ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন তা ক্লায়েন্ট ঠিক করে দেবে। যখন আপনার ঘণ্টা শেষ হয়ে যাবে তখন ক্লায়েন্ট ইচ্ছা করলে ঘণ্টা বাড়াতে পারবে অথবা পরের সপ্তাহে শুরু করতে হবে। যখন ওয়ার্ক উইক শেষ হবে তখন আপনি এবং আপনার ক্লায়েন্ট পর্যালোচনা করতে পারবেন পে করার আগে। ওয়ার্ক উইক শেষ হয় রবিবারে এবং আপনি ১০ দিন পর পেমেন্ট পাবেন।

বিরুদ্ধ (Disputes) থেকে দূরে এবং নিরাপদ কাজের অভিজ্ঞতার জন্য নিচের নিয়মগুলো মানুনঃ

১. যত সৎ থাকবেন তত ভালো। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে জবে অ্যাপ্লাই করবেন এবং কোনো সমস্যা হলে ক্লায়েন্টকে প্রশ্ন করবেন।

২. কোনো ক্লায়েন্ট যদি ফিডব্যাকের জন্য ফ্রি কাজ করতে বলে তাহলে তা করবেন না।

৩. আপনার সম্ভাব্য ক্লায়েন্টকে নিয়ে গবেষণা করুন। নিচের কাজগুলো যাচাই করুন:

- জব পোস্ট করেছে কি না
- ভাড়া করার সংখ্যা
- বর্তমান টিম-এর আকার
- পেমেন্ট পদ্ধতি যাচাই
- ফিডব্যাক গ্রহণ
- আগের কাজের পেমেন্ট পে করা হয়েছে কি না
- সর্বমোট কত পে করেছে।

যদি কোনো জব পোস্ট সন্দেহজনক মনে হয় তাহলে মার্কেটপ্লেস (ওডেস্ক) সাপোর্ট টিমকে জানান। মার্কেটপ্লেসের প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার ওয়ার্কপ্লেস নিশ্চিত করা।

প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনা

অনলাইনে কাজ করার বড় পার্ট হচ্ছে আপনার কাজের ব্যবস্থাপনা করা। এর মানে হচ্ছে অনেক কাজ একসাথে জমা দেওয়া, ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ করা এবং ভালো কাজ করা।

www.pathagar.com

১. আপনি নিজেই নিজের ব্যবস্থাপক হোন। ভালো কাজের দায়িত্ব নিন এবং সময়মতো প্রদান করুন।
২. প্রত্যাশা ঠিক করুন। নিয়মিত কাজের আপডেট দিন ক্লায়েন্টকে।
৩. সমস্যা সমাধান করুন তাড়াতাড়ি। কোনো প্রজেক্টই পারফেক্ট হয় না। কোনো সমস্যা হলে সৎ থাকুন।
৪. প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল ব্যবহার করুন। অথবা স্প্রেডশিট ব্যবহার করুন কী কী করতে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য।

লিখিত কমিউনিকেশনে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়

১. পেশাদার এবং শান্ত হোন। আপনার ক্লায়েন্ট থেকে একটু বেশি ফরমাল হোন।
২. বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করবেন না। সব বড় হাতের অক্ষর চিৎকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।
৩. অনেক ইমোটিকন ব্যবহার করবেন না। এগুলো অপেশাদারিত্ব প্রকাশ করে।
৪. কোনো অপভাষা ব্যবহার করবেন না। যেমন 'I dunno' অথবা 'gotta' এবং কোনো শর্টকাট ব্যবহার করবেন না।
৫. আপনার কৌতুক সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন।
৬. আপনার ধর্ম, রাজনীতি বা ব্যক্তিগত বিষয় পেশাদার যোগাযোগে আনবেন না।
৭. সংক্ষিপ্ত করুন। আপনার ক্লায়েন্টের সময় বাঁচানো আপনার কাজ যখন ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ করবেন। ই-মেইল লেখার পর খেয়াল করবেন যে এটা আরও কম ওয়ার্ডে লেখা যায় কি না।

অনুসরণ করা

আপনার কাজ আপনাকেই গুছিয়ে রাখতে হবে। আপনি যদি ক্লায়েন্টকে কিছু পাঠান এবং কোনো উত্তর না আসে তাহলে ফ্রেন্ডলি নোট লিখুন যে কাজ চলছে। আপনার মূল ই-মেইল স্প্যাম ফিল্টার দ্বারা সেটআপ থাকতে পারে।

যখন একটি কাজ শেষ হবে

যখন আপনি ফাইনাল কাজ প্রদান করবেন তখন একটি ই-মেইল করে দেবেন এবং বলবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি ফ্রি আছেন। যদি আপনার

www.pathagar.com

কন্ট্রাক্ট খোলা থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনার ক্লায়েন্ট পর্যালোচনা করছে। আপনি আপনার ফিডব্যাক কাজ শেষ হওয়ার পর পেয়ে যাবেন। তাই ক্লায়েন্টকে বলবেন পর্যালোচনা শেষে যাতে জব ক্লোজ করে দেয়।

নতুন কাজের জন্য তৈরি হোন

একটি কাজ শেষ হলে আপনি আপনার পোর্টফোলিও আপডেট করুন। কোনো ছবি বা লিংক যুক্ত করুন যদি আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে অনুমতি দেয়। যদি নতুন কিছু শিখে থাকেন তা আপনি ওভারভিউ এবং স্কিলে যুক্ত করুন। এখন আপনি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এখন পরের কাজ পেতে সহজ হবে এবং আপনার আওয়ারলি রেট বাড়বে।

সফল ফ্রিল্যান্সার হওয়ার সাতটি অভ্যাস

১. দ্রুত এবং প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করুন। সব সময় সক্রিয় থাকবেন, যাতে আপনার ক্লায়েন্টকে আপনাকে খুঁজতে না হয়।
২. যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলুন। এতে সন্দেহ দূর হবে, সময় বাঁচবে এবং কাজও সঠিক হবে।
৩. সঠিক প্রত্যাশা দেবেন। কাজের সঠিক এবং সংক্ষিপ্ত আপডেট দেবেন। কোনো সমস্যা হলে দ্রুত ক্লায়েন্টকে জানাবেন।
৪. দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাবেন। ক্লায়েন্ট উদ্বিগ্ন হয়ে যায় যখন ফ্রিল্যান্সারের কাছ থেকে কোনো রিপ্লাই না পায়।
৫. সব সময় ডেডলাইন শেষ হওয়ার আগে কাজ জমা দেবেন। যদি ডেডলাইনের মধ্যে জমা দিতে না পারেন তাহলে ক্লায়েন্টকে জানান, তা না হলে ক্লায়েন্ট চিন্তা করতে পারে।
৬. কাজ করতে আনন্দদায়ক হোন। ক্লায়েন্টের উদ্বেগ শুনুন এবং সহজভাবে উত্তর দিন। একটি ইতিবাচক মনোভাব আপনার পেশাদার খ্যাতি নির্মাণের চাবিকাঠি।
৭. আপনি যা দিতে পারবেন তার বেশি দেওয়ার কথা দেবেন না। সব সময় প্রত্যেক কাজের সামান্য একটু বেশি দেবেন। এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টকে খুশি করার এবং জীবনে সফল হওয়ার গোপন নিয়ম।

www.pathagar.com

ওডেস্ক ফ্রিল্যান্সার নির্দেশিকা

ভালো ফ্রিল্যান্সাররাই ওডেস্ককে অসাধারণ করেছে। ফ্রিল্যান্সারদের সাফল্যের জন্যই ওডেস্ক সফল। ফ্রিল্যান্সারদের জব পাওয়ার জন্য, ভালো ক্যারিয়ার গড়ার জন্য সমস্ত গাইডলাইন এখানে একত্র করেছি।

সব সময় পেশাদার আচরণ করুন

ওডেস্ক প্রফেশনালদের কমিউনিটি। ভদ্র হোন, বিনীত হোন এবং এখানে যা কিছুই করুন না কেন, সবকিছুর প্রতি সম্মানশীল হোন, আপনার প্রোফাইলের কন্টেন্ট থেকে শুরু করে আমাদের ফোরামে কভার লেটার লেখা পর্যন্ত সবকিছুর প্রতি।

যোগাযোগই হচ্ছে বায়ার পাওয়ার এবং বায়ারকে ধরে রাখার চাবিকাঠি!

যে বায়ার সবকিছু সম্পর্কে অবগত আছেন, তিনিই একজন সন্তুষ্ট বায়ার। বাস্তব জগতের মতো সব সময় এবং সহজে বায়ারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাই হলো কাজ চালিয়ে নেওয়ার চাবিকাঠি।

কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ ঠিকমতো রক্ষা করার কিছু টিপস:

- কাজ শুরু করার আগে অল্প কথায় পরিষ্কার এবং বাস্তবসম্মতভাবে আপনার এবং বায়ারের মধ্যে কিছু আউটলাইন ঠিক করে নিন। আপনাকে কী কী কাজ করতে হবে, সেই সাথে আপনার চুক্তি, কাজের সময়সীমা এবং বায়ারের সাথে আপনার যোগাযোগগুলো কোথাও লিখে রাখুন।
- যত দ্রুত সম্ভব বায়ারের প্রশ্ন এবং মেসেজের উত্তর দিন।
- আপনার ক্লায়েন্টকে প্রতিদিনের কাজের আপডেট পাঠান।
- যখনই কোনো কিছু নিয়ে সন্দেহ হবে, বায়ারকে জিজ্ঞেস করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। বায়ারের সাথে কাজসম্পর্কিত প্রশ্ন কিংবা কথাবার্তা বলতে ভয় পাবেন না।

www.pathagar.com

- বায়ারের সাথে কাজসম্পর্কিত কথাবার্তা এবং চুক্তিপত্র করার জন্য ওডেস্কের মেসেজ অপশন ব্যবহার করুন।
- আপনার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকুন। আপনি কখন অনলাইনে থাকবেন সেটা বায়ারকে জানিয়ে রাখুন। যদি কোনো সময় উপস্থিত থাকতে না পারেন তাহলে সেটা আগেই বায়ারকে জানিয়ে দিন, এমনকি সেটা একদিনের জন্য হলেও।
- যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারেন, তাহলে বায়ারকে যত দ্রুত সম্ভব জানিয়ে দিন! তাদের বলুন কেন আপনি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করতে পারছেন না এবং নতুন সময়সীমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন।
- যদি কোনো কন্ট্রাক্ট সম্পূর্ণ করতে না পারেন, তাহলে সাথে সাথেই কাস্টমার সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করুন, যাতে আমরা ক্লায়েন্টকে সাহায্য করতে পারি।

আপনার ক্যারিয়ার শুরু করুন

ওডেস্কে আপনি নিজেই নিজের বস। বাকিটুকু আপনার হাতে কীভাবে আপনি আপনার দক্ষতা ফুটিয়ে তুলবেন, কীভাবে সঠিক জব খুঁজে পাবেন এবং আপনার সাফল্যের ওপর বিনিয়োগ করবেন।

প্রথম ধাপ: একটি অসাধারণ ফ্রিল্যান্সার প্রোফাইল তৈরি করুন

আপনার প্রোফাইল হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম, যা আপনি ক্লায়েন্টের সামনে তুলে ধরবেন সঠিক জবের জন্য। এটাই আপনার বিজনেস কার্ড, রিসিউমি, সিভি, পোর্টফোলিও এবং রেফারেন্স যেটা একের ভেতর সব!

একটি সম্পূর্ণ, দক্ষ প্রোফাইলে থাকে সম্পূর্ণ নাম, টাইটেল এবং ছবি। এটা অতীতের সাফল্য প্রদর্শন করে (কোন ক্ষেত্রে কত বছর কাজ করেছেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট), ফুটিয়ে তুলে দক্ষতা এবং ওডেস্ক স্কিল টেস্টের ফলাফল।

আপনি যেসব কাজ করেছেন তার ছবি এবং লিংক যোগ করতে ভুলবেন না (তার আগে বায়ারের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে নিন যে তাতে উনার কোন অসুবিধা আছে কি না)। আপনার কোনো পোর্টফলিও নেই? তাহলে অতীতের কাজের সুপারিশগুলো আপলোড করে নিন।

www.pathagar.com

সবশেষে, কোনো ভুল আছে কিনা দেখে নিন। একটি সম্পূর্ণ, দক্ষ প্রোফাইল সব সময়ই ক্লায়েন্টের প্রথম পছন্দ। কোনো রকম বাজে শব্দ, সবগুলো বড় হাতের শব্দ, কোনো শর্টকাট ব্যবহার করবেন না এবং ভালো করে যাচাই করে নিন যে কোনো রকম গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে কিনা।

দ্বিতীয় ধাপ: সঠিক প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করুন

কাজ পাওয়ার সুযোগ বাড়ানোর জন্য এবং একটি জব সম্পূর্ণভাবে শেষ করার জন্য সেসব জবেই অ্যাপ্লাই করুন যেগুলোতে আপনার দক্ষতা আছে। এটাই আপনাকে কাজটি সঠিকভাবে শেষ করার জন্য, ভালো ফিডব্যাক পাওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতে আরও নতুন জব পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। মনে রাখবেন আপনার জব কোটা কিন্তু সীমিত, সুতরাং দক্ষতার সাথে প্রজেক্ট নির্বাচন করুন।

তৃতীয় ধাপ: সুন্দর একটি কভার লেটার লিখুন

আপনার কভার লেটারই আপনাকে বায়ারের সামনে তুলে ধরবে, তাই নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি সঠিক তথ্য লিখছেন। যে জবে অ্যাপ্লাই করছেন সে জব সম্পর্কে লিখুন (কপি পেস্ট করলে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারে, তাই এটা করবেন না), আপনার দক্ষতাগুলো তুলে ধরুন এবং সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করুন কেন আপনি এই প্রজেক্টের জন্য উপযোগী।

চতুর্থ ধাপ: ইন্টারভিউর জন্য প্রস্তুতি নিন

ইন্টারভিউর জন্য প্রস্তুত হোন যেভাবে আপনি সামনাসামনি ইন্টারভিউ দেন। কাজের রিকয়ারমেন্টগুলো পর্যালোচনা করুন, জিজ্ঞাসা করার জন্য কিছু প্রশ্ন তৈরি করুন এবং আপনার দক্ষতা উপস্থাপন করার জন্য তৈরি হোন। আপনার কম্পিউটার এবং স্পিকার চেক করুন, ফোনে চার্জ দিয়ে নিন এবং স্কাইপ, চ্যাট বা অন্যান্য যোগাযোগের সফটওয়্যারগুলো কাজ করছে কি না দুবার করে যাচাই করে নিন।

ইন্টারভিউর সময়, সময়মতো রেডি থাকুন এবং নির্দিষ্ট করে বলুন কেন আপনি যোগ্যতাসম্পন্ন এবং কাজটি সফলভাবে করার জন্য আপনি কী কী করবেন। শিডিউল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন, কী কী করতে হবে সেটাও এবং ক্লায়েন্ট যাকে হায়ার করতে চায় তার কাছ থেকে সে কী চায়? সবশেষে ভদ্র এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তাকে ধন্যবাদ দিন।

www.pathagar.com

নিজের সাফল্য নিজেই গড়ে তুলুন

সফল ফ্রিল্যান্সারদের রয়েছে একটি উদ্যোক্তা মন, শক্তিশালী নৈতিক দায়িত্ব এবং ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল প্রদান করার ক্ষমতা।

কাজের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং প্রস্তুত হোন

নির্ভরযোগ্যতা এবং দায়িত্বশীলতা ভালো কাজ করার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সাথে সাথে রিপ্লাই দেওয়া, সময়সীমা মেনে চলা, যথা সময়ে কাজ জমা দেওয়া ইত্যাদি আপনার পেশাদারিত্ব ফুটিয়ে তোলে। টেকনিক্যালি এর জন্য দরকার একটি ভালো কম্পিউটার, ভালো ইন্টারনেট সংযোগ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম।

আপনিই আপনার সেরা পরিচালক

একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনাকেই আপনার প্রকল্প, আপনার সময়সূচি এবং আপনার ক্লায়েন্টের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হবেন না। বাস্তবসম্মত কাজ সেট করুন, সময়সীমা মেনে চলুন এবং সব সময় আপনার সেরা কাজটাই করুন।

ভালো কাজ বড় সম্পর্ক তৈরি করে

আপনার কাজ যদি ভালো হয় এবং ক্লায়েন্টকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারেন তাহলে ক্লায়েন্ট বারবার আপনাকে কাজ দেবে। কীভাবে ক্লায়েন্টের সাথে ভালো এবং লংটার্ম সম্পর্ক রাখা যায় তার জন্য নিচের ব্লগে পাঁচটি টিপস দেওয়া আছে, সেগুলো পড়ে দেখতে পারেন।

https://www.odesk.com/blog/2011/04/how-to-start-a-great-working-relationship/

ফ্রিল্যান্সার কমিউনিটিতে যোগ দিন

আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে ফ্রিল্যান্সার কমিউনিটিতে সেসব প্রশ্নের উত্তর পাবেন এবং অন্যান্য ফ্রিল্যান্সারের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

http://community.odesk.com/

www.pathagar.com

ওডেস্ক ক্লায়েন্ট নির্দেশিকা

ওডেস্কে ফ্রিল্যান্সার খুঁজে, হায়ার করে খুব সহজেই আপনি আপনার চাহিদামতো কাজটি করিয়ে নিতে পারেন নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করে।

এক্সপার্টদের সাথে কাজ করার জন্য প্রফেশনাল আচরণ করুন

টপ ফ্রিল্যান্সারদের আকর্ষণ করার জন্য নিজেকে এবং নিজের কোম্পানিকে শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে এবং পেশাদারিত্বের সাথে ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলুন। জব পোস্ট লিখুন পরিপূর্ণভাবে প্রফেশনালদের মতো এবং পেমেন্ট মেথড ভেরিফাই করুন আপনার ব্যবসার বৈধতার জন্য।

একটু প্রচেষ্টা সঠিক ফ্রিল্যান্সার খোঁজার ক্ষেত্রে আপনাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে

অনলাইনে হায়ার করা অনেকটা অফলাইনে হায়ার করার মতোই। এখানেও যোগ্য ব্যক্তিরা রয়েছে কিন্তু তাদের খুঁজে বের করতে হলে আপনাকে কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। নিচের পদ্ধতিগুলো আপনাকে সঠিক ফ্রিল্যান্সার খুঁজতে, ফ্রিল্যান্সারকে সঠিক পথ দেখাতে এবং আপনার কাজগুলো সঠিক ফ্রিল্যান্সারের হাতে যেতে সহায়তা করবে:

- একটি পরিপূর্ণ জব পোস্ট করুন, বাস্তবসম্মত ডেলিভারি এবং কাজ জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা উল্লেখ করে। জব পোস্টে ফ্রিল্যান্সারদের এই জব রিলেটেড কিছু প্রশ্নও করুন।
- কাজ করার ভালো রেট ঠিক করুন। এটা ভালো ফ্রিল্যান্সারদের আকৃষ্ট করবে, যারা আপনার কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভালোভাবে করে দিতে পারবে।
- অযোগ্য ফ্রিল্যান্সারদের বাতিল করে দিন। ফ্রিল্যান্সারদের অ্যাপ্লিকেশন কোটা সীমিত, তাই তাদের অ্যাপ্লিকেশন বাতিল করে দিলে তারা নতুন জবে আবেদন করার সুযোগ পাবে।

www.pathagar.com

- ফ্রিল্যান্সারদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে টপ ফ্রিল্যান্সারদের নির্বাচন করে কয়েকজন ফ্রিল্যান্সারের ইন্টারভিউ নিয়ে তারপর হায়ার করুন।
- অনলাইনে হায়ার করার একটা সুবিধা হলো আপনি একটা 'টেস্ট কাজ' ঠিক করে দিতে পারেন। লংটার্মে কাউকে হায়ার করার আগে ছোট একটি কাজ (অল্প সময়ের জন্য) ঠিক করে দিতে পারেন তাদের স্কিল সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়ার জন্য।

ভালো ব্যবস্থাপনা ভালো যোগাযোগ স্থাপন করে

যেকোনো টিমের মতো, পরিষ্কার এবং স্পষ্ট যোগাযোগই হচ্ছে প্রজেক্টকে সঠিক পথে পরিচালনার চাবিকাঠি।

- আপনার পরিচয় দিয়ে, রুলস এবং প্রত্যাশার কথা জানিয়ে একটা মিটিংয়ের মাধ্যমে প্রজেক্ট শুরু করুন। আপনি যদি কোনো ফ্রিল্যান্সারের সাথে প্রথমবার কাজ করেন তাহলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রিল্যান্সারকে আপনি যত ইনফরমেশন দেবেন ততই ভালো হবে।
- অতিরিক্ত তথ্য, নির্দেশাবলি বা অন্যান্য সুস্পষ্ট ধারণার জন্য আপনার টাইম ট্র্যাকার অন রাখুন।
- কাজ পর্যালোচনা করুন এবং নিয়মিত চেক করুন। ফ্রিল্যান্সারকে নির্দিষ্ট সময় পর পর কাজের আপডেট জানাতে বলুন।
- ভালো কাজের জন্য ফ্রিল্যান্সারের প্রশংসা করুন এবং তার কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করুন। তাহলে দীর্ঘ সময়ের ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

সাপ্তাহিক রুটিন দেখুন

ফ্রিল্যান্সারের কাজের অগ্রগতি দেখতে ওয়ার্ক ডায়রিতে কাজের স্ন্যাপশটগুলো দেখুন। সপ্তাহ শেষে, গত সপ্তাহের কাজের সারসংক্ষেপ এবং পেমেন্ট যাচাই করুন। যদি কোনো ত্রুটি দেখতে পান, তাহলে এটা নিয়ে সরাসরি ফ্রিল্যান্সারের সাথে আলোচনা করুন। যদি কোনো সমাধান করতে না পারেন, তাহলে ওডেস্কের মাধ্যমে ডিসপিউট জানাতে পারেন।

রেটিং এবং ফিডব্যাক

ওডেস্ক কমিউনিটি সৎ রেটিং এবং ফিডব্যাকের ওপর নির্ভর করে। কাজ শেষ হওয়ার পর আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে ভুলবেন না।

www.pathagar.com

অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয় কেন?

ইদানীং দেখা যাচ্ছে ফ্রিল্যান্সারদের অ্যাকাউন্ট প্রায়ই সাসপেন্ড হচ্ছে। বিশেষ করে ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট। ইল্যান্স অ্যাকাউন্টও সাসপেন্ড হচ্ছে, তবে তুলনামূলক কম। এই প্রসঙ্গে ইল্যান্স-ওডেস্ক কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করলে তারা বলেন মার্কেটপ্লেসে কাজের ধরনের ক্ষেত্রে নিয়মনীতিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অ্যাকাউন্ট রিভিউতে কড়াকড়ি করা হয়েছে। এ কারণে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ডের সংখ্যাও বাড়ছে।

অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হওয়ার কিছু কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ইল্যান্সে বা ওডেস্কে সব সময়ই বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখা হয় এবং কোনো অসংগতি থাকলে অ্যাকাউন্ট রিভিউ বা সাসপেন্ড হতে পারে।
- যেসব ব্যবহারকারীর কাজের রেকর্ড ভালো নয় কিংবা ক্লায়েন্ট খারাপ ফিডব্যাক দিয়েছে তাদের কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করা হয়।
- পেমেন্ট ছাড়া জব ক্যানসেল করে দিলে প্রোফাইলের রিকমেন্ড স্কোর কমে যায়। নিয়মিত এমন হলে অ্যাকাউন্ট হাইড বা সাসপেন্ড হতে পারে।
- ক্লায়েন্টের সাথে বাজে ব্যবহার করলে, ক্লায়েন্টের কাজ নষ্ট করলে ক্লায়েন্টের অভিযোগের কারণে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হতে পারে।
- মার্কেটপ্লেসের বাইরে লেনদেন করলে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হতে পারে।
- কভার লেটার কপি-পেস্ট করলে, উল্টাপাল্টা কভার লেটার লিখলে, ক্লায়েন্ট অভিযোগ জানালে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হতে পারে।
- অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই না করলে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হতে পারে।
- মার্কেটপ্লেসের নিয়মনীতি ভঙ্গ করলে অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হতে পারে।

ওডেস্কের নিয়মনীতি নিয়ে পরবর্তী পেজে আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ওডেস্ক ফ্রিল্যান্সার পলিসি

১. আইডেনটিটি এবং ফ্রিল্যান্সার প্রোফাইল

ওডেস্ক কমিউনিটি হচ্ছে বিশ্বের পেশাজীবীদের এক মিলনস্থল। ওডেস্ককে একটি উন্নত কর্মস্থলে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন ওডেস্ক ব্যবহারকারীদের সত্যিকার ও যাচাইযোগ্য আইডেনটিটি।

- ফ্রিল্যান্সার প্রোফাইল অবশ্যই সঠিক হতে হবে এবং ফ্রিল্যান্সারের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও ব্যক্তিগত তথ্য সংযুক্ত থাকতে হবে।
- প্রোফাইলে সংযোজিত ছবিটি পরিষ্কার এবং একজন পেশাজীবী হিসেবে যথার্থ হতে হবে। এতে লোগো, ক্লিপ আর্ট, গ্রুপ ছবি বা প্রযুক্তির মাধ্যমে কনভার্ট করা ছবি গ্রহণযোগ্য নয়।
- একজন ব্যবহারকারী একটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে। দুটি একই রকম অ্যাকাউন্ট কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
- ওডেস্ক বা অন্য কোনো কোম্পানির সাথে মিথ্যা কোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না।
- প্রোফাইলে ই-মেইল, ফোন নাম্বার এবং স্কাইপ আইডি ব্যবহার করা যাবে না।
- স্পামনির্ভর কোনো কাজ গ্রহণযোগ্য নয়।

২. জব অ্যাপ্লিকেশন

জব অ্যাপ্লিকেশন হতে হবে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পেশাদার। একজন ফ্রিল্যান্সারের সেসব কাজেই অ্যাপ্লাই করা উচিত যেগুলো সে দক্ষতার সাথে নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। কভার লেটার অবশ্যই ইংরেজিতে হতে হবে। অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কপি-পেস্ট কভার লেটার স্পাম হিসেবে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

জব অ্যাপ্লিকেশনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বাদ দিতে হবে:

- শুধুমাত্র ভালো ফিডব্যাকের বিনিময়ে কাজ করা।
- যেকোনো প্রকার অনৈতিক কাজের প্রস্তাব যা ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট, কপিরাইট অথবা অন্য কোনো পণ্য বা ওয়েবসাইটের কাজের নিয়ম ভঙ্গ করে এমন।
- আক্রমণাত্মক, মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য প্রদান।

৩. ওডেস্ক গ্যারান্টি

ওডেস্ক ঘণ্টাভিত্তিক কাজের পেমেন্ট নিশ্চিত করে। এক ঘণ্টা কাজ করলে এক ঘণ্টার পেমেন্ট পাবেন– এভাবেই ওডেস্ক কাজের মূল্যায়ন করে থাকে। ওডেক্স গ্যারান্টি ফিক্সড প্রাইস জবের ক্ষেত্রে বা আওয়ারলি জবের ম্যানুয়াল টাইম যোগ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৪. বিরোধ (Disputes)

অনলাইন বা অফলাইন প্রায় সকল কর্মক্ষেত্রেই কম-বেশি ডিসপিউট (মতানৈক্য) দেখা দেয়। ওডেস্কে ক্লায়েন্ট আওয়ারলি জবের ক্ষেত্রে যেকোনো আওয়ারের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার অধিকার রাখে।

অসন্তুষ্টির প্রধান কারণগুলো হচ্ছে:

- অনুমোদনহীন ম্যানুয়াল টাইম বিল।
- ওডেস্ক টাইম ট্রেকার যদি নিম্নমানের ও অপর্যাপ্ত কাজের মেমো দেয়।
- অসামঞ্জস্যপূর্ণ স্ক্রিনশট যেটা কাজের অগ্রগতি বোঝায় না, তার ক্ষেত্রে কাজের বিল বাধ্যতামূলক নয়।

৫. পেমেন্ট

ওডেস্ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য ওডেস্কের বাইরে লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কোনো ক্লায়েন্ট ওডেস্কের বাইরে পেমেন্ট করতে চায় তাহলে সাথে সাথে ওডেস্ক কর্তৃপক্ষকে জানান।

৬. ফিডব্যাক

সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ ফিডব্যাক কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। ভালো ফিডব্যাক বস্তুনিষ্ঠ হয়, যেটা গ্রহীতা এবং সকলের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে।

www.pathagar.com

ওডেস্ক ফিডব্যাক তদারক, সমালোচনা বা অনুসন্ধান করে না। তবে কিছু ক্ষেত্রে ওডেস্ক রেটিং এবং ফিডব্যাক ডিলিট করে দেয় যখন তা ইউজার এগ্রিমেন্ট বা কন্টেন্ট গাইডলাইন ভঙ্গ করে। অসত্য ফিডব্যাক দেওয়া, কাউকে বাজে ফিডব্যাক দেওয়ার ভয় দেখানো বা ভালো ফিডব্যাকের লোভ দেখিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

নিচের ফিডব্যাকগুলো সরিয়ে ফেলা হয় বা পরিবর্তন করা হয়:

- যেকোনো প্রকার স্পাম, বিজ্ঞাপন অথবা বাণিজ্যিক বিষয়বস্তু।
- বেআইনি কার্যকলাপ সংবলিত বিষয়বস্তু।
- অন্য কোনো ওডেস্ক ব্যবহারকারীকে পরিচিত করানো।
- কাজের অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সামাজিক মন্তব্য।
- কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর বিষয়বস্তু।

৭. ওডেস্কে টাইম ট্রেকিং

আওয়ারলি কাজের ক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্সারদের অবশ্যই টিমঅ্যাপ ব্যবহার করে সময় কাউন্ট করতে হবে। এটা দিয়ে নির্ভুলভাবে সময়ের হিসাব রাখা যায় এবং ওডেস্ক এই নির্দিষ্ট সময়ের পেমেন্ট নিশ্চিত করে।

সময়ের হিসাব হতে হবে:

- সৎ এবং নির্ভুল।
- নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হতে হবে।
- চুক্তি অনুসারে কাজ সম্পন্ন হতে হবে।

৮. এজেন্সি পলিসি

এজেন্সির মাধ্যমে কিছু ফ্রিল্যান্সার সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এই এজেন্সিগুলো তাদের সকল সদস্য, ম্যানেজার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার সকল কাজের দায়ভার বহন করে।

এজেন্সি কোনো ফ্রিল্যান্সারের প্রোফাইলের মালিক হতে পারে না এবং তাদের ইচ্ছের বাইরে কাজ করাতে পারে না বা তাদের ওডেস্ক প্রোফাইলের ভবিষ্যতের কাজের নির্ধারক হতে পারে না। কোনো ফ্রিল্যান্সার চলে গেলেও ফিডব্যাক এবং কাজের ইতিহাস দুই পক্ষেরই অপরিবর্তিত থাকবে।

www.pathagar.com

এজেন্সির সকল সদস্যকে অবশ্যই ওডেস্ক পলিসি মেনে চলতে হবে। পলিসির এসব নিয়ম ভঙ্গ হলে এজেন্সি এবং তাদের ফ্রিল্যান্সারদের সদস্যপদ বাতিল হতে পারে:

১. এজেন্সির সব সদস্যকে ওডেস্ক নির্ধারিত ফ্রিল্যান্সার পলিসি মেনে চলতে হবে।
২. ওডেস্কের মাধ্যমে পাওয়া কাজ ওডেস্ক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেই এজেন্সিকে সম্পন্ন করতে হবে।
৩. এজেন্সির প্রত্যেক সদস্যের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট ও ফিল্যান্সার প্রোফাইল থাকতে হবে। এই প্রোফাইলগুলো তাদের ওডেস্ক এজেন্সির সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। অ্যাকাউন্ট শেয়ার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর ফলে এজেন্সি ও ফ্রিল্যান্সারের ব্যক্তিগত প্রোফাইল বাতিল হতে পারে।
৪. কোনো ফ্রিল্যান্সার যদি এজেন্সিতে কাজ করতে না চায়, তবে এজেন্সি ফ্রিল্যান্সারের প্রোফাইল ব্যবহার করতে পারবে না এবং ফ্রিল্যান্সারের প্রোফাইলকে রেসট্রিকটেড করেও রাখতে পারবে না।
৫. এজেন্সিগুলো ওডেস্কে ফ্রিল্যান্সার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিতে পারে না।
৬. এজেন্সি প্রোফাইল ওডেস্ক বা ওডেস্কের বাইরে কোনো প্রকার পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে না।
৭. স্টাফিং ম্যানেজার কোনো অনিচ্ছুক বা অপারগ ফ্রিল্যান্সারের পক্ষে কাজের আবেদন করতে পারবে না।
৮. স্টাফিং ম্যানেজার এজেন্সি ফ্রিল্যান্সারের পক্ষে ইন্টারভিউতে অংশ নিতে পারে, তবে তা ক্লায়েন্টকে জানিয়ে।
৯. প্রজেক্টে কে কাজ করবে তা স্টাফিং ম্যানেজার ঠিক করে দেবে। প্রজেক্টে কোনো স্টাফ পরিবর্তন করলে তা ক্লায়েন্টকে জানাতে হবে এবং অনুমোদন নিতে হবে।

www.pathagar.com

ওডেস্ক ক্লায়েন্ট পলিসি

১. আইডেনটিটি এবং ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট

ওডেস্ক কমিউনিটি হচ্ছে বিশ্বের পেশাজীবীদের এক মিলনস্থল। ওডেস্ককে একটি উন্নত কর্মস্থলে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন ওডেস্ক ব্যবহারকারীদের সত্যিকার ও যাচাইযোগ্য আইডেনটিটি।

- একজন ব্যবহারকারী একটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে। কোনো অবস্থায় অ্যাকাউন্ট শেয়ার বা ডুপ্লিকেট করা যাবে না।
- আপনার লোগোটি পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- আপনার প্রোফাইলে অন্য কোনো কোম্পানির সাথে মিথ্যা সম্পর্ক দেখানো যাবে না।

২. জব পোস্ট

ভালো একটি জব পোস্ট ভালো কাজের সূচনা করে। একটি কার্যকর জব পোস্ট অবশ্যই পেশাজীবী মনোভাবসম্পন্ন, ইংরেজিতে লিখিত ও নির্ভুলভাবে কাজের বর্ণনাসহ উপস্থাপিত হবে।

সব জব পোস্টকে নিচের নিয়মগুলো মানতে হবে:

১. ইন্টারভিউর আগে জব পোস্টে কোনো প্রকার সরাসরি যোগাযোগের তথ্য দেওয়া যাবে না।
২. জব পোস্টে আক্রমণাত্মক ভাষা ও বিজ্ঞাপন পরিহার করতে হবে।
৩. একই জব একাধিকবার পোস্ট করা যাবে না।
৪. যেকোনো প্রকার অনৈতিক কাজের প্রস্তাব বা ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট, কপিরাইট বা অন্য কোনো পণ্য বা ওয়েবসাইটের কাজের নিয়ম ভঙ্গ করা যাবে না।

www.pathagar.com

৫. কোনো প্রকার ফ্রি কাজের অনুরোধ করা যাবে না বা কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যাবে না, যেখানে ফ্রিল্যান্সার সামান্য অর্থ পাবে বা কোনো প্রকার অর্থ পরিশোধ ছাড়াই অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ী ফ্রিল্যান্সারই কেবল সম্পূর্ণ অর্থ পাবে।
৬. কোনো জবে অ্যাপ্লাই করার বিনিময়ে কোনো প্রকার অর্থ চাওয়া যাবে না।
৭. জব পোস্টে কোনো প্রকার অনৈতিক ও কুরুচিপূর্ণ বিষয়বস্তু উল্লেখ করা যাবে না।
৮. একাডেমিক নিয়ম লঙ্ঘনকারী বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
৯. জব পোস্ট অবশ্যই স্পাম বিষয়বস্তুমুক্ত হতে হবে।

৩. ওডেস্ক গ্যারান্টি

ওডেস্ক ঘণ্টাভিত্তিক কাজের পেমেন্ট নিশ্চিত করে। এক ঘণ্টা কাজ করলে এক ঘণ্টার পেমেন্ট পাবেন– এভাবেই ওডেস্ক কাজের মূল্যায়ন করে থাকে। ওডেস্ক গ্যারান্টি ফিক্সড প্রাইস জবের ক্ষেত্রে বা আওয়ারলি জবের ম্যানুয়াল টাইম যোগ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৪. বিরোধ/ডিসপিউট

অনলাইন বা অফলাইন প্রায় সকল কর্মক্ষেত্রেই কম-বেশি ডিসপিউট (মতানৈক্য) দেখা দেয়। ওডেস্কে ক্লায়েন্ট আওয়ারলি জবের ক্ষেত্রে সময়ের প্রতি ডিসপিউট দিতে পারে সপ্তাহ শেষ হওয়ার চার দিনের মধ্যে (রিভিউ সময় শুরু হয় আন্তর্জাতিক সময় সোমবার দুপুর থেকে এবং শেষ হয় শুক্রবার মধ্যরাতে)।

অসন্তুষ্টির প্রধান কারণগুলো হচ্ছে:

- অনুমোদনহীন ম্যানুয়াল টাইম বিল।
- ওডেস্ক টাইম ট্রেকার যদি নিম্নমানের ও অপর্যাপ্ত কাজের মেমো দেয়।
- অসামঞ্জস্যপূর্ণ স্ক্রিনশট যেটা কাজের অগ্রগতি বোঝায় না, তার ক্ষেত্রে কাজের বিল বাধ্যতামূলক নয়।

www.pathagar.com

ট্রেডিশনাল এমপ্লয়ি হিসেবে কাজের সময়ের জন্য ডিসপিউট হতে পারে কিন্তু কাজের মানের জন্য নয়।

৫. পেমেন্ট

ওডেস্ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য ওডেস্কের বাইরে লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কোনো ফ্রিল্যান্সার ওডেস্কের বাইরে পেমেন্ট নিতে চায় তাহলে সাথে সাথে ওডেস্ক কর্তৃপক্ষকে জানান।

আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ওডেস্ক ইউজার এগ্রিমেন্ট-এর সেকশন ২.৪.৩ দেখুন।

৬. ফিডব্যাক

সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ ফিডব্যাক কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। ভালো ফিডব্যাক বস্তুনিষ্ঠ হয়, যেটা গ্রহীতা এবং সকলের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে।

ওডেস্ক ফিডব্যাক তদারক, সমালোচনা বা অনুসন্ধান করে না। তবে, কিছু ক্ষেত্রে, ওডেস্ক রেটিং এবং ফিডব্যাক ডিলিট করে দেয়, যখন তা ইউজার এগ্রিমেন্ট বা কন্টেন্ট গাইডলাইন ভঙ্গ করে। অসত্য ফিডব্যাক দেওয়া, কাউকে বাজে ফিডব্যাক দেওয়ার ভয় দেখানো বা ভালো ফিডব্যাকের লোভ দেখিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

নিচের ফিডব্যাকগুলো সরিয়ে ফেলা হয় বা পরিবর্তন করা হয়:

- যেকোনো প্রকার স্পাম, বিজ্ঞাপন অথবা বাণিজ্যিক বিষয়বস্তু।
- বেআইনি কার্যকলাপ সংবলিত বিষয়বস্তু।
- অন্য কোনো ওডেস্ক ব্যবহারকারীকে পরিচিত করানো।
- কাজের অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সামাজিক মন্তব্য।
- কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর বিষয়বস্তু।

www.pathagar.com

এসইওতে সফল হবেন যেভাবে

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন (গুগল, ইয়াহু, বিং) গুলো থেকে ওয়েবসাইটের জন্য টার্গেটেড ফ্রি ট্রাফিক বা ভিজিটর আনা যায়। সার্চ ইঞ্জিন থেকে ট্রাফিক পাওয়ার ওপর একটি সাইটের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে, হতে পারে সাইটটি এডসেন্স কিংবা এফিলিয়েট মার্কেটিংকে টার্গেট করে কিংবা নিজস্ব পণ্য বা সেবা বিক্রি করার জন্য। অনলাইনে সফল প্রায় সকল ওয়েবসাইটই এসইও-এর মাধ্যমে অধিকাংশ ট্রাফিক পেয়ে থাকে। যত বেশি ট্রাফিক ওয়েবসাইটে আসবে সেখানে প্রডাক্ট বিক্রয় কিংবা সেবা প্রদানের হার তথা আয় বাড়ার সম্ভাবনা তত বেশি। কথাটি চিরন্তন সত্য, ট্রাফিক=রেভিনিউ!

সার্চ ইঞ্জিনগুলো সেসব ওয়েবসাইটকেই প্রথমে প্রদর্শন করে যেগুলোকে বিভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করে প্রথম দিকে রাখে। এক কথায় বলা যায়, সার্চ ইঞ্জিন যেভাবে একটি কনটেন্টকে দ্রুত খুঁজে পেতে পারে, সহজে পড়তে পারে এবং ইউজারের সার্চ অনুসারে সবার ওপরে অর্থাৎ প্রথম পাতায় দেখাতে পারে সে ধরনের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা করার সামষ্টিক প্রক্রিয়াকেই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বলা হয়।

এসইও শিখে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার গঠন করার সুযোগ রয়েছে। যেমন ব্লগিং এফিলিয়েট মার্কেটিং কিংবা নিজস্ব ব্যবসা দাঁড়

www.pathagar.com

করানোর মধ্যমে। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন শেখা ছাড়া কোনোভাবেই এ ক্ষেত্রগুলোতে আপনি সফলতা পাবেন না। এসইও শিখে এসব ক্ষেত্রে অনেক ভালো করার সুযোগ রয়েছে। আর ফ্রিল্যান্সিংয়েও এসইওর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ওডেস্ক, ইল্যান্স বা ফ্রিল্যান্সার.কম-এর মতো অনলাইন মার্কেটপ্লেসে প্রতি মুহূর্তে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বিষয়ক শত শত প্রজেক্ট আসছে। কাজ জানা থাকলে যে কেউ সে কাজগুলো করতে পারে। বাংলাদেশে এসইও নিয়ে অনেকেই কাজ করছেন, যারা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার হিসেবে গড়ে তুলেছেন সময়ের স্মার্ট ক্যারিয়ার। বেশ সফলও বটে তারা। যথাযথ গাইডলাইন নিয়ে শুরুতে শিখে কাজে নামতে পারলে ক্যারিয়ার মসৃণ হবে তাতে কোনো সংশয় নেই।

এসইও শিখবেন যেভাবে

এসইওতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা ধাপে ধাপে শিখতে হয়।

- সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে এবং এসইও মেথড
- কিওয়ার্ড রিসার্চ
- সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি সাইট তৈরি
- কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান
- অনপেজ অপটিমাইজেশন
- গুগল ওয়েবমাস্টার টুল এবং অ্যানালাইসিস
- লিংক বিল্ডিং স্ট্র্যাটেজি এবং লিংক বিল্ডিং মেথড
- সার্চ ইঞ্জিন র‍্যাংকিং ফ্যাক্টর
- লিংক মনিটরিং এবং রিপোর্টিং
- সাইট অডিট রিপোর্ট
- সোস্যাল সিগন্যাল
- গুগল অ্যালগোরিদম আপডেট বিস্তারিত

তবে সবাইকে অনুরোধ করব শুরুতেই গুগল কর্তৃক প্রকাশিত সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন স্টার্টার গাইডটি পড়ে নেওয়ার জন্য।

http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf

এটি আপনাকে পুরো এসইও প্রসেসকে বুঝতে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

www.pathagar.com

সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে এবং এসইও মেথড

সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে জানতে গুগলে সার্চ করে বিভিন্ন আর্টিকেল পড়তে পারেন, পাশাপাশি ইউটিউবে সার্চ করে ভিডিও দেখা যেতে পারে। আপনাদের সাহায্যের জন্য নিচের লিংকগুলো দেখুন।

http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/
http://moz.com/beginners-guide-to-seo/how-search-engines-operate
http://moz.com/beginners-guide-to-seo/how-people-interact-with-search-engines

সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলী সাইট তৈরি

কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী আপনাকে আপনার সাইটের স্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে, যা হতে হবে সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি। প্রতিটা পেজের ক্রলাভিলিটি ও ভিজিবিলিটি নিশ্চিত করতে আপনাকে কাজ করতে হবে। সাথে কনটেন্ট টার্গেট করে কিওয়ার্ড অপটিমাইজেশন করতে হবে। এসইওতে অনপেজ কোয়ালিটি সিগনালের গুরুত্ব এখন অনেক বেশি। আর তাই ওয়েবপেজ এবং কনটেন্ট কোয়ালিটি নিয়ে অনেক বেশি চিন্তায় থাকেন অপটিমাইজাররা। ওয়েবপেজটি এবং ওটার কনটেন্ট কেমন হলে সেটিকে কোয়ালিটি কনটেন্ট বা ওয়েবপেজ বলা যাবে তা নিয়ে এসইও গুরুরা নানা ধরনের পরামর্শ দেন। তবে সার্চ ইঞ্জিন জায়ান্ট গুগল আসলে কীভাবে একটি ওয়েবপেজের কোয়ালিটি নিরূপণ করে? গুগলের একজন কর্মকর্তা গত বছর এ সংক্রান্ত একটি গাইডলাইন ফাঁস করে দিয়েছিলেন! এ নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে যায় ওয়েব দুনিয়ায়। তবে কয়েকবার ফাঁস হওয়ার পর গুগল নিজেই এই ডকুমেন্টটি পাবলিক করে দেয়। http://bit.ly/googlesqrg লিংক থেকে গুগলের এই সার্চ কোয়ালিটি রেটিং গাইডলাইনটি ডাউনলোড করা যাবে। ডকুমেন্টটিতে ওয়েবপেজের অনপেজ কোয়ালিটি সিগনাল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এসইও নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন যেহেতু তাই এই ডকুমেন্টটি অবশ্যই পড়বেন।

কিওয়ার্ড রিসার্চ ও কম্পিটেটর অ্যানালাইসিস পদ্ধতি

সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে আপনার ব্লগকে প্রমোট বা অ্যাফিলিয়েট করা পণ্য বা সেবা সম্পর্কে আপনার প্রকাশিত কনটেন্টে ভিজিটর আনতে

www.pathagar.com

পরোক্ষভাবে আপনার অ্যাফিলিয়েট পণ্য বিক্রি করতে কিওয়ার্ড রিসার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিওয়ার্ড রিসার্সের ধাপগুলো হবে এমন :

- কিওয়ার্ড সাজেশন
- ব্রেইনস্ট্রোমিং
- কিওয়ার্ড ফিল্টারিং
- কিওয়ার্ড গ্রুপিং
- কম্পিটিটর সাইট অ্যানালাইসিস
- কিওয়ার্ড ফাইনালিজ

আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ টুলের মাধ্যমে আপনার পছন্দের পণ্যটির ভবিষৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেতে পারেন। বেশ কিছু ফ্রি টুলস আছে কিওয়ার্ড রিসার্চের। কিওয়ার্ড রিসার্চের সবচেয়ে প্রধান বিষয় হলো একটি লাভবান কিওয়ার্ড খুঁজে বের করা

ভালো কিওয়ার্ডের বৈশিষ্ট্য সমুহ

- আপনার পণ্য বা সেবাসংশ্লিষ্ট কিওয়ার্ড হতে হবে
- ফ্রেজিয়াল সার্চ কীরকম হয় সেটাও দেখা জরুরি
- কিওয়ার্ডটির অনেক চাহিদা থাকতে হবে, বিশেষ করে অ্যাকশন কিওয়ার্ড
- সার্চে ওই বিষয়ে যত কম রেজাল্ট দেখাবে তত ভালো
- কিওয়ার্ডটির কম্পিটিশন কম থাকা বাঞ্ছনীয়
- সার্চ ইঞ্জিন প্রতিযোগিতায় অবশ্যই আপনাকে সহজভাবে জিততে হবে।

কিওয়ার্ড রিসার্স টুলস

http://www.adwords.google.com/
http://www.semrush.com/
http://www.wordtracker.com/
http://www.wordstream.com/keywords
http://www.keyworddiscovery.com/search.html
http://marketsamurai.com
http://longtailpro.com
http://opensiteexplorar.org

www.pathagar.com

গুগল ওয়েবমাস্টার টুল এবং এনালাইসিস

ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনে আরও ভালোভাবে কাজ করনোর লক্ষ্যে গুগল ওয়েবমাস্টার নামক টুলস ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়। এবং ওয়েবসাইটের পারফরমেন্স মনিটরিং করার জন্য গুগল অ্যানালিটিকস ইউজ করতে বলে। কীভাবে শিখবেন জানতে চান? নিচের ভিডিও দুটি দেখুন

http://www.youtube.com/watch?v=TL9zhUKsnvU
http://www.youtube.com/watch?v=mm78xlsADgc

লিংক বিল্ডিং স্ট্রাটেজি এবং লিংক বিল্ডিং মেথড

সাইটের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে লিংক বিল্ডিং-এর কোনো বিকল্পই হয় না। এক একটি ব্যাকলিংকের মাধ্যমে বাড়বে আপনার পপুলারিটি, যা আপনার জন্য ভোটস্বরূপ। এর জন্য সার্চ ইঞ্জিন সব সময় খুঁজে বেড়ায় কোন সাইটের ব্যাকলিংক বেশি।

সার্চ ইঞ্জিন র‍্যাংকিং ফ্যাক্টর

প্রতিটি সার্চ ইঞ্জিন তাঁদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি মেনে ওয়েবসাইটকে প্রথম পেজে ঠাঁই দেয়। এই নিয়ম-নীতিগুলোকে সামষ্টিকভাবে সার্চ ইঞ্জিন র‍্যাংকিং ফ্যাক্টর বলা হয়। জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগলের প্রায় ২০০-এর বেশি সার্চ ইঞ্জিন ফ্যাক্টর রয়েছে। প্রত্যেক এসইও অপটিমাইজারকে এই ফ্যাক্টরগুলো মেনে সাইট র‍্যাংকিং করাতে হবে।

সাইটের এসইও অডিট রিপোর্ট

কোনো একটি সাইটের এসইওর কাজ শুরু করার আগে প্রত্যেকটা বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অ্যানালাইসিস করতে হয়। সাইটটির উদ্দেশ্য কী? কিওয়ার্ড ব্যবহার ও টার্গেটেড কনটেন্ট ঠিক আছে কি না? এছাড়া পুরো সাইটে এবং বিভিন্ন পেজগুলো অপটিমাইজ কি না চেক করতে হয়। পাশাপাশি লিংক বিল্ডিং করা আছে কি না এটাও জানার প্রয়োজন হয় আর তাই সাইটের এসইও অডিট রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। কীভাবে সাইটের এসইও অডিট করতে হবে সেটার একটা টেম্পলেট দিলাম– http://www.quicksprout.com/2013/02/04/how-to-perform-a-seo-audit-free-5000-template-included/

www.pathagar.com

সোস্যাল সিগন্যাল

বর্তমানে এসইওতে একটি সাইটকে ভালো অবস্থানে নিয়ে আসতে হলে অবশ্যই সোস্যাল মিডিয়া যেমন : ফেসবুক, গুগল প্লাস, টুইটার, পিন্টারেস্ট প্রভৃতি সাইটকে গুরুত্ব দিতে হবে। গত বছর গুগল জোরেশোরে সার্চ ইঞ্জিনে সাইট র‍্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে সোস্যাল সিগন্যালের ভূমিকা স্পষ্ট করেছে। তাই সোস্যাল সিগন্যাল ফলো করতে হবে। সোস্যাল সিগন্যাল বিষয়ে জানতে নিচের লিংকটা দেখুন। http://moz.com/blog/your-guide-to-social-signals-for-seo

গুগল অ্যালগোরিদম আপডেট বিস্তারিত

প্রতিবছর গুগল ৫০০-এর অধিক ছোট-বড় আপডেট করে থাকে, যা গুগলের অ্যালগোরিদম আপডেট নামে পরিচিত। অ্যালগোরিদম আপডেট করার মধ্যমে গুগল ইউজারকে ১০০% প্রায়োরিটি দিয়ে সার্চ রেজাল্টকে আরও ইমপ্রুভ করতে চায়। ২০১১ সালে গুগল পান্ডা আপডেটের মাধ্যমে সার্চ রেজাল্টে প্রায় ৩৮% পরিবর্তন আনে। এছাড়া স্পামারদের শায়েস্তা করতে গুগল ২০১২ সালে পেঙ্গুন আপডেট করে। গুগল অ্যালগোরিদম আপডেটের বিস্তারিত জানতে নিচের লিংকটি ফলো করুন http://moz.com/google-algorithm-change

এসইও ফিল্ডে নিয়মিত আপ-টু-ডেট থাকতে হয়, তাই নিচের ব্লগ সাইটগুলো নিয়মিত পড়তে হবে:

http://moz.com/blog
http://searchengineland.com/
http://www.searchenginejournal.com/
http://www.seroundtable.com/
http://searchenginewatch.com/
http://earntricks.com/topics/onpageseo

নাসির উদ্দিন শামীম
চিফ অপারেটিং অফিসার ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা, ডেভস্টিম লিমিটেড
https://www.facebook.com/shamimnasir

www.pathagar.com

যেসব কারণে নতুন ফ্রিল্যান্সাররা ঝরে পড়ে

সব ফ্রিল্যান্সারই সাধারণত নবিশভাবেই বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে কাজ শুরু করে। আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, নতুন ছেলেমেয়েরাই এসব কাজ শুরু করে। যেহেতু তারা টেকনিক্যালি কিছুটা নবিশ থাকে ও নতুন প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে আসে তাই দেখা যায় বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই প্রথম দিকে বেশ স্ট্র্যাগল করে। প্রথাগত চাকরিতে একটি বড় সুবিধা হলো, যখন কোনো কিছু বোঝা না যায় তখন সিনিয়রদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায় বা দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং করতে আসলে এই সুযোগ খুবই সীমিত। এই জন্য দেখা যায় অনেক ফ্রিল্যান্সারই প্রথম দিকে অনেক উৎসাহ নিয়ে বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে অ্যাকাউন্ট খুললেও নিজেদের খুব বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না। যদিও বিভিন্ন মানুষের ব্যর্থতার কারণ বিভিন্ন তথাপি দেখা যায়, এসব কারণের মধ্যে কিছু কারণ একই রকম। আমরা যদি ফ্রিল্যান্সিংয়ে ক্যারিয়ার শুরু করার আগেই একটু জেনে নিই কেন মানুষ এই ক্যারিয়ারে ব্যর্থ হয় তবে আমাদের নিজেদের প্রস্তুতি আরও ভালো হবে।

www.pathagar.com

শুরুতে কাজ না পাওয়াঃ

যেকোনো ফ্রিল্যান্সারের ক্যারিয়ারেই প্রথম দিকে কাজ না পাওয়া একটি বড় সমস্যা। কীভাবে কাজ পাওয়া যেতে পারে এই সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকাও একটি বড় সমস্যা। যখন দেখা যায় যে বেশ লম্বা সময় ধরে সে কোনো কাজ পায় না তখন সে হতাশ হয়ে ফ্রিল্যান্সিং বাদ দিয়ে দেয়।

কম রেট :

অনেক ফ্রিল্যান্সার দেখা যায় প্রথম দিকে কাজ পায় না বলে নিজের কাজের রেট অযৌক্তিকভাবে কমিয়ে দেয়। এতে অনেক সময় সে হয়তো কাজটা পায় কিন্তু কাজের মান তেমন ভালো হয় না। আবার অনেকেই এই লো রেট থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। আবার অনেক সময় দেখা যায় বিশেষ করে যারা একটু অভিজ্ঞ তারা শুরুতে কম রেটে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। ফলে একটা সময় পর তারা আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারেন না। তাই সবচেয়ে ভালো হয় যদি প্রথম দিকে কিছুটা কম রেটে কাজ করলেও ধীরে ধীরে তা বাড়িয়ে নেওয়া হয়। যখন আপনি কোনো বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠবেন তখন কিন্তু আপনার রেট বাড়িয়ে নেওয়ার অনেক সুযোগ তৈরি হবে। তাই প্রথম দিকে কয়েক মাস একটু ধৈর্য ধরাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কাজের চাপ সামলাতে না পারা :

অনেকে নতুন নতুন ফ্রিল্যান্সিং করতে এসে অনেক কাজ একসাথে শুরু করে দেয়। ফলে দেখা যায় যে সে ঠিকমতো ডেলিভারি দিতে পারে না। এতে তার রেপুটেশন ও র‍্যাংকিং খারাপ হতে থাকে। ফলে এটা তার মধ্যে হতাশা তৈরি করে। আরেকটি বিষয় হলো ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারে কাজ করতে গেলে দেখা যায় পুরো কাজ তাকে একাই করতে হয়। ফলে অনেক সময় তার ওপর অনেক কাজের চাপ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এই ধরনের ক্যারিয়ারে নতুন নতুন কাজ খোঁজা, বিড করা, বায়ারের সাথে যোগাযোগ রাখা ও সর্বোপরি কাজটি করা থেকে শুরু করে সব কাজ একা একজনকেই করতে হয়। ফলে তার প্রোডাক্টিভিটিও অনেক কমে যায়।

www.pathagar.com

কাজের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করতে না পারা :

অনেক সময় দেখা যায় নতুন ফ্রিল্যান্সাররা পুরো কাজটি সঠিকভাবে না বুঝেই নিয়ে নেয়। পুরো কাজ সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকায় অনেক সময় কাজটির যথাযথ মূল্য চাইতে পারে না । ফলে দেখা যায় তারা যখন কাজটি করতে শুরু করে তখন দেখে কাজটি অনেক বড় এবং তারা যে মূল্যে কাজটি করছে তা তাদের কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম। তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাব :

নতুন অনেক ফ্রিল্যান্সারই প্রথম দিকে অনেক কাজ নিয়ে ফেলেন বা নিজের হাতে থাকা কাজগুলো সঠিকভাবে ম্যানেজ করতে পারেন না। আবার অনেক সময় দেখা যায় ঠিকভাবে কাজটি বুঝতে না পারার কারণে সঠিক সময়ে হয়তো কাজটি সম্পূর্ণও করতে পারছে না। এতে তার রেপুটেশন ও র‍্যাংকিং খারাপ হতে থাকে।

উদ্যমের অভাব :

সফল ফ্রিল্যান্সার হতে অনেক উদ্যমের দরকার। বিশেষ করে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে অনেক মোটিভেটেড থাকা দরকার। তা না হলে এই ক্ষেত্রে খুব বেশি দিন আগ্রহ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। নিজেকে নিজের বস হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং সব বিষয় আগ্রহ নিয়ে শিখতে হবে। বিপদের সময় ভয় না পেয়ে ধৈর্য সহকারে কাজ করে যেতে হবে।

সময়ের কাজ সময়ে না করা :

অনেক সময় দেখা যায় নতুন ফ্রিল্যান্সাররা সঠিক সময়ে কাজ ডেলিভারি দিতে পারে না। কারণ প্রথম থেকে সে কোনো পরিকল্পনা অনুসরণ করে না। ফলে কাজের ডেডলাইন এসে গেলে তখন সে বিপদে পড়ে এবং বায়ারের সাথেও তার সমস্যা হয়। তাই ফ্রিল্যান্সার হিসেবে টাইম ম্যানেজমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

www.pathagar.com

নতুন কাজ শেখার ব্যাপারে অনাগ্রহ :

অনেক সময় দেখা যায় অনেক ফ্রিল্যান্সারের নতুন কাজ শেখার ব্যাপারে আগ্রহ থাকে না। ফলে ধীরে ধীরে যখন নতুন কাজের বিষয় আসে তখন আর সে নিজেকে সেই বিষয়ের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। আবার অনেক নতুন ফ্রিল্যান্সার মনে করে কোনোভাবে একটা কাজ পেয়ে নিই, তারপর শিখে কাজটা করে দেব। এটা পুরোপুরি খারাপ একটা অভ্যাস। এভাবে দু-একটি কাজ করা গেলেও বেশির ভাগ সময়ই কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না বা সম্ভব হলেও কাজের গুণগত মান অনেক খারাপ হয়।

সর্বোপরি ধৈর্য ধরে লেগে না থাকা এবং যথাযথ কারিগরি ও যোগাযোগ দক্ষতার অভাবই নতুন ফ্রিল্যান্সারদের ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ।

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী
শিক্ষক, সিএসই বিভাগ,
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়।
https://www.facebook.com/jmorshed

www.pathagar.com

আউটসোর্সিং শুরুর আগে

শুরুটা ১৯৯৮ সালে। যখন আমার বয়স ৬-৭। আমার মামা তখন কম্পিউটার কিনে এনেছিলেন। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম কম্পিউটারের মনিটরের দিকে। তখন থেকেই কম্পিউটারের প্রতি অন্য রকম ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছিল। এখনো সবকিছু এই কম্পিউটারকে ঘিরেই।

আসল শুরুটা ২০০৯ সালে। যখন প্রথম বাসায় কম্পিউটার কিনি এবং ইন্টারনেট নিই। যদিও আগে মাঝেমধ্যে সাইবার ক্যাফেতে ইন্টারনেট ব্যবহার করতাম। বাসায় ইন্টারনেট নেওয়ার পর প্রথম দিকে কী করব তাই বুঝে উঠতে পারিনি। ফেসবুকের পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু সঠিক গাইডলাইন কোথাও পাইনি। তারপর ধীরে ধীরে বাংলা ব্লগ, টেকি ওয়েবসাইটগুলোর সাথে পরিচয় ঘটে। জানার যে আকাঙ্ক্ষা তা এই ব্লগগুলো পড়েই সৃষ্টি হয়। এ জন্য techtunes.com.bd, somewhereinblog.net সহ বিভিন্ন বাংলা ব্লগগুলোকে ধন্যবাদ জানাই। এক সময় নিজেই পুরোদমে ব্লগিং শুরু করি।

www.pathagar.com

সেই ব্লগিং করার সুফল এখন পাচ্ছি। কেন বাংলা ব্লগের কথা বলছি? শুরুতেই কেন বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেস নিয়ে বলছি না? নতুন যারা অনলাইনে আয় করতে চায় তাদের অনেককেই দেখি বেসিক কম্পিউটার না জেনেই আয়ের জন্য দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দেয়। সমস্যা তখনই হয় যখন কাজ করতে গিয়ে ছোটখাটো সমস্যার সমাধান করতে না পেরে পরে হাল ছেড়ে দেয়। ছোট একটা উদাহরণ দিই। ক্লায়েন্ট অনেক সময়ই বিভিন্ন ফরম্যাটের ফাইল দেয় কাজ করার জন্য। যারা নতুন তাদের বেশির ভাগই জানে না কীভাবে ওই ফাইলগুলো ওপেন করতে হয়। শুনতে হাস্যকর হলেও সত্যি যে জিপ ফাইল বা রার ফাইল খুলতে না জানা লোকের সংখ্যাই বেশি। সবাই যে এমন তা নয়। এই ভুলগুলো যেন প্রফেশনাল কাজে না হয় সে জন্য আমার পরামর্শ হলো কাজ শেখার পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়েবসাইট, বাংলা টেকি (আইটি রিলেটেড) ব্লগগুলো নিয়মিত ভিজিট করা।

কম্পিউটারে আপনি যখন কাজ করবেন তখন সেটা কাজ হিসেবে নয় প্যাশন বা নেশা হিসেবে নিন। তাহলে কখনোই এই কাজের প্রতি অনীহা আসবে না, বরং তৃপ্তি আসবে। অনলাইনে আয় করতে চান? তাহলে প্রথমে আপনার ভালো লাগার বিষয় খুঁজে বের করুন। প্রথমে ভালো করে খোঁজ নিন অনলাইনে কী কী কাজ করা যায়। তারপর সেই কাজগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করুন এবং নিজেকে প্রশ্ন করুন কোন কাজটি আপনার জন্য উপযুক্ত। কোডিং ভালো লাগে? তাহলে শিখুন ওয়েব ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট। ডিজাইন করতে ভালো লাগে? তাহলে শিখুন গ্রাফিকস ডিজাইন। এভাবে খুঁজে বের করুন কোন কাজটি করতে আপনার ভালো লাগে। তারপর সেই বিষয়ের ওপর লেগে থাকুন। ভালো লাগছে তাই শিখছেন–এমন লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে যান। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারবেন এবং সফলও হবেন।

ব্লগিং দিয়ে শুরু হলেও আমি শুধুমাত্র ব্লগিংয়েই আটকে থাকিনি। যেহেতু আমার ডিজাইন করতে ভালো লাগে তাই অল্প অল্প করে বিভিন্ন গ্রাফিকস টুল যেমন ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর ইত্যাদি ঘাঁটতে লাগলাম। এক সময় অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আমি যে কাজ শিখেছি তা দিয়ে অনায়াসেই অনলাইনে আয় করতে পারছি এবং সেটা খুব ভালোভাবেই। অথচ এটা

www.pathagar.com

শিখতে আমার কোনো কষ্টই হয়নি। এমনকি কাজ করার সময়ও মনে হয় না যে আমি কাজ করছি। এই পুরোটাই হচ্ছে কাজের (ডিজাইন) প্রতি আমার ভালোবাসা।

শুধু টুলসের ব্যবহার জানলেই ডিজাইনার হয়ে যাবেন তা নয়। প্রচুর ডিজাইন দেখুন এবং অনুশীলন করুন। কাজ করার পাশাপাশি নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জানুন। যত শিখবেন তত বেশি আপনার কাজের ডিমান্ড বাড়বে। গ্রাফিকস ডিজাইন শিখতে চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটটি (www.projuktiteam.com) দেখতে পারেন। ঘরে বসে শেখার জন্য বিভিন্ন ইংরেজি টিউটোরিয়াল সাইট আছে সেগুলো দেখতে পারেন। lynda.com, digitaltutors.com, tutsplus.com সহ অনেক অনেক টিউটোরিয়াল সাইট আছে যেগুলো অনুসরণ করে প্রফেশনাল মানের কাজ শেখা সম্ভব।

অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করার জন্য নিজের সুন্দর একটি পোর্টফোলিও তৈরি করুন। ডিজাইনার হয়ে থাকলে ফেসবুক, ব্লগ সব জায়গায় আপনার করা ডিজাইন শেয়ার করুন। বিভিন্ন ডিজাইনার কমিউনিটির সাথে যুক্ত থাকুন। কাজ পাওয়ার পর যত্ন দিয়ে কাজ করুন। প্রয়োজনে বন্ধুদের জন্য ফ্রি ডিজাইন করে দিন। ভবিষ্যতে তারাই আপনার ফ্রি মার্কেটিং করে দেবে।

হাসান যোবায়ের
ফ্রিল্যান্স ডিজাইনার।
https://www.facebook.com/hasan.jubair1

www.pathagar.com

সহজে কাজ পাবেন যেভাবে

১. কেউ কেউ আছেন, যারা ৪-৫টা জবে আবেদন করেই জব (কাজ) পেয়ে যান। আবার কেউ কেউ আছেন যারা ১০০টা জবে আবেদন করেও জব পান না। এটা অনেকটা নির্ভর করে আপনি কত কম রেটে (ডলারে) আবেদন করেছেন তার ওপর।

২. যেসব বায়ারের পেমেন্ট মেথড ভেরিফাইড না সেসব বায়ারের জবে আবেদন করবেন না। কারণ, কোনো কনট্রাক্টরকে হায়ার করতে হলে বায়ারের পেমেন্ট মেথড ভেরিফাইড থাকতে হয়।

৩. কোনো একটা জব পোস্ট করার পর যত তাড়াতাড়ি সেটিতে আবেদন করবেন ততই ভালো।

৪. আপনি যত বেশি সময় অনলাইনে (ওডেস্কে) থাকবেন ততই আপনার জব পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ কিছু কিছু জব আছে যেগুলো পোস্ট করার সাথে সাথে মানে এক-দুই ঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন করে জমা দিতে হয়। যেমন ফেসবুকে বা অন্য কোনো সাইটে ভোট দেওয়া এবং কিছু ভোট সংগ্রহ করে দেওয়া বা হঠাৎ করে কোনো ওয়েবসাইটে সমস্যা হয়েছে তা ঠিক করে দেওয়া ইত্যাদি। কাজেই শুরুতে বেশি সময় অনলাইনে থাকার চেষ্টা করুন, যাতে বায়ার আপনাকে কোনো মেসেজ দিলে সাথে সাথে তার রিপ্লাই দিতে পারেন। তাহলে বায়ার বুঝতে পারবে, আপনি কাজের প্রতি কতটা আন্তরিক।

৫. মার্কেটপ্লেসে দেখবেন প্রতি মিনিটে নতুন নতুন জব পোস্ট করা হচ্ছে, সেগুলোতে আবেদন করুন। যেসব জবে কোনো কনট্রাক্টরের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে সেসব জবে আবেদন না করাই ভালো। নিচের ছবিতে দেখুন ছবির নিচের অংশে ডান পাশে Interviewing: 1

www.pathagar.com

লেখা আছে। অর্থাৎ এই জবে একজন কনট্রাক্টরের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। বায়ার যদি তার পছন্দের কনট্রাক্টর পেয়ে যায় তাহলে আর অন্য কনট্রাক্টরের প্রোফাইল চেক করে দেখবে না।

Job Description

I need to find a team of people who have a lot of experience in doing high level buzz marketing

The job involves:
- creating blogs everywhere. Populating it to appear legit.
- writing articles and reviews.
- review positively and my book and brand

- participate in forum discussions talking up my brand

- creating lots of profiles and personalities on social media sites
- having heated debates about mobile marketing
- recommending my solution

You will be paid a fixed wage of $400usd/month

This is a full time position. You can not work for any other employer during this engagement.

You are expected to provide daily reports of your activities.

You must have experience as a blogger, forum marketer and social media.

Preferred Qualifications

Feedback Score	At least 4 00	!
English Level	Fluent in written, good verbal skills	✔
[illegible]	At least 100 hours	!

Client Activity on this Job

Last Viewed	3 hours ago
	5 (avg $388 89)
	1

৬. যেসব জবে কন্ডিশন দেওয়া আছে এবং সেই কন্ডিশন যদি আপনি পূরণ করতে না পারেন তাহলে সেসব জবে আবেদন না করাই ভালো। ওপরের ছবিতে দেখুন। ছবির নিচের অংশে বাম পাশে Preferred Qualifications-এ তিনটি কন্ডিশন দেওয়া আছে। এর মধ্যে এই ছবিতে দুটি কন্ডিশন পূরণ হচ্ছে না। Feedback Score: At least 4.00

www.pathagar.com

এবং oDesk Hours: At least 100 hour অর্থাৎ যাঁদের ফিডব্যাক স্কোর কমপক্ষে ৪.০০ এবং যাঁরা অন্তত ১০০ ঘন্টা ওডেস্কে কাজ করেছেন, তারা এই জবে আবেদন করতে পারবেন।

৭. যাঁরা ওডেস্কে ২-৩টা জব (কাজ) করেছেন, এখন বেশি ডলার রেটে আবেদন করতে চান, তারা যে জবটিতে আবেদন করবেন সে জবের নিচে দেখুন বায়ারের আগের জবগুলোর তালিকা দেওয়া আছে। সেখানে যদি দেখেন বায়ার তাঁর আগের জবগুলোতে বেশি ডলার রেট দিয়ে অন্য কনট্রাক্টরকে কাজ করিয়েছেন, তাহলে বেশি ডলার রেটে আবেদন করতে পারেন। আর যেসব বায়ার আগের জবগুলোতে বেশি ডলার রেটে কাজ করায়নি, তাদের জবে বেশি ডলার রেটে আবেদন না করাই ভালো।

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান পাবেন যেখানে

ওডেস্কে যদি কোনো সমস্যায় পড়েন বা কোনো কিছু জানার দরকার হয় তাহলে ওডেস্ক অ্যাকাউন্টে লগইন করে ওপরে ডান পাশের কর্নারে প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নতে ক্লিক করলে নিচের ছবির মতো ছোট একটি হেল্প পেজ আসবে।

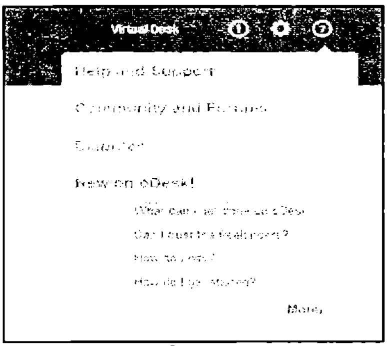

এখানে Help and Support-এ ক্লিক করে ওডেস্কের কাস্টমার ম্যানেজারের সাথে চ্যাট করে সমস্যার কথা বলতে পারবেন এবং সমাধান পাবেন। ওডেস্ক কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো মেসেজ এলে তা Tickets-এ জমা হবে। Community and Forums-এ ক্লিক করলে ওডেস্কের ফোরাম এবং ব্লগ পাবেন। ফোরামে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ফেসবুকে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের কিছু ফেসবুক গ্রুপ আছে। এখানেও আপনার সমস্যার কথা বলতে পারেন। ওডেস্ক ব্যবহারকারীদের জন্য-

https://www.facebook.com/groups/odeskhelp/
https://www.facebook.com/groups/odeskbangladesh2008/
ইল্যান্স ব্যবহারকারীদের জন্য-

https://www.facebook.com/groups/elance.bd.help/

www.pathagar.com

দুজন সফল উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার

আপনার পরিচয়?

আমি এনায়েত হোসেন রাজীব। সিইও, দ্য ওয়েব ল্যাব। সহ-প্রতিষ্ঠাতা, এডুকেশন ফর অল। সহকারী সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ওপেনসোর্স নেটওয়ার্ক।

লেখাপড়া?

কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্স, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে। স্কুল ছিল সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল।

ছবি : এনায়েত হোসেন রাজীব

www.pathagar.com

কেন, কীভাবে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেছেন?

২০০৫ সালের শেষের দিকে শুরু। আসলে তখন তো ফ্রিল্যান্সিং শব্দটার সাথে সেভাবে পরিচিত ছিলাম না। শুধু শুনেছিলাম ইন্টারনেট থেকে টাকা আয় করা যায়। আর কোনো ধারণা ছিল না। গুগলে সার্চ দিলাম how to earn money online বা এর কাছাকাছি কিছু শব্দ লিখে। আরও কিছু খোঁজাখুঁজির পর মার্কেটপ্লেসগুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম। আস্তে আস্তে একটা-দুইটা করে বিড করা শুরু করলাম। একসময় কাঙ্ক্ষিত প্রথম কাজটি পেয়ে গেলাম। এখনো বেশ ভালোভাবেই মনে আছে প্রথম কাজটি ছিল মাত্র ৫ ডলারের।

প্রোগ্রামিং করতেই বেশি পছন্দ করি। সাধারণত ছোট থেকে মাঝারি ধরনের কাজগুলোই বেশি করি। আমি মূলত PHP/MySQL নির্ভর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করি। আমার বেশির ভাগ কাজই ওয়ার্ডপ্রেসের ওপর। ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য থিম, প্লাগইন ডেভেলপ করি, কাস্টমাইজ করি।

আমি প্রথম scriptlance.com এ কাজ করি। এই সাইটটি এখন নেই। freelancer.com এই সাইটটিকে কিনে নিয়ে মার্জ করে ফেলেছে। এখন পর্যন্ত ৬০০টির ওপর প্রজেক্ট কমপ্লিট করেছি। Hourly কাজ একদমই করা হয় না বলতে গেলে। প্রজেক্ট বেসিস কাজ বেশি করি। তবে শুরুর দিকে দিনে প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা করে কাজ করতাম।

কেন, কীভাবে উদ্যোক্তা হয়েছেন?

বছর দুয়েক কাজ করার পর রিটার্নিং ক্লায়েন্টের পরিমাণ বেড়ে গেল। ক্লায়েন্ট সরাসরি মার্কেটপ্লেসের বাইরে মেইলে বা চ্যাটে প্রজেক্ট নিয়ে আলাপ করত। ব্যস্ততার জন্য সব প্রজেক্ট নিতে পারতাম না, কোয়ালিটি এনশিউর করার ব্যাপার ছিল, ডেডলাইন মেইনটেইন করার ব্যাপার ছিল। ব্যস্ততার জন্য কোনো ক্লায়েন্টকে ফিরিয়ে দিলে সে ক্লায়েন্ট অন্য ফ্রিল্যান্সারকে হায়ার করত। ফলে ক্লায়েন্ট হাতছাড়া হয়ে যেত। প্রথম দিকে বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত অনেককে দিয়ে কাজ করাতাম। কিন্তু কাজের কোয়ালিটি আর ডেলিভারি নিয়ে সমস্যা হতো। তখন একটা টিমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। ঠিক করলাম ফর্মাল ওয়েতে এগুতে হবে। একটা অফিস সেটআপ করলাম। এভাবেই TheWebLab এর যাত্রা শুরু

www.pathagar.com

২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে। যদিও ট্রেড লাইসেন্স করেছি আরো অনেক পরে, ২০১২ তে। নতুনদের বলব সম্ভব হলে শুরুতেই এটা করতে এবং কোম্পানির নামে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে।

এই পর্যন্ত অর্জন?

অর্জন আসলেই অনেক কিছুই। বলতে গেলে আমার কাজকে ঘিরে যা কিছু সবই অর্জন। ২০১১ তে বেসিস ফ্রিল্যান্সার অব দ্য ইয়ার হয়েছি। সেবারই প্রথম বেসিস এই পুরস্কার দেয় এবং মাত্র ১২ জনকে। বেসিসের অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তি আমার জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে একটি। বেসিসের এই অ্যাওয়ার্ড না পেলে হয়তো এই সাক্ষাৎকারটাও দেওয়া হতো না! আগে একাই ঘরে বসে কাজ করতাম। কারও সাথে তেমন পরিচয় ছিল না। অ্যাওয়ার্ডের পর দেশের সেরা আরও কয়েকজন ফ্রিল্যান্সারদের চিনলাম, অনেকের সাথে পরিচিত হলাম। এখন আমাদের দেশে ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসেবে নেওয়ার মতো একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কারের পাশাপাশি এই যে আমার এত ক্লায়েন্ট, মার্কেটপ্লেসে এত ভালো ভালো ফিডব্যাক, টিভি, পত্রপত্রিকায় সাক্ষাৎকার, আমি আমার পছন্দের কাজটা পছন্দমতো সময়ে করতে পারি, আমার নিজের একটা অফিস আছে, টিম আছে, BDOSN এর সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান স্যার, bdjobs এর কর্ণধার ফাহিম মাশরুর ভাইদের মতো মানুষদের সাথে পরিচয়, কাজ করার সুযোগ, এসব কিছুকেই আমার অর্জন বলে মনে হয়।

যারা ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে চায় তাদের জন্য পরামর্শ

নতুন ফ্রিল্যান্সারদের বলব, তোমাদের অনেক ধৈর্য ধরতে হবে। ব্যাপারটা এমন না যে বিড করলেই কাজ পেয়ে যাবে। সবার আগে নিজের স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। তা না হলে বিড করবে কীভাবে? তোমার যে ধরনের কাজ ভালো লাগে, যে ধরনের কাজে তুমি ভালো করতে পারবে বলে মনে করো, সে ধরনের কাজে একজন এক্সপার্ট হয়ে ওঠো। ডিজাইনিং ভালো লাগলে গ্রাফিকস ডিজাইনের কাজ করতে পারো। প্রোগ্রামিং ভালো লাগলে ওয়েবসাইট/ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপের কাজ শিখতে পারো।

www.pathagar.com

তাছাড়া এখন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। যে ক্যাটাগরিতেই কাজ করো না কেন, প্রথমে তোমাকে দক্ষ হতে হবে এবং পাশাপাশি ধৈর্য ধরতে হবে। এক-দুইটা কাজ করে ফেলার পর আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। আর একটা কথা, প্রায় সবারই একটা কমন প্রশ্ন থাকে, টাকা আনব কীভাবে? আসলে টাকা আনার বেশ কয়েকটি পথ আছে। আমি আজ প্রায় ৮ বছর ধরে কাজ করছি এবং সরাসরি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা উত্তোলন করি। সম্প্রতি payoneer card বেশ ভালো সুবিধা দিচ্ছে। মোদ্দা কথা হলো যেভাবেই হোক টাকা আসবে, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। বরং কাজ শেখা এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। হতে হবে পরিশ্রমী।

যারা উদ্যোক্তা হতে চায় তাদের জন্য পরামর্শ

যারা উদ্যোক্তা হতে চায় তাদের অবশ্যই একটা মাইন্ডসেট থাকতে হবে। একটা প্ল্যান থাকতে হবে। ভবিষ্যৎ দেখতে পারলে ভালো! নিজের বা নিজের প্রতিষ্ঠানের একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে। আমি কখনো উদ্যোক্তা হব এটা ভাবিনি। কাজ করতে করতে সময়ের প্রয়োজনে আস্তে আস্তে হয়েছি। উদ্যোক্তা হিসেবে আমি এখনো এতটা সফল হইনি, যতটা একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে। কারণ আমার মাইন্ডসেট ছিল না, প্ল্যান ছিল না। এজন্য আমি খুব বেশি দূর যেতে পারিনি, যতটা যাওয়ার কথা ছিল। তাই যাঁরা উদ্যোক্তা হতে চাচ্ছেন তাদের বলব আগে একটা ফোকাসড প্ল্যান করুন, আমি কী চাই সেটা খুব ভালো করে জানুন।

www.pathagar.com

২

আপনার পরিচয়?

আমি মো. নিয়ামুল হাসান, বর্তমানে ক্লাউড সফটওয়্যার সল্যুশন লিমিটেডে প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করছি। ThemeHippo এবং ThemeRox নামে দুটি ইন্টারন্যাশনাল ব্রান্ড তৈরি করি, তবে এখানে ThemeHippo এর পেছনের নায়ক বলব ইমরান ভাই এবং কায়সার মাহমুদ যিকোকে। আমি ThemeRox নিয়ে শুরু থেকেই কাজ করি। ২০১৩ তে এসে এনভাটো মার্কেটপ্লেসে পাঁচ বিলিয়ন কমিউনিটির মধ্যে নিজেদের সেরা ৫০০ প্রোভাইডারে নিয়ে আসি। ২০১৪ তে এসে আমরা দুটি প্রতিষ্ঠানকে এক করে ক্লাউড সফটওয়্যার সল্যুশন লিমিটেড নামে যাত্রা শুরু করি। বর্তমানে ১৬ জন লোক আমাদের টিমে ফুলটাইম কাজ করছে। ২০১৪ তে আমি বেস্ট ফ্রিল্যান্সার অব দ্য ইয়ার হই।

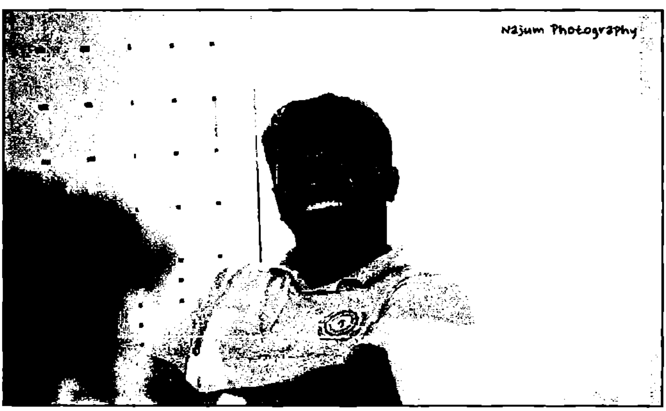

ছবি : নিয়ামুল হাসান

www.pathagar.com

লেখাপড়া?

আমার গ্রামের বাড়ি খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার শ্রীফলতলা গ্রামে। ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত গ্রামেই লেখাপড়া করি। তারপর ঢাকা এসে ২০১৪ তে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করি। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই আমি কম্পিউটার ব্যবহার করি। প্রথম দিকে শুধু গেম খেলতাম। ২০০৮ সালে অনলাইন মার্কেটপ্লেসে আসার মাধ্যমে কম্পিউটারের যথার্থ ব্যবহার শুরু করি। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় থেকেই প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি আমার ঝোঁক জন্মে। প্রথম সেমিস্টার থেকেই ওয়েবসাইট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করি। ২০০৮-এর শেষের দিকে আমি ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে কাজ শুরু করি।

কেন, কীভাবে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেছেন?

ছোটবেলা থেকেই কিছু করার স্বপ্ন দেখতাম। করেছিও অনেক কিছু কিন্তু সফলতা শুরু হয় ২০০৮ সালে যখন কম্পিউটার আমার নেশায় পরিণত হয়। কোনো কারণ ছাড়াই বিভিন্ন কোম্পানির নামে ওয়েবসাইট বানাতাম। স্টুডেন্ট লাইফে আমি খুব ভালো সি প্রোগ্রামার ছিলাম। আমার সেমিস্টারের অধিকাংশ অ্যাসাইনমেন্ট, প্রোগ্রামিং সল্যুশন আমি নিজেই করতাম। খুব মজা লাগত প্রোগ্রামিং করতে। মূলত এই সময় থেকেই ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ওপর ঝোঁক চলে আসে। এখন বলতে গেলে সি প্রোগ্রামিং ভুলেই গেছি। ২০০৮-এর শেষের দিকে একটা অস্ট্রেলিয়ান গার্মেন্টস কোম্পানির ওয়েবসাইটের কাজের মাধ্যমে আমার প্রফেশনাল লাইফের সূচনা হয়। পরে আমি আমার সব বন্ধুকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করি এবং অনেককে মার্কেটপ্লেসে কাজ পাইয়ে দিতে সহায়তা করি।

আমার শুরুটা অনেক কষ্টের ছিল কারণ এখনকার মতো তখন এত ফ্রিল্যান্সার ছিল না। তাই একটা সমস্যার সমাধান পেতে অনেক কষ্ট করতে হতো এবং অনেক সময় কাজও নিতে পারতাম না। প্রথম টাকা তোলার অভিজ্ঞতা তো আরও করুণ। পাইওনিয়র কার্ড নিয়ে ভয়ে ভয়ে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের এটিএম বুথে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম গেটের সিকিউরিটি মামা নিশ্চিত মানা করবে। কারণ তখনো জানতাম না পাইওনিয়র কার্ড

www.pathagar.com

দিয়ে সত্যিই টাকা তোলা যায় কি না এবং আমি যে টাকা ইনকাম করেছি সেটা রিয়েল কি না। কার্ড ভেতরে ঢুকিয়ে পাঞ্চ করার পর যখন টাকা গোনা শুরু করল তখনকার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

কেন, কীভাবে উদ্যোক্তা হয়েছেন?

২০০৯-এ এসে আমার কাজের চাপ এত বেড়ে গেল যে তখন আমার একার পক্ষে সেগুলো করা সম্ভব ছিল না। তাই আমার এক বন্ধু আঙ্গারিকে দিয়ে আমি সহজ কাজগুলো করাতাম। পরে আমরা দুজন মিলে খুলনাতে আনুবর্তন নামে একটা কোম্পানি শুরু করি, যেখানে আমি ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত কাজ করেছি। মূলত আমার ছোটবেলা থেকেই ব্যবসার প্রতি ঝোঁক বেশি। নিজে কিছু করব এ ধরনের ভাবনা সব সময় খুব ডিস্টার্ব করত। ফ্রিল্যান্সিং থেকে যখন ইনকাম করা শুরু করলাম তখন মনে হয়েছে এখান থেকে অর্জিত টাকা দিয়েই আমি শুরু করতে পারি আমার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। সেভাবেই ২০০৯-এ যাত্রা শুরু করলাম। পরে অবশ্য ২০১১ তে এসে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমি তখন থিম নিয়ে কাজ শুরু করি। ২০১১-এর শেষের দিকে একটি ব্যবসায়িক প্রপোজাল পেয়ে আমি আর আঙ্গারি দুজন ঢাকাতে আসি। পরে ওই কোম্পানি নিজেদের আখের গুছিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে নিলে আমরা বেশ বিপদে পড়ি। আঙ্গারি তখন খুলনায় ফিরে যায় আর আমি ঢাকায় থেকে যাই।

তারপর আবার শুরু করি একেবারে মাইনাস থেকে। মাইনাস থেকে বলছি, কারণ ঢাকার সেই কোম্পানির প্রপোজাল পেয়ে আমি আমার আমেরিকান জব ছেড়ে দিই, যেখানে প্রায় দুই বছর কাজ করেছিলাম। তখন ফ্রিল্যান্সিংও করতাম না। তাই ঢাকায় আমার নিজের চলাটাও অনেক কষ্টকর ছিল। পরে আল্লাহর রহমতে আমি আবার নতুন করে শুরু করে এক বছরের ব্যবধানে এনভাটো মার্কেটপ্লেসে এলিট অথর হই। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

www.pathagar.com

যারা উদ্যোক্তা হতে চায় তাদের জন্য পরামর্শ:

১. উদ্যোক্তা হতে হলে যথা সময়ে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে। উদ্যোগ কখনো টাকা বা ইনভেস্টমেন্টের জন্য থেমে থাকে না। কিন্তু সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে না পারলে আপনার উদ্যোগ আর ইউনিক থাকবে না।

২. কঠোর পরিশ্রম, সাধনা এবং অধ্যবসায়কে পুঁজি করে এগিয়ে যেতে হবে।

৩. সময় একজন উদ্যোক্তার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। বলতে পারেন আপনার ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট। তাই সময়ের যত্ন নিতে হবে। তা না হলে সময়ের স্রোতে আপনি টিকে থাকতে পারবেন না।

www.pathagar.com

১৪ জন ফ্রিল্যান্সারের সফলতার গল্প

১. তুমি তো হাল ছাড়ার মানুষ নও

আমি মামুন মিয়া। বাড়ি নরসিংদী জেলার পলাশ থানার একটি পল্লী গ্রামে। প্রথমে আমার অবস্থান সম্পর্কে কিছু ধারণা দিই। আমার গ্রামে ফ্রিল্যান্সিং করার মতো তেমন কোনো উপকরণই নেই। বাড়ি থেকে সবচেয়ে কাছের বাজার ২ কিলোমিটার দূরে। মোবাইলে কথা বললে এখনো মাঝেমধ্যে লাইন কেটে যায় ভালো নেটওয়ার্ক না থাকার কারণে। ইন্টারনেটের স্পিড নিয়ে তাই আর কিছু বললাম না। আমার মাথায় সব সময় কাজ করত কিছু একটা করা দরকার। আমাদের দেশে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করা একটা প্রথা। আমি খেয়াল করলাম, অনেকে ২০-২২ বছর ধরে পড়াশোনা করে সার্টিফিকেট নিয়ে ঘুরছে কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না। আমার কী হবে? আমাকে ব্যতিক্রম কোনো একটা কিছু করতে হবে। কোনো দিকনির্দেশনা আমার সামনে ছিল না। পত্রিকাই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। যদিও সকালের পত্রিকা আমার হাতে আসত দুপুরের পরে। ২০০৮ সালের শেষের দিকে পত্রিকাতে আমি ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে একটি লেখা দেখি। যদিও আমি জানতাম না ফ্রিল্যান্সিং আসলে কী তারপরও লেখাটি আমাকে খুব আকর্ষণ করল। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম সবটুকু। বুঝলাম ফ্রিল্যান্সিং হলো যোগ্যতা ও

www.pathagar.com

মেধা দিয়ে ঘরে বসে অনলাইনে কাজ করে ইনকাম করা। তখন আমার মাথায় ভূত চাপল। যে করেই হোক আমি ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানবই। কিন্তু আমি এমন কাউকেই পাচ্ছিলাম না যে এই বিষয়ে জানে এবং আমাকে সাহায্য করতে পারবে। তার পরও আমি জানার চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কোনো সাপোর্ট ছাড়া এমন ব্যতিক্রম কিছু করা আসলেই খুব কঠিন, যা আমি হারে হারে টের পাচ্ছিলাম। একবার তো মনে হলো না আমাকে দিয়ে এসব হবে না। একে তো ইন্টারনেটের স্পিড কম তার ওপর আবার বিদ্যুৎ থাকে না। বাড়ির সবাই ভাবে আমি অযথা কম্পিউটারের সামনে বসে সময় নষ্ট করি। আর নিরুৎসাহিত করার মতো লোকের তো আর অভাব হয় না। কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে অনলাইনে আয় করা যায়। আমি নিজেও ছিলাম দ্বিধার মধ্যে। অনেক কষ্টে নিজেকে বোঝাই, হাল ছেড় না বন্ধু তুমি হাল ছাড়ার মানুষ না।

যতটুকু সময় বিদ্যুৎ থাকত আমি চেষ্টা চালিয়ে যেতাম। আমার শিক্ষক হলো গুগল আর ইউটিউব। আমি ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে জানতে থাকি। খুঁজে পাই এক মার্কেটপ্লেস, যা অসীম কাজের সমুদ্র। পিডিএফ বই ডাউনলোড করে পড়তে থাকি। কেটে যায় আরও একটি বছর। ২০১০ সালে আমি জানতে পারি oDesk এবং Elance নামে দুটি ওয়েবসাইট আছে। সময় নষ্ট না করে খুলে ফেললাম অ্যাকাউন্ট। কিন্তু সমস্যা বাধল অন্য জায়গায়। ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট তো ১০০% করতে হবে। কীভাবে করব? এ নিয়ে কেটে গেল অনেকটা সময়। অবশেষে করে ফেললাম। এখানে কাজের কোনো অভাব নেই। কিন্তু আমি কোনটা করব? এ নিয়ে চিন্তা শুরু। মাথা গুলিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো আর চলবে না। আমি বিড করতে থাকি।

একদিন পেয়ে গেলাম একটি কাজ। কী যে আনন্দ লেগেছিল আমি বলে বোঝাতে পারব না। প্রথম কাজটি ছিল ডিরেক্টরি সাবমিশন। অনেক কষ্ট করে কাজটি কমপ্লিট করে জমা দিই। ক্লায়েন্ট খুশি হয়ে আমাকে ফাইভ স্টার ফিডব্যাক দেয়। তারপর চিন্তা করলাম আমাকে যেকোনো একটি বিষয়ে এক্সপার্ট হতে হবে। অনেক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি ই-মেইল মার্কেটার হব। কারণ ই-মেইল মার্কেটিং ছাড়া অনলাইন অচল। ই-মেইল মার্কেটিংয়ে রয়েছে সৃজনশীলতা। একজন দক্ষ ই-মেইল মার্কেটার হতে হলে ই-মেইল টেম্পলেট বা ই-মেইল নিউজলেটার ডিজাইন করা জানতে হবে। আর এর জন্য শিখতে হবে এইচটিএমএল এবং সিএসএস। গুগল সার্চ করে

www.pathagar.com

এইচটিএমএল এবং সিএসএস টিউটোরিয়াল ডাউনলোড করে শেখা শুরু করলাম। আর ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে লাগলাম কীভাবে ই-মেইল টেম্পলেট ডিজাইন করে। অনেক সাধনার পর শিখে ফেললাম এইচটিএমএল এবং সিএসএস দিয়ে কীভাবে ই-মেইল টেম্পলেট ডিজাইন করে। ধীরে ধীরে হয়ে উঠলাম একজন দক্ষ ই-মেইল মার্কেটার।

তারপর আমাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ২০১১ সাল থেকে ওডেস্ক এবং ইল্যান্সে ই-মেইল মার্কেটার হিসেবে কাজ করতে থাকি। আমি এখন শুধু নিজেই কাজ করি না, অন্যকেও কাজ দিই।

নতুনদের জন্য

আমাকে কত বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এখন থ্রিজি ইন্টারনেট পাওয়া যায় খুব সহজেই। আমার মতো কষ্ট আর আপনাদের করতে হবে না। তবে একটা কথা বলতে চাই, এই পেশা খুব ধৈর্যের। টিকে থাকতে হলে আপনাকে পদে পদে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। Freelancing = Hard work + Patience = Success and Money এটাই হলো ফ্রিল্যান্সিংয়ের মূল মন্ত্র। আপনারা ২০ থেকে ২২ বছর পড়াশোনা করে কেন ১০-১৫ হাজার টাকার একটা চাকরির পেছনে ছুটবেন। ফ্রিল্যান্সিং পেশায় শুধু আপনি আয় করবেন না, আপনি হয়তো অনেকের কর্মসংস্থানও করতে পারবেন। একদিন হয়তো আপনি আরও ১০-১২ জনকে কাজ দিতে পারবেন, যেমনটা আমি দিচ্ছি। আপনি oDesk, Elance, Freelancer, 99designs, Guru, People per hour এই ওয়েবসাইটগুলো ঘুরে দেখতে পারেন। কত বিশাল কাজের ক্ষেত্র আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা চায় শুধু ভালো মানের কাজ। কী কাজ করবেন তা আগে ঠিক করুন। কাজ শিখতে আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আপনি ঘরে বসেই সব কাজ শিখতে পারবেন গুগল এবং ইউটিউবের সাহায্যে। ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য কোনো পুঁজি আপনার দরকার হবে না। আপনার পুঁজি হলো মেধা, শ্রম আর ইচ্ছাশক্তি।

মামুন মিয়া
ফ্রিল্যান্স ই-মেইল মার্কেটার
https://www.facebook.com/mamun.miah.7

www.pathagar.com

২. এর চেয়ে ভালো পেশা আর কী হতে পারে?

আমি মাহফুজা সেলিম, পেশায় একজন ফ্রিল্যান্স গ্রাফিকস ডিজাইনার। ফ্রিল্যান্সিংয়ের সাথে যুক্ত আছি প্রায় চার বছর ধরে। ২০১১ সালের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের প্রায় দেড় শতাধিক প্রজেক্ট সম্পন্ন করেছি। ধৈর্য আর পরিশ্রমই এখন পর্যন্ত আমার মূলধন।

আমার শুরুটা যেভাবে

এইচএসসি পরীক্ষার পরপরই আমার শখ আর বড় বোনের ইচ্ছায় শুরু করি গ্রাফিকস ডিজাইন শেখা। তখনো আউটসোর্সিং বিষয়টা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। ২০১১ সালের শুরুর দিকের কথা। গ্রাফিকস ডিজাইন শেখা সম্পন্ন হয়েছে তত দিনে। একদিন হঠাৎ করেই যোগাযোগ হয় আমার স্কুলের এক বন্ধুর সাথে যে কিনা একজন ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডেভেলপার। 'আউটসোর্সিং' শব্দটার সাথে সেদিনই আমার প্রথম পরিচয়।

www.pathagar.com

বন্ধু আমাকে সবকিছু বর্ণনা করে চমৎকার একটা ধারণা তৈরি করে দিল আউটসোর্সিংয়ের ওপর এবং বলল আমি গ্রাফিকস ডিজাইন নিয়েও এই পেশায় যুক্ত হতে পারি। ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখ আমি ওডেস্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলি। এভাবেই আমি আউটসোর্সিং জগতে প্রবেশ করি।

আমার পুঁজি ছিল ধৈর্য

খুব আগ্রহ নিয়ে শুরু করলেও কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারি ব্যাপারটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম আসলে ততটা সহজ নয়। বিভিন্ন দেশের সব দক্ষ ফ্রিল্যান্সারদের সাথে প্রতিযোগিতা করে কোনো একটা কাজ নিজের দখলে আনা সত্যিই খুব কঠিন ছিল আমার জন্য। ফলে প্রথম কাজটি পেতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। তবে হ্যাঁ, আমি হাল ছাড়িনি। সারাদিন চেষ্টা করে রাতে ঘুমুতে যেতাম প্রচণ্ড হতাশা আর ক্রোধ নিয়ে। তবে সকালটা ঠিকই শুরু হতো নতুন উদ্যমে। আর এভাবেই দীর্ঘ চার মাস পর আমি প্রথম কাজ পাই। তারপর থেকে আমার আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। নতুন কাজ পেতেও খুব একটা সমস্যা হয়নি। তবে এমন অনেক গ্রাফিকসের কাজ দেখতাম যেগুলোতে আমি আনাড়ি। কর্মদক্ষতা বাড়াতে আবারও একটি গ্রাফিকসের কোর্সে ভর্তি হই, যা পরবর্তীতে আমার খুব কাজে লেগেছে। তারপর আমাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

যে ধরনের কাজ আমি করে থাকি

আমার কাজ মূলত আঁকাআঁকি। ইলাস্ট্রেটর সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে তৈরি করি শিশুতোষ গল্পগুলোর চিত্র। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মোট ৪৩টি শিশুতোষ বইয়ের কাজ শেষ করেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিশুদের বইয়ে আঁকা আছে আমার ছবি– এটা আমাকে অনেক আনন্দ দেয় এবং এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র এই পেশার কারণেই।

নারীরাও থাকুক সমানতালে

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। একটি দেশের সফলতা তখনই নিশ্চিত হবে যখন দেশটির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে প্রতিটি

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা রাখবে। কিন্তু পুরুষদের তুলনায় খুবই কম সংখ্যক নারী এ পেশায় যুক্ত আছেন। এখন সময় আত্মনির্ভরশীল হবার। আয় করার সুযোগ যেহেতু ঘরে বসেই তাই এই সুযোগ যেন কোনোভাবেই মিস না হয়।

আউটসোর্সিংয়ে যারা নতুন

১. আপনি কি মনে করেন আপনি পরিশ্রমী এবং ধৈর্যশীল? যদি আপনার উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে এই পেশা আপনার জন্যই। আমি আবারও বলছি, ধৈর্য এবং পরিশ্রম ছাড়া আপনি কোনোভাবেই এ পেশায় সফল হতে পারবেন না। এখানে অনেক ধরনের কাজ আছে। আপনি নিজেই ঠিক করুন কোনটিকে বেছে নেবেন এবং সেটি ধরেই এগিয়ে যান। সফলতা আসবেই।

২. আপনি কাজ করছেন বিদেশী ক্লায়েন্টদের সাথে, যার কাছে আপনি একজন বাঙালি কন্ট্রাক্টর। আপনি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সে পরবর্তীতে বাঙালি কন্ট্রাক্টরের প্রতি আগ্রহী হবে। তার মানে আপনি দেশী আরেকজনকে সুযোগ করে দিচ্ছেন। এখানে আপনার নামের পাশে আপনার দেশের নামটাও রয়েছে। সুতরাং অর্থপ্রাপ্তি মুখ্য বিষয় হলেও এসব দিকেও নজর দেবেন।

আউটসোর্সিং একটি স্বাধীন পেশা। এখানে আমিই আমার বস। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিই। নিজের মতো করে কাজ করি। এ কথা সত্যি যে, সাধারণ চাকরি করে যে টাকা আয় করতাম তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশিই উপার্জন করছি এখানে। বাসায় বসে কাজ করছি বলে পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্য আর ছুটির দিনের অপেক্ষা করতে হয় না। তাই এর চেয়ে ভালো পেশা আর কী হতে পারে?

মাহফুজা সেলিম
ফ্রিল্যান্স গ্রাফিকস ডিজাইনার
বেসিস ফ্রিল্যান্সার অ্যাওয়ার্ড ২০১৪
https://www.facebook.com/msni2

www.pathagar.com

৩. আমি যেভাবে গ্রাফিক ডিজাইনার হলাম

শুরুতেই সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি আসাদ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নবিজ্ঞানে অনার্স করছি। আমি এখন তৃতীয় বর্ষে। আমি লেখাপড়ার পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং করি। আমি ফ্রিল্যান্সিংয়ের সাথে যুক্ত আছি দুবছর ধরে। আমি যখন অনার্সে ভর্তি হই তখন প্রথম প্রথম বাড়ি থেকে টাকা এনে এবং টিউশনি করে নিজের খরচ চালাতাম। ২০১২ সালের দিকে প্রথম আলো পত্রিকার একটি লেখা পড়ে আমি ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে জানতে পারি। খোঁজ নিয়ে দেখি অনেক বিষয়েই ফ্রিল্যান্সিং করা যায়। এদের মধ্যে আমার গ্রাফিক ডিজাইন পছন্দ হয়। কারণ ছোটবেলা থেকেই আঁকাআঁকির প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিল এবং আমার আঁকার হাতও খারাপ ছিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম গ্রাফিক ডিজাইন শিখে ফ্রিল্যান্সিং করব।

গ্রাফিক ডিজাইন শিখব কোথায়? ভালো ট্রেনিং সেন্টারের খোঁজ নিতে থাকলাম। উত্তরার একটা বড় ট্রেনিং সেন্টারে ছয় মাসের কোর্সে ভর্তি হলাম। ট্রেনিং সেন্টারটা নামেই বড় ছিল। কাজের কাজ কিছুই না। ওখানকার শিক্ষক নিজেই খুব একটা গ্রাফিক ডিজাইনিং জানতেন না।

www.pathagar.com

তারপরও কোনো মতে ছয় মাসের কোর্স তারা তিন মাসে শেষ করে আমাদের হাতে একটা করে সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিলেন। ওখান থেকে ফটোশপ আর ইলাস্ট্রেটরের কিছু টুলস সম্পর্কে ধারণা পেলাম মাত্র। তখন আমার নিজস্ব কোনো কম্পিউটার ছিল না। সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস করতাম আর আমার বড় ভাইয়ের কম্পিউটারে চর্চা করতাম। যখন কোর্স শেষ হয়ে গেল তখন কিছুটা হতাশ ছিলাম এই ভেবে যে আমাদের প্রফেশনাল জগতের কিছুই শেখানো হলো না। তারপরও আমি হাল ছাড়িনি। আমি ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকলাম। গ্রাফিক ডিজাইন-সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্লগ পড়তে থাকলাম এবং সেগুলো দেখে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে থাকলাম। এর মাঝখানে একদিন পেপারে ভিডিও টিউটোরিয়াল বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখে ওটা কিনে ফেললাম। আমি টিউটোরিয়াল দেখে অনেক কিছু জানতে এবং শিখতে পারলাম। টিউটোরিয়াল দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি যদি এত টাকা খরচ করে ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি না হয়ে টিউটোরিয়াল দেখতাম তাহলে আমার অনেকগুলো টাকা বেঁচে যেত এবং আমি অনেক ভালো শিখতে পারতাম। আসলে টিউটোরিয়ালগুলো তারাই বানায় যারা এসব ব্যাপারে প্রফেশনাল এবং খুবই দক্ষ। যাই হোক, আমি টিউটোরিয়াল দেখে দেখে প্র্যাকটিস করে নিজেকে মার্কেটপ্লেসগুলোতে কাজ করার উপযোগী করে ফেললাম। যেহেতু আমার নিজস্ব কোনো কম্পিউটার ছিল না তাই কাজ শুরু করতে পারছিলাম না। কারণ বড় ভাইয়ের কম্পিউটারে খুব একটা বসতে পারতাম না। অনেক বেশি লোডশেডিং হতো। তাছাড়া কম্পিউটারটা গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য উপযুক্তও ছিল না। তাই বাবাকে বলে একটা ল্যাপটপ কিনে ফেললাম, যদিও গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য ডেস্কটপই ভালো। আমি ওডেস্কে নিজের একটা অ্যাকাউন্ট খুলে প্রোফাইল ১০০% করে কাজে বিড করা শুরু করলাম। ইন্টারনেটে খুঁজে অবশ্য জব অ্যাপ্লিকেশন লেখার নিয়ম জেনে নিয়েছিলাম। আমি অনেককেই বলতে শুনি প্রথম জব পেতে নাকি তিন থেকে ছয় মাস সময়ও লেগে যায়। কিন্তু আমার কপাল মনে হয় ভালোই ছিল, কারণ আমি বিড করার মাত্র সাত দিনের মাথায় প্রথম কাজ পেয়ে যাই। কাজটা ছিল মাত্র পনেরো ডলারের। একটা কম রেজল্যুশনের লোগোকে নতুন করে ভেক্টর করে দেওয়ার কাজ। কাজটাতে আমি বিড করার আগেই বায়ার মনে হয় আরেকজনকে হায়ার করে ফেলেছিলেন কিন্তু

www.pathagar.com

সেই ফ্রিল্যান্সার কাজটা বায়ারের পছন্দমতো করতে পারেনি। তাই বায়ার আমাকে তার পুরাতন লোগো দেখিয়ে বলল আমি কাজটা করতে পারব কিনা? আমি লোগোটা দেখে বুঝলাম সহজ কাজ, তাই বললাম পারব। তারপর কাজটা তাকে করে দিলাম। সে অনেক খুশি হয়ে আমাকে পেমেন্টের সাথে পাঁচ ডলার বোনাস দিল। তারপর থেকে সে এখনো আমাকে নিয়মিত কাজ দিয়ে যাচ্ছে। সেই থেকে আমার ফ্রিল্যান্সিংয়ের যাত্রা শুরু।

আমি এখন ওডেস্ক, গ্রাফিকরিভার, পিপল পার আওয়ারসহ অন্যান্য মার্কেটপ্লেসে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি। আমি নিজেকে এখনই পুরোপুরি সফল বলব না, তবে ইনশাআল্লাহ আমি সফলতার পথেই আছি। আমি এখনো প্রফেশনালি ফ্রিল্যান্সিং করছি না। শুধুমাত্র লেখাপড়ার পাশাপাশি আমি আমার নিজের হাতখরচটা চালানোর জন্য ফ্রিল্যান্সিং করছি। তবে এই ফ্রিল্যান্সিং নিয়েই সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে আমার।

নতুনদের জন্য আমার কিছু পরামর্শ :

১. আমি যখন ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তির কথা ভেবেছিলাম তখন আমি জানতাম ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, ইনডিজাইন, কোরাল ড্র, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ইত্যাদি দিয়ে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করে। তাই আমি চেয়েছিলাম সবচেয়ে বেশি সফটওয়্যারের কাজ যেখানে শেখায় সেখানে ভর্তি হতে, হয়েও ছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার সেদিনকার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। আসলে গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে এতগুলো সফটওয়্যার লাগে না। ফটোশপ আর ইলাস্ট্রেটর ভালোভাবে শিখলেই হয়। এমনকি শুধুমাত্র একটি সফটওয়্যারের কাজ জানলেও গ্রাফিক ডিজাইনিং করা যায় এবং ভালো আয়ও করা যায়। আমি প্রথমে ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, কোরাল ড্র এবং কোয়ার্ক এক্সপ্রেসের কাজ শিখি। কিন্তু বর্তমানে আমি শুধু ফটোশপ আর ইলাস্ট্রেটর দিয়ে কাজ করি। তবে অধিকাংশ কাজই করি ফটোশপে। তাই নতুনদের বলছি গ্রাফিক ডিজাইনার হওয়ার জন্য বেশি সফটওয়্যারের কাজ জানতে হবে না। মাত্র একটি সফটওয়্যার দিয়েও ভালো গ্রাফিক ডিজাইন করতে পারবেন।

www.pathagar.com

২. গ্রাফিক ডিজাইন শেখার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হলো ক্রিয়েটিভিটি। আপনি কি জীবনে কোনো দিন শখ করে হলেও নিজের খাতায় ডিজাইন করেছিলেন? বা আপনার কি কখনো ডিজাইনের প্রতি বিন্দু পরিমাণ দুর্বলতা ছিল? যদি উত্তর না হয় তাহলে আপনি দয়া করে গ্রাফিক ডিজাইন শিখবেন না বা শিখলেও বেশি দূর যেতে পারবেন না। গ্রাফিক ডিজাইন ছাড়াও ফ্রিল্যান্সিং করার মতো আরো অনেক কাজ আছে যেগুলোতে ক্রিয়েটিভিটির দরকার হয় না। শুধু মানসিক দক্ষতা আর ধৈর্য থাকলেই ওসব কাজ দিয়ে ভালো উপার্জন করতে পারবেন। আমি এসব কথা বলছি কারণ অনেকেই নামমাত্র গ্রাফিকস ডিজাইন শিখে মার্কেটপ্লেসগুলোতে পঞ্চাশ ডলারের কাজে মাত্র পাঁচ ডলারে বিড করে। তারা কাজ তো পায়ই না বরং কাজের দাম কমিয়ে দেয়। আগে দেখতাম একেকটা লোগো ডিজাইনের কাজ বায়াররা পোস্ট করত পঞ্চাশ থেকে একশ ডলারে। আর এখন দেখি পাঁচ ডলারেও লোগো ডিজাইনের জব পোস্ট হয়। তাছাড়া কাজ না জেনে কাজ নিয়ে বায়ারকে করে দিতে না পারলে পুরো দেশের বদনাম হয়। পরে বায়াররা আর ওই দেশের ফ্রিল্যান্সার হায়ার করতে চায় না।

৩. এবার আসি যারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রাফিক ডিজাইন শিখবেনই তাদের কথায়। আমি চাই না গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে গিয়ে কেউ আমার মতো ভুল করুক। আমি সবাইকে বলব কোনো ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে ইন্টারনেট থেকে টিউটোরিয়াল সংগ্রহ করে বা ফেসবুকে অনেক গ্রুপ আছে যেগুলোতে টিউটোরিয়াল পাওয়া যায় সেখান থেকে টিউটোরিয়াল সংগ্রহ করে নিজে নিজে চর্চা করে শিখতে। আবার অনেকেই আছে যারা সরাসরি গাইডলাইন ছাড়া শিখতে পারে না তারা ইচ্ছে করলে কোনো ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারেন। তবে ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার আগে ওই ট্রেনিং সেন্টার সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে তারপর ভর্তি হবেন। অনেক বড় বড় ট্রেনিং সেন্টার আছে যেখানে আপনাকে সরকারি সার্টিফিকেটের লোভ দেখাবে। আসলে আপনার সার্টিফিকেটের কোনো দরকার নেই। দরকার হলো কাজ শেখা এবং নিজেকে দক্ষ করে তোলা। সবচেয়ে ভালো হয় যদি ভর্তি হওয়ার আগে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন

www.pathagar.com

ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায় যে তারা কেমন কাজ শেখায়। যিনি শিক্ষক তিনি নিজে কি কোনো মার্কেটপ্লেসে কাজ করেন?

৪. টিউটোরিয়াল বা ট্রেনিং সেন্টার থেকে যা শিখেছেন তা যথেষ্ট নয়। আপনি এগুলো থেকে কেবল প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শিখেছেন। এখন নিজেই নিজেকে দক্ষ করে তুলতে হবে চর্চার মাধ্যমে। বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ব্লগ অথবা ইউটিউবে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ শেখার অনেক টিউটোরিয়াল পাওয়া যায়। এগুলো দেখে নিয়মিত চর্চা করুন। ভালো কোনো ডিজাইন হুবহু নকল করার চেষ্টা করুন। তাতে আপনার দক্ষতা বাড়বে। আপনি freelancer.com বা 99designs.com এর বিভিন্ন ডিজাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করুন। তাতে আপনার দক্ষতা দ্বিগুণ বাড়বে।

৫. নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত মনে হলে বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে অ্যাকাউন্ট খুলে কাজে বিড করা শুরু করুন। বিড করার সময় লক্ষ রাখবেন আপনার কাজের রেট যেন খুব কম না হয়। তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়ার জন্য চালাকি করে কম বাজেটে বিড করবেন না। চালাক শুধু আপনি না, যিনি আপনাকে কাজ দেবেন তিনিও। আপনার বিড রেট অনেক কম হলে বায়ার ভেবে নেবে আপনার কাজের মান ভালো না তাই কম রেটে কাজ করতে চাচ্ছেন।

বি.দ্র. উপরের পরামর্শ শুধুমাত্র যারা গ্রাফিক ডিজাইন শিখে বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে চান তাদের জন্য প্রযোজ্য এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া। গ্রাফিক ডিজাইন যে শুধু ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য তা নয়। গ্রাফিক ডিজাইন শিখে অনেক বড় বড় কোম্পানিতে চাকরি করা যায়, আবার বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়াতেও কাজ করা যায়।

হাফিয আল আসাদ
ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক ডিজাইনার
https://www.facebook.com/ekla.asad

www.pathagar.com

৪. আমি এখন মোবাইল অ্যাপ তৈরি করি

টাকা নিয়ে কখনো আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। খেয়েদেয়ে লেখাপড়া করতে পারলেই হয়। ইচ্ছে আছে ডক্টরেট করার। তাই লেখাপড়ার দিকেই নজর বেশি। মাঝে মাঝে ব্লগিং করি। নতুন কিছু জানার জন্য নেট সার্ফিং নেশা হয়ে উঠল। এ সাইট থেকে সে সাইট করতে করতেই সারাদিন কাটিয়ে দিই। আগে কম্পিউটার ছাড়া কিছুই ভালো লাগত না। আর এখন তার সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট। মাঝেমধ্যে দশ মিনিটের জন্য নেট কানেকশন চলে গেলে আমি অস্থির হয়ে যাই। ঈদে সবাই বাড়ি যায়, আমি যাই না। কারণ কম্পিউটার ইন্টারনেট ছাড়া আমি চলতে পারি না।

টিউশনি করা মনে হয় আমার কপালে নেই। বন্ধুরা আমার জন্য টিউশনি জোগাড় করলেও কয়েক দিন গিয়ে আমি আর যাই না। আমার ভালো লাগে না। এটা বলার কারণ হচ্ছে আমি টিউশনিকে অবহেলা করি তা নয়। আমার টিউশনি করার মতো ক্ষমতা বা টিউশনি করতে যে গুণ দরকার তা আমার নেই। পড়ি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে। খরচ

www.pathagar.com

তুলনামূলকভাবে বেশি। আর তাই ফ্যামিলি বা বন্ধুদের কাছ থেকে একটা কথা প্রায়ই শুনতে হয়, টিউশনি করলে তো অন্তত নিজের খরচটা ওঠে। পরিচিত এমন দু-একজনকে উদাহরণ দিয়ে বকার পরিমাণটা আরো বাড়িয়ে দেয়। বকা শুনতে শুনতে চিন্তা করলাম সত্যিই আমার কিছু একটা করা উচিত। অন্তত নিজের খরচটা জোগাড় করা উচিত।

কখনো টাকা ইনকামের চেষ্টা করা হয়নি জোর দিয়ে। ব্লগিং করতাম বাংলায়। ইংরেজিতে ব্লগিং করলেও হয়তো একটা গতি হতো। হঠাৎ টাকা ইনকাম করার জন্য সিরিয়াস হয়ে গেলাম। আর তা অক্টোবর ২০১১ তে। ওডেস্ক আর ফ্রিল্যান্সার.কমে অ্যাকাউন্ট খুলে বিড করতে লাগলাম। ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস ছাড়াও পরিচিত যারা আছে তাদের জিজ্ঞেস করলাম আমার জন্য কোনো কাজ আছে কি না। কেউ সাড়া দেয়নি। দু-একজনের কাছে কাজ পাওয়ার আশা ছিল। তারাও হতাশ করল।

ওডেস্কে দুই-একটা ছোট কাজ পেলাম। এগুলো শেষ করে কিছু টাকা পেলাম। অনেক খুশি হলাম। এভাবে চলতে থাকল। পরীক্ষা শেষ। মোটামুটি অনেক সময় আছে এখন হাতে। ওডেস্কে বিড করতে লাগলাম মন দিয়ে। নিশাচর হওয়াতে সারা রাত বিড করে ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমুতে গেলাম। দুপুরে ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিনের মতো অনলাইনে বসলাম। দেখলাম ওডেস্কে নতুন দুটি মেসেজ এসেছে দুটি বিড থেকে। আল্লাহর রহমতে দুটি কাজই পেলাম। একটা আওয়ারলি, আরেকটা ফিক্সড। আওয়ারলি জবটা অনেক বড় একটা প্রজেক্টের। জয়েন করলাম। আমাকে বেশি দিন কষ্ট করতে হয়নি। মাত্র এক মাস ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলোতে চেষ্টা করেই আমি এখন যেকোনো সরকারি চাকরিজীবী থেকে ভালো আছি।

উপরের কথাগুলো দুই বছর আগের। আমি প্রথম কাজ শুরু করি ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে ওডেস্কে। ওডেস্ক থেকে ইল্যান্সে সুযোগ সুবিধা বেশি হওয়ায় ইল্যান্সেও কাজ শুরু করি। কাজ করার পাশাপাশি স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য নিয়মিত পড়াশোনাও করি। একসময় ওয়েব ডেভেলপমেন্ট থেকে সুইস করে মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট চলে আসি।

www.pathagar.com

তারপর অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ তৈরি করে প্লেস্টোরে আপলোড করা শুরু করলাম। বাংলাদেশ থেকে পেইড অ্যাপ বিক্রি করার সুযোগ নেই। তাই কোনো অ্যাপ বিক্রি করতে পারিনি। কিন্তু অ্যাপ-এর ভেতর অ্যাড দেওয়া যায়। যারা অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহার করেন তারা দেখে থাকবেন কোন কোন অ্যাপ ব্যবহার করলে অ্যাড দেখায়। ওই অ্যাড থেকে ভালো একটা রেভিনিউ আসতে লাগল। একসময় দেখলাম ফ্রিল্যান্সিং থেকে এই মোবাইলে রেভিনিউ বেশি। তাই আস্তে আস্তে মোবাইল অ্যাপ তৈরির দিকে ঝুঁকে পড়লাম। তারপর এক সময় অ্যান্ড্রয়েডের পাশাপাশি আইফোনের জন্যও অ্যাপ তৈরি করতে লাগলাম। বাংলাদেশ থেকে আইফোনের অ্যাপগুলো বিক্রি করার সুযোগও আছে।

এখনো স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে যাচ্ছি। নতুন কিছু শেখার পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছি মোবাইল অ্যাপ নিয়ে। যারা ফ্রিল্যান্সিং করতে চান তাদের বলছি আগে স্কিল ডেভেলপ করুন। যেকোনো স্কিলই হোক না কেন। আমি বেছে নিয়েছি প্রোগ্রামিংকে। দিন দিন প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্র বেড়েই চলেছে। বেড়ে চলেছে অনলাইনে কাজ করার সুযোগও। এখন দরকার সুযোগগুলো কাজে লাগানো।

জাকির হোসেন
মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপার
https://www.facebook.com/jakir007

www.pathagar.com

৫. কাজের ফাঁকে ফাঁকে আউটসোর্সিং করি

বারো বছরের স্বপ্ন যখন পূরণ হলো না তখন মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভর্তি হলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়তে গিয়ে মনে হলো এত দিন ভুল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছি। এই বিষয়ে এত কিছু জানার আছে জানলে প্রথম থেকে এই বিষয় নিয়েই পড়াশোনা করতাম।

প্রথমবর্ষ ফাইনাল পরীক্ষার ৩-৪ মাস আগে বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর পূর্ণ সহযোগিতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫তম স্থান নিয়ে অনার্স শেষ করি। এরপর মাস্টার্স শেষ করি। স্বামীর বদলির চাকরি এবং দুই সন্তানের দেখাশোনা ও পড়ালেখার কারণে অফিসিয়াল কোনো চাকরির জন্য চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু সব সময় মনে একটা অতৃপ্তি কাজ করত। কিছু একটা করার অদম্য ইচ্ছা সব সময়ই ছিল। বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডেও নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছি। তবুও কেন জানি অতৃপ্তিটা মিটছিলনা।

ছেলেমেয়েদের পড়ালেখাটা আমি নিজেই দেখতাম। সে জন্য অন্য কিছু করার সময়টা হয়ে ওঠেনি। ২০১২-এর কথা, তখন আমার মেয়ে ক্লাস নাইনে পড়ে। ও কোচিংয়ে যেতে শুরু করলে আমিও একটু বাড়তি সময় পেলাম কিছু একটা করার। কিছু একটা করার চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। বুটিক, পার্লার বা চাকরির বাইরে অন্য কিছু করার। সেই সময় পত্রিকায় আউটসোর্সিংয়ের ওপর লেখাগুলো পড়তাম, ইন্টারনেটেও কিছু কিছু পড়তাম। মনে ধরল বিষয়টা। কাজটা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, নিজস্ব সময়ে, ঘরে বসে করা যায় বলে আউটসোর্সিং করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। ২০১২-এর মাঝামাঝিতে ২ দিনের একটা কোর্সে যোগ দিয়ে জানতে পারি আউটসোর্সিংয়ের আদ্যোপান্ত। এরপর মনে হলো শুধুমাত্র কম্পিউটারের বেসিক দিয়ে শুরু করার চেয়ে এসইওর এর ওপর কোর্স করা থাকলে হয়তো কাজ করতে সুবিধা হবে। ২০১২-এর শেষের দিকে ২ মাস মেয়াদি

www.pathagar.com

এসইও কোর্সে ভর্তি হই। এসইও কোর্স চলাকালীন সময়ে আমি ওডেস্কে প্রোফাইল তৈরি করি। আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া যে প্রোফাইল তৈরি করার ১২ দিনের মাথায় আমি প্রথম কাজ পেয়ে যাই। প্রথম দুটি কাজ এসইও সংক্রান্ত ছিল। তারপর কাজ করতে গিয়ে দেখি এখানে অনেক ধরনের কাজ আছে। পরে এসইও কাজের পাশাপাশি Resume, CV, Cover Letter, Recipe, Transcription, Translation এই ধরনের বিভিন্ন কাজ করি। এভাবে আমার পথচলা শুরু। ২০১৩ সাল পর্যন্ত আমি oDesk, Elance, Fiverr সহ বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে ১০০টিরও বেশি কাজ করি এবং আমার ক্লায়েন্টদের ভালো ফিডব্যাক অর্জন করি, যার স্বীকৃতিস্বরূপ BASIS Outsourcing Award ২০১৪ (Best in Female Category) পেয়েছি।

আউটসোর্সিংয়ে কাজ করার জন্য দরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা, ইংরেজিতে ভালো জ্ঞান এবং ধৈর্য। ইংরেজিই হলো আউটসোর্সিং কাজের একমাত্র মাধ্যম। তাই ইংরেজি ভাষার ওপর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সততা। আমাদের ক্লায়েন্টরা বিদেশী সুতরাং দেশের ভাবমূর্তির কথা ভেবে আমাদের সৎ থাকা উচিত। কাজ করতে যেয়ে আমি দেখেছি অনেক কাজে ক্লায়েন্ট লিখে থাকেন 'No Bangladeshi' যেটা আমাকে খুব ব্যথিত করে। জাতি হিসেবে আমরা সৎ, কর্মঠ এবং পরিশ্রমী। তারপরও খুব অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য আমাদের হেয় হতে হয়। নিজের দক্ষতা নেই এমন কোনো কাজ নেওয়া উচিত নয়। তাতে যেমন নিজের ফিডব্যাক খারাপ হয় তেমনি অন্যান্য দেশী ফ্রিল্যান্সারদের ফিডব্যাকও খারাপ হয়। আমি চাই আমাদের দেশের সর্বস্তর থেকে আউটসোর্সিংয়ে এগিয়ে আসুক। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য এটা ভালো সুযোগ। এই কাজটার জন্য কোনো ধরাবাঁধা সময় নেই। অন্যান্য কাজের ফাঁকেই করা যায় এবং এতে নিজের অনেক স্বাধীনতা থাকে।

মনে রাখতে হবে ধৈর্যই হচ্ছে এর প্রধান পুঁজি, দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার কাজের যোগ্যতা আর তৃতীয় হচ্ছে ইংরেজিতে অন্তত বেসিক জ্ঞান।

সুলতানা পারভীন
ফ্রিল্যান্সার
বেসিস ফ্রিল্যান্সার অ্যাওয়ার্ড ২০১৪
https://www.facebook.com/sultana.parvin.1800

www.pathagar.com

৬. ধৈর্য ছাড়া আউটসোর্সিং হয় না

আমার শুরুটা হয়েছিল একটু অন্যভাবে। তখন আমি একাদশ শ্রেণীতে পড়ি। কোনো দিন কম্পিউটার হাত দিয়ে ধরে দেখিনি। এলাকার চারজন মিলে একটি পুরাতন কম্পিউটার কিনেছিলাম ১৫,০০০ টাকা দিয়ে। চারজনের একজন ছিল আমার সম্পর্কে চাচা। তিনি বললেন, আমরা প্রথম দুদিন শুধু কম্পিউটার চালু করব আর বন্ধ করব। তখন ভাবতাম কম্পিউটার না বুঝে ধরলে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম দিনেই আমরা আমাদের শর্ত ভঙ্গ করলাম। কম্পিউটার যে এত সহজ একটি জিনিস তা আগে বুঝিনি। আর একটি কথা, আমাদের গ্রামের বাড়িতে কোনো পেপার রাখা হতো না। তাই প্রযুক্তি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না।

তারপর আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে অনার্সে ভর্তি হলাম। ফরিদপুর শহরে আমার খালার বাসায় চলে এলাম। আমার এক বড় ভাইয়ের কম্পিউটার দোকানে প্রত্যেক দিন বিকেলে বসতাম। আমার খালার বাসায়

www.pathagar.com

প্রথম আলো পেপার রাখা হতো। পেপার পড়া ভালো না খারাপ জানি না তবে আমি প্রত্যেকদিন পেপারের অন্য কোনো অংশ না পড়লেও প্রথম আলোর 'কম্পিউটার প্রতিদিন' অংশটি নিয়মিত পড়তাম। একদিন হঠাৎ দেখি আমিনুর রহমানের একটি লেখা আউটসোর্সিং সম্পর্কে। আউটসোর্সিং মানে যে অনলাইনের মাধ্যমে আয় সেটি প্রথম পেপার পড়েই জেনেছিলাম। তারপর থেকে আমার কম্পিউটারের প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। নিয়মিত পেপার পড়তে লাগলাম। হঠাৎ ২০১২ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ দেখি মো. আমিনুর রহমানের আরো একটি লেখা ওডেস্ক সম্পর্কে। সেখানে ছিল ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খোলার ধারাবহিক লেখা। ব্যস হয়ে গেল আমার যাত্রা শুরু। আমি সেই বড় ভাইয়ের কম্পিউটার দোকানে বসে ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে লাগলাম। অনেক কষ্ট করে ওডেস্ক প্রোফাইল ১০০% কমপ্লিট করলাম। এভাবে চলে গেল আরো একটি বছর। তারপরের বছর ২০১৩ সালের বইমেলায় বের হলো মো. আমিনুর রহমানের বই 'আউটসোর্সিং: শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর'। আমি রকমারি.কম থেকে বইটি কিনলাম। বইটি পড়ে জবে আবেদন করা শুরু করলাম এবং খুব তাড়াতাড়ি একটি ডাটা এন্ট্রির কাজ পেয়ে গেলাম। বায়ার ছিল পাকিস্তানি। আমি যেহেতু নতুন তাই বিড করতাম কম রেটে। কাজটি ছিল পাঁচ ডলারের। আমি বিড করেছিলাম ৩.৫ ডলারে। কাজটি ভালোভাবে করে জমা দিলাম। বায়ার আমার কাজে খুশি হয়ে আমাকে পাঁচ ডলারই দিলেন। তখন যে আমার কী আনন্দ লেগেছিল তা আমি আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না।

এত দিন আমি শুধু শুনেছি অনলাইনে ইনকাম করা যায়। আমি এখন নিজেই ইনকাম করছি। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। এই টাকা আমি হাতে পাব তো? তাই যখন আমার অ্যাকাউন্টে মাত্র ২০ ডলার জমা হলো তখনই আমি তা উত্তোলন করলাম সত্যিই টাকা আসে কি না দেখার জন্য। চার দিন পর আমি ১৫০০ টাকা হতে পেলাম। তখন আমার মনে হলো আমি একটি দেশ জয় করে ফেলেছি। তারপর থেকে আমার কাজ ভালোই চলতে লাগল। আমি এরই মধ্যে গ্রাফিকস ডিজাইন শিখে ফেলেছি।

এখন আমি গ্রাফিকস ডিজইনার হিসেবে কাজ করছি। আর আয়, সেটা তো ভালো হতে বাধ্য। শুরুতে আমার কম্পিউটারই ছিল না। আর এখন

www.pathagar.com

আমার কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট সবই আছে। এসবই হলো ধৈর্য ও পরিশ্রমের ফল। আমি এখন আর আর ফাউন্ডেশনের রাসেল ভাইয়ের ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখে ওয়েব ডিজাইন শিখছি। ভবিষ্যতে একজন বড় প্রোগ্রামার হতে চাই। নতুনদের উদ্দেশে বলছি, ধৈর্য ধরে একটি বিষয় নিয়েই পড়ে থাকুন। সাফল্য আসতে বাধ্য।

মো. মাসুদ হোসেন
ফ্রিল্যান্সার
শিক্ষার্থী, অ্যাকাউন্টিং বিভাগ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।
https://www.facebook.com/mdmasudhosen92

www.pathagar.com

৭. ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার

মো. আমিনুর রহমানের 'আউটসোর্সিং: শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' বইয়ে আমি একটি লেখা দিয়েছিলাম। তখন সবে মাত্র আউটসোর্সিং শুরু করেছিলাম এবং ঘণ্টায় $3 রেটে কাজ করতাম। তখন WordPress Installation, Theme Customization, Blog Setup ইত্যাদি কাজগুলো করতাম। তাতে খুব একটা ইনকাম হতো না। কাজগুলো সহজ ছিল বিধায় খুব একটা পরিশ্রম করতে হতো না। কিন্তু তাতে আমি খুব একটা খুশিও ছিলাম না। ভাবতাম সবাই এত ভালো রেটে কাজ করে তাহলে আমি কেন ভালো রেট পাব না। পত্রিকায় মাঝেমধ্যে দেখতাম মেয়েরা ঘরে-বাইরে সব কাজ সামলিয়েও আউটসোর্সিং করে ডলার ইনকাম করছে। অনেকে চাকরির পাশাপাশিও আউটসোর্সিং করে ভালো আয় করছে। এসব দেখে অনেক অনুপ্রেরণা পেতাম। সে অনুযায়ী কাজের ধরন বুঝে দক্ষতা অর্জনের জন্য কাজ শুরু করলাম।

www.pathagar.com

যেভাবে আমি দক্ষতা বৃদ্ধি করেছি

আমার কাজের সুবিধার জন্য Advance HTML, CSS, J-query, PHP, MySql, E-Commerce ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে w3schools.com থেকে পড়াশোনা করেছি। এছাড়া যারা উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো জানে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছি। গুগল বন্ধুর সাহায্য তো আছেই। একই কাজ বারবার করেছি। এখনও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়তই নতুন কিছু শিখছি। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো নিজের চেষ্টা।

এখন আমি যে সকল বিষয়ের ওপর কাজ করছি

গত দুই বছর ধরে আউটসোর্সিং করার কারণে অনেক কিছুর ওপর আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন আমি ঘণ্টায় $10 রেটে কাজ করি। Domain Registration, Website Hosting, Site Transfer, Photography Website, E-Commerce Website, Membership website, Hosting Transfer, Blog, Logo Design, Graphics Design ইত্যাদি কাজ আমি করে থাকি। এছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট ডেভেলপ করেছি। WordPress থিম তৈরিতেও কাজ করছি।

আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ শুরু করা

নতুনদের জন্য সম্প্রতি একটি Outsourcing Training শুরু করেছি। ইতিমধ্যে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আমি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রথমে HTML, CSS, MySql, PHP, Xampp Server Installation এর প্রাথমিক ধারণা দিয়ে WordPress install করা, Configure করা থেকে শুরু করে কীভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় সেসব বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। একটি কমার্সিয়াল ওয়েবসাইটও খুলেছি যেখানে Domain Registration, Website Hosting, Email Service এবং ওয়েবসাইট তৈরিসংক্রান্ত সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

আউটসোর্সিংয়ের সুবিধা

এক বছর ধরে আমি কোনো নতুন কাজের জন্য আবেদন করি না। এখন ক্লায়েন্টরাই আমাকে বিভিন্ন কাজের প্রস্তাব দেয় এবং আমি সেগুলো গ্রহণ করে কাজ করি। আউটসোর্সিংয়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো

www.pathagar.com

যেকোনো জায়গায় বসে কাজ করা যায় এবং ইচ্ছামাফিক সময়ে কাজ করা যায়। যেটা অন্য চাকরিতে সম্ভব নয়।

আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা মাথায় রাখতে হবে

আউটসোর্সিং কাজের জন্য সততা একটি বড় মূলধন। কারণ বেশির ভাগ ক্লায়েন্টই ইউরোপিয়ান অথবা আমেরিকান। তাই তারা কথা এবং কাজের মিল চায়। আপনাকেও কথা এবং কাজের মিল রাখতে হবে। দক্ষতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই এবং তার সাথে ধৈর্য ধরতে হবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে এগোলে সাফল্য নিশ্চিত। মনে রাখতে হবে, কেন প্রতিযোগিতার বাজারে অন্যকে বাদ দিয়ে আপনাকে কাজ দেবে?

নতুনদের জন্য পরামর্শ

যারা আউটসোর্সিং শুরু করতে চান তাদের জন্য আমার প্রথম পরামর্শ হলো আগে মো. আমিনুর রহমানের 'আউটসোর্সিং: শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' এবং 'আউটসোর্সিং ২: কাজ শিখবেন যেভাবে' বই দুটি পড়েন। বই দুটিতে নতুনদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে, যা আউটসোর্সিং শুরু করার জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজিতে পারদর্শী হতে হবে। কারণ আউটসোর্সিং কাজের জন্য যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হলো ইংরেজি। তৃতীয়ত, আউটসোর্সিংয়ে ভালো করার জন্য দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস এবং পরিশ্রমই আপনাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আসুন আমরা চাকরির জন্য বসে না থেকে নিজেরাই চাকরির ক্ষেত্র তৈরি করি।

মো. সাইফুল ইসলাম
ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডেভেলপার এবং সরকারি আইটি পেশাজীবী
https://www.facebook.com/saifuliislam
http://stechitbd.com/

www.pathagar.com

৮. অল্প থেকেই শুরু করতে হয়

ফ্রিল্যান্সিং-এর কথা প্রথম শুনি এক বন্ধুর মুখে। সে বলেছিল ইন্টারনেটে নাকি ক্লিক করলেই টাকা পাওয়া যায়। প্রতি ১০ ক্লিকে এক ডলার। আমি তো অবাক, এত সোজা! পরে জানতে পারলাম এসব ক্লিকসংক্রান্ত গল্পের ৯০ ভাগই ভুয়া। বাসায় প্রথম আলো পেপার রাখা হতো। তাতে পড়তাম ফ্রিল্যান্সিংয়ে মানুষের সফলতার গল্প। পড়তে পড়তে ভাবতাম, ইশ! আমিও যদি তাঁদের মতো সফল ফ্রিল্যান্সার হতে পারতাম।

তারপর ধীরে ধীরে ভার্সিটির গণ্ডিতে পা দিলাম। ভর্তি হলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগে। তারপর আবার মেডিকেলে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে গিয়ে জীবন থেকে একটা বছর ঝরে গেল। তার ওপর জুনিয়রদের সাথে ক্লাস করতে গিয়ে নিজেকে কেমন আলাদা আলাদা লাগত। আমার বন্ধুরা হয়ে গেল আমার সিনিয়র। ওরা প্রোগ্রামিং করে, আমি করি না। নিজেকে ওদের থেকে ছোট মনে হতো। আমার কোনো দাম নেই। কেউ আমার সাথে ভালোভাবে মেশেও না। মিশবে কী করে।

www.pathagar.com

মানুষ তার সাথেই মেশে যার কাছ থেকে উপকার পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আমি। বাবা-মা অনেক কষ্টে এতদূর এনেছেন। আর পারছিলেন না। বাড়ি থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে সকালে না খেয়ে থাকতাম কিছু টাকা বাঁচবে এই আশায়। জীবনে কিছু করতে হবে, নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে এই উদ্যমটা সবসময় কাজ করত ভেতরে। সেই উদ্যমেই সিদ্ধান্ত নিলাম ফ্রিল্যান্সিং করব। কিন্তু কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এর মধ্যেই খোঁজ পেয়ে যাই আমিনুর ভাইয়ের ফ্রিল্যান্সিংয়ের ওপর লেখা একটা বই 'আউটসোর্সিং: শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর'। বইটা পড়ে মনে হয়েছে এবার কিছু একটা হবে। সেই বিশ্বাসেই চেষ্টা করতে থাকলাম। বইটিতে উল্লেখ করা একটা ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করলাম। সেই গ্রুপেই পরিচয় হয় আমিনুর ভাইয়ের সাথে। তিনি হঠাৎ ঠিক করলেন আউটসোর্সিংয়ের ওপর কোর্স করাবেন। প্রথম ব্যাচে ভর্তি হলাম। কোর্স ফি ছিল ১০ হাজার টাকা। অনেক কষ্টে মা আর খালার কাছ থেকে টাকাটা ম্যানেজ করে ক্লাস শুরু করলাম। ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকে ওডেস্কে ডেটা এন্ট্রির জবে অ্যাপ্লাই করতাম। একদিন হুট করেই পেয়ে গেলাম একটা এক ডলারের কাজ। পাঁচ ঘণ্টা খেটে পেলাম এক ডলার কিন্তু আনন্দ ছিল আকাশছোঁয়া। এরপর কোর্স করার এক মাসের মাথায় একটা ওয়েবসাইট বানানোর কাজ পেলাম। কাজের বাজেট ছিল ৪৫ ডলার। দুই দিনেই কাজটি শেষ করে পেয়ে গেলাম ৪৫ ডলার। যে ক্লায়েন্টের কাজ করেছিলাম তিনি আমার কাজে খুশি হয়ে আরেকজনের কাছে রেফার করলেন। ওই ক্লায়েন্টও আরেকটা কাজ দিলেন ৫০ ডলারের। এভাবেই এগিয়ে চলা।

এখন আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় না আমাকে। যে টাকা দিয়ে কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম তা ইমকাম করে ফেলেছিলাম কোর্স শেষ করার আগেই। আমার এতদূর আসার পেছনে যে মানুষগুলোর হাত রয়েছে তাঁরা হলেন আমিনুর ভাই, জ্যোতি আর আমার বাবা-মা। জ্যোতি না থাকলে এতদূর আসতে পারতাম না।

আমার নিজের শুরুটাও এতটা সহজ ছিল না। শুরুতে যার সাথেই দেখা হতো সেই টিটকারি মেরে জিজ্ঞেস করত, 'কিরে ফ্রিল্যান্সার, তোর ইনকাম কত দূর? যে টাকা জমেছে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারবি তো?' আমি

www.pathagar.com

কিছুই বলতাম না। শুধু একটা মুচকি হাসি দিতাম। আমি জানতাম কারো যদি কোনো বিষয়ে জ্ঞান না থাকে তাহলে তার সাথে তর্ক করাটাই বৃথা। প্রবাদে আছে 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকর'। আপনি যদি ফ্রিল্যান্সার হতে চান তাহলে আপনাকে আমি একটা কথাই বলব আর সেটা হলো ধৈর্য, ধৈর্য এবং ধৈর্য। ধৈর্য ব্যতীত আপনি কখনো সফল হতে পারবেন না। আর যদি হাল ছেড়ে দেন তাহলে সেখানেই আপনার ফ্রিল্যান্সিংয়ের সমাপ্তি। আরেকটা জিনিস হলো পরিশ্রম এবং চেষ্টা। যেখানেই আটকে যাবেন সেখান থেকে বের হবার রাস্তা খুঁজতে থাকুন। নিজে না পারলে ইন্টারনেট থেকে হেল্প নিন। তাতেও কাজ না হলে অভিজ্ঞ কাউকে জিজ্ঞেস করুন। সমস্যা থেকে বের হতে হলে চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই।

যেকোনো কিছুই অল্প থেকে শুরু করতে হয়। শুরুতে আমি একটা কাজে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। কাজটা ছিল একটা ওয়েবসাইট বানাতে হবে। কাজটা ছিল ফিক্সড প্রাইসের। আমি ভুলে কাজটা আওয়ারলি মনে করে এক ডলারে বিড করেছিলাম। বায়ার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সত্যিই আমি কাজটা এক ডলারে করব কিনা? কারণ তাঁর বাজেট ছিল ২৫ ডলার। তারপর আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে আমার ভুল হয়েছে। আমি ১০ ডলারে কাজটি করতে রাজি আছি। তিনি বললেন, আরো ৯ ডলার বেশি দেবেন। আমি বললাম আমার কাজ যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে ওটা আমাকে বোনাস হিসেবে দেবেন। আমি কম রেটে কাজটা করছি কারণ আমি নতুন আর আমি চাই আমার ক্লায়েন্টের সাথে একটা লংটার্ম রিলেশন তৈরি করতে, যাতে তাঁর বেশির ভাগ প্রজেক্টই আমি পাই। ফ্রিল্যান্সিংয়ে এভাবেই এগোতে হয়। আপনি যদি শুরুতেই টাকার জন্য লাফালাফি করেন তাহলে আপনার দ্বারা ফ্রিল্যান্সিং হবে না। এই কাজটাতেই খেয়াল করুন। আমি যদি ক্লায়েন্টকে শুরুতে কম রেটে কিছু কাজ করে দিই এবং আমার কাজ যদি তাঁর পছন্দ হয় তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তীতে আরো বড় বড় কাজ দেবেন।

অনেকেই আছে যারা শুরুতেই ১০০ ডলারের কাজ ৯০ ডলারে করতে চায়। ফলে দেখা যায় তার জব অ্যাপ্লিকেশানটা decline হয়ে যায় যদি তার কাজের অভিজ্ঞতা কম থাকে। আমি শুরুতে যে ক্লায়েন্টের জন্য কম রেটে

www.pathagar.com

কাজ করতাম তিনি আজকাল আমার জন্য নতুন নতুন কাজ নিয়ে আসেন। ফ্রিল্যান্সিংটা এমনই। অল্প থেকেই শুরু করতে হয়।

শেষ করব Confucius এর একটা বিখ্যাত বাণী দিয়ে 'A Journey of a Thousand Miles Begins With a Single Step'. এটা মনে রাখবেন। আজীবন কাজে লাগবে।

রবিউল আউয়াল
ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডেভেলপার
শিক্ষার্থী, সিএসই বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
https://www.facebook.com/rabiul.auwal

www.pathagar.com

৯. ডাটা এন্ট্রি দিয়ে শুরু

বর্তমান সময়ে ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং একটি স্বাধীন এবং জনপ্রিয় পেশা। লক্ষ লক্ষ প্রতিষ্ঠান কম খরচে মানসম্পন্ন কাজ করানোর জন্য প্রতিনিয়ত আউটসোর্সিংয়ের দিকে ঝুঁকছে। হাজার হাজার ফ্রিল্যান্সার এই সেক্টরে কাজ করছে। আমি একজন পার্ট-টাইম ফ্রিল্যান্সার। চাকরি/পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত কাজ করছি। অবসরে কাজ করতে বেশ ভালো লাগে। নতুন মানুষের সাথে পরিচয়, নতুন কাজের সাথে পরিচয়, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন, কাজ করতে গিয়ে নতুন বিষয় জানার-শেখার সুযোগ সৃষ্টি–এসবই আউটসোর্সিং/ফ্রিল্যান্সিং মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে। এ জগতে আসার পেছনে মো. আমিনুর রহমানের 'আউটসোর্সিং-২: কাজ শিখবেন যেভাবে' বইয়ের 'আমি ডেটা এন্ট্রির কাজ করছি' লেখাটি বেশ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ডাটা এন্ট্রি দিয়ে শুরু করে আমি এখন একজন গ্রাফিকস ডিজাইনার। এখন আমি গ্রাফিকস ডিজাইনের কাজই বেশি করি।

কাজের বিভিন্ন মার্কেটপ্লেস

ফ্রিল্যান্সিংয়ে আসার জন্য ও সফল হওয়ার জন্য বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস বা কাজ করার সাইট সম্পর্কে জানা থাকা দরকার। আমি এ সম্পর্কিত একটি তালিকা দিচ্ছি:

www.pathagar.com

www.odesk.com
www.freelancer.com
www.elance.com
www.fiverr.com
www.guru.com
www.getacoder.com
www.rentacoder.net
www.rent-acoder.com
www.project4hire.com
www.peopleperhour.com
www.simplyhired.com

এদের মধ্যে ওডেস্ক আমাদের কাছে বহুল পরিচিত এবং ফ্রেন্ডলি একটি মার্কেটপ্লেস। এছাড়া ইল্যান্স, ফ্রিল্যান্সার ইত্যাদি সাইটেও কাজ করার সুযোগ আছে। সবগুলো সাইটে একটি করে অ্যাকাউন্ট খুলে রাখলে অসুবিধা নেই। প্রোফাইল ১০০% করে প্রতিদিন যখন সময় পাওয়া যাবে ঢুঁ মেরে আসা যায়। দক্ষতা অনুযায়ী পছন্দের জবে অ্যাপ্লাই করলে নিশ্চয় জব পাওয়া যাবে। এভাবে যেখানে কাজের সুযোগ আসবে সেখানে কাজ করা যায়।

সহজ কাজ দিয়ে শুরু করুন ক্যারিয়ার

আমার ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার শুরু ডাটা এন্ট্রি দিয়ে। ডাটা এন্ট্রি সম্পর্কে একটু না বললেই নয়। আউটসোর্সিং জগতে 'ডাটা এন্ট্রি এবং ইন্টারনেট রিসার্চ' একটি সহজ ও কমন কাজ। সব সময়ই এই কাজের চাহিদা থাকে। এর মধ্যে ওয়ার্ড ফাইল থেকে এক্সেলে তথ্য এন্ট্রি, পিডিএফ ফাইল থেকে ওয়ার্ড/এক্সেলে কনভার্ট করা, নির্দিষ্ট কি-ওয়ার্ড দিয়ে কোনো কোম্পানির ওয়েবসাইট, ই-মেইল, ফোন নম্বর, ঠিকানা ইত্যাদি খোঁজ করা এবং তা এক্সেলে সাজানো অথবা ওয়েবসাইট থেকে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে ওয়ার্ড/এক্সেল ফাইলে জামানো, এমন হরেক রকম তথ্য সংগ্রহের কাজ লক্ষ করা যায়। এছাড়া এক সাইটের তথ্য অন্য সাইটে কপি-পেস্ট করা, ফেসবুক পেজে লাইক সংগ্রহ করা, বিভিন্ন সাইটে অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়া ইত্যাদি। আর এসব কাজ যে কেউ সহজে করতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় ক্লায়েন্ট বুঝিয়ে দেয় কীভাবে কাজ করতে হবে। তাই কাজ করা সহজ হয়, নতুন কিছু শেখাও হয়।

এছাড়া আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের ডাটা এন্ট্রি কাজ করতে পারলে রেটও ভালো পাওয়া যায়। যেমন ওয়ার্ডপ্রেস, ভলিউশন, মেজেন্টো, ই-কমার্স ইত্যাদি সাইট সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকলে প্রোডাক্ট আপলোড বা

www.pathagar.com

ডাটা এন্ট্রির প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। এসব সাইটসংক্রান্ত বহু ভিডিও টিউটোরিয়াল ইউটিউবে আছে। একটু আগ্রহী হলেই শেখা সম্ভব।

ক্লায়েন্টের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক

আউটসোর্সিং করার জন্য ক্লায়েন্টের সাথে ভালো সম্পর্কের বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে আমি এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজ করার পর আমাকে বাজে ফিডব্যাক দেয়। এতে নতুন জব পেতে আমার খুব অসুবিধা হচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এ সময় একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক হয়। তার সহযোগিতায় আমার ফিডব্যাক স্কোর আবার ভালোর পর্যায়ে নিয়ে আসি। এখন কাজ পেতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। যদি কোনো কাজ বুঝতে অসুবিধা হয় ক্লায়েন্টকে বিনয়ের সাথে বললে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবে। তবে চেষ্টা করতে হবে নিজে গুগলের বা অভিজ্ঞ কারো সাথে পরামর্শ করে সমাধান করার। খারাপ ফিডব্যাকের কারণে অ্যাকাউন্ট হাইড করে দিতে পারে কর্তৃপক্ষ। তাই যে কাজ পারবেন না, সেই কাজ না নেয়াই ভালো।

দক্ষতা বৃদ্ধি করুন

আমি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ জানতাম না। সাধারণ কম্পিউটার জ্ঞান ছিল। যেটুকু জানতাম সেটুকু দিয়েই ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু করলাম। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা শুরু করলাম। এখন আমি গ্রাফিকস ডিজাইন, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটরের কাজ বেশি করছি। এক্ষেত্রে লোগো তৈরি, ব্যানার ডিজাইন, ফটো এডিটিং ইত্যাদি প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। রেটও বেশ ভালো। আমি বর্তমানে ঘণ্টায় ৮ ডলার রেটে কাজ করি। পাশাপাশি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়েও কাজ করছি। এখন আমি ওয়ার্ডপ্রেস, সিএসএস, এইচটিএমএল, এসইও ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করেছি। ভবিষ্যতে আমি নিজেকে একজন ওয়েব ডেভলপার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখি। যারা ফ্রিল্যান্সার হতে চান তাদের উদ্দেশে বলছি, নিজেকে দিনে দিনে পরিকল্পনামাফিক বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলুন। চাকরি আপনার পেছনে ঘুরবে।

ফারজানা বেগম
ফ্রিল্যান্সার
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

১০. কাজ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ি

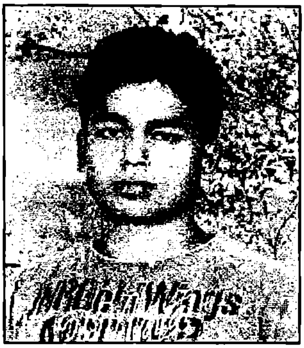

আমি ফ্রিল্যান্সিং করব-এটা কখনো ভাবিনি। ২০০৯ সালে বগুড়ায় পলিটেকনিক্যালে ভর্তি হই ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে। তবে কম্পিউটারের প্রতি আমার ব্যাপক আগ্রহ ছিল। আমি কম্পিউটার কিনি ২০১০ সালে। কম্পিউটার কেনার পরের মাসেই আমি আমার বৃত্তির টাকা দিয়ে একটা জিপি মডেম কিনি শুধু ফেসবুক ব্যবহার করার জন্য। তখনও ওডেস্ক, ইল্যান্স ইত্যাদির নাম শুনিনি। তখন ছিল ডোল্যান্সার, স্কাইল্যান্সার এরকম অনেক সাইটের রমরমা ব্যবসা। ২০১২ সালে একদিন প্রথম আলোর একটা খবরে আমার চোখ পড়ল। সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'বিশ্ব জোড়া রাসেলের চোখ'। এই সংবাদটি পড়েই আমার ফ্রিলান্সিংয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। একদিন ফেসবুকে রাসেল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং তাকে বললাম ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রতি আমার আগ্রহের কথা। তিনি বললেন তাঁর ডিভিডি কিনতে। আমি ৫০০ টাকা দিয়ে রাসেল ভাইয়ের ডিভিডি কিনে এইচটিএমএল, সিএসএস, ওয়ার্ডপ্রেস, এইচটিএমএল টু ওয়ার্ডপ্রেস, পিএসডি টু এইচটিএমএল ইত্যাদি অজানা

www.pathagar.com

অনেক বিষয় শিখতে থাকি। কিছুদিন পর আবার ৫০০ টাকা দিয়ে রাসেল ভাইয়ের পার্ট-২ নামের আরেকটি ডিভিডি কিনি। তখনো ওডেস্কে আমার কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল না। ২০১৩ সালে রকমারিতে দেখলাম 'আউটসোর্সিং: শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' নামক একটি বই যেটিতে ওডেস্কের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। রকমারি থেকে বইটি অর্ডার দিলাম। এই বইটি দেখে আমি ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খুলি এবং প্রোফাইল ১০০% করি। অ্যাকাউন্ট খুলে রেখেছি কিন্তু কোনো জবে বিড করি না। কারণ আমি তখনো কাজ শিখছি। একদিন ফেসবুকে দেখলাম কুষ্টিয়ায় তিন দিনের মেলা হবে যেখানে রাসেল ভাইয়ের প্রতিষ্ঠান আর আর ফাউন্ডেশন অংশগ্রহণ করবে এবং ওয়েব ডিজাইনের বিভিন্ন বিষয় শেখানো হবে। আমি আমার ফেসবুকের দুই বন্ধুর সাথে কুষ্টিয়া যাই। সেখানে গিয়ে ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রতি আমার আগ্রহ আরো বেড়ে যায় এবং আমি নিয়মিত রাসেল ভাইয়ের টিউটোরিয়াল দেখে প্র্যাকটিস করতে থাকি। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে আমার ডিপ্লোমা শেষ হয়। তখন রাসেল ভাই আবাসিক ব্যাচের ট্রেনিং শুরু করেন। আমার খুব ইচ্ছে হলো সেখানে গিয়ে ট্রেনিং নেয়ার। একটা পরীক্ষা দিয়ে পাস করলে সেখানে ট্রেনিং নেয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। আমি ফেসবুকে রাসেল ভাইকে মেসেজ দিলাম সেখানে ট্রেনিং নেয়ার জন্য। রাসেল ভাই আমাকে পরীক্ষা ছাড়াই ট্রেনিং নেয়ার সুযোগ দিলেন। আমি আমাদের বাড়িতে বললাম কিন্তু কেউই রাজি হলো না। কারণ ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে তারা তেমন কিছুই জানে না। কুষ্টিয়া যেতে না পারায় আমার খুব খারাপ লাগল। এক প্রকার জোর করেই আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। আমি ঢাকায় গিয়ে ওয়ার্ল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। যেহেতু আমি ডিপ্লোমা শেষ করে এসেছি তাই ভার্সিটিতে আমার ক্লাস হতো সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যায়। আর বাকিটা সময় মেসে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিতাম। আমিনুর ভাইয়ের সাথে আগেই পরিচয় ছিল কারণ 'আউটসোর্সিং: শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' বইটির তিনিই লেখক। একদিন ফেসবুকে দেখলাম তিনি মোহাম্মদপুরে আউটসোর্সিং ট্রেনিং দেবেন। আমি আমিনুর ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি আমাকে কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিলেন। সপ্তাহে দুই দিন ক্লাস এবং প্রতিদিন ৪-৫ ঘণ্টার হোমওয়ার্ক দিতেন। তিনি মূলত ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে কীভাবে বিভিন্ন ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় তা শেখাতেন এবং সেই সাথে কীভাবে ওয়েবসাইটের স্পিড বাড়াতে হয়,

www.pathagar.com

ডেটাবেজ, ফটোশপ ইত্যাদি শেখাতেন। আমি আমিনুর ভাইয়ের দেওয়া হোমওয়ার্কগুলো প্রতিদিন ৪-৫ ঘণ্টা করে প্র্যাকটিস করতাম। দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল এবং আমাদের ট্রেনিং শেষ। আমিনুর ভাইয়ের কথামতো আমি নিয়মিত ওডেস্কে বিড করতাম। প্রতিদিন বিড করি কিন্তু কোনো কাজ পাই না। শুধু ডিকলাইন নোটিফিকেশন আসে। আমাদের ব্যাচের দুই-একজন ট্রেনিং করা অবস্থায় ওডেস্কে কাজ পেয়ে যায়। তাদের কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। এভাবে প্রায় দেড় মাস কেটে গেল। ইল্যান্সে একটা অ্যাকাউন্ট খুললাম। ওডেস্ক বাদ দিয়ে ইল্যান্সে বিড করা শুরু করলাম। ইল্যান্স বিষয়ে আমি তেমন বেশি কিছু জানি না। একদিন দেখলাম একটা নোটিফিকেশন এসেছে। সেটা ওপেন করে দেখলাম আমার নামের পাশে লাল অক্ষরে লেখা 'AWARDED'। আমি এটার স্ক্রিনশট নিয়ে আমিনুর ভাইকে মেসেজ দিলাম। তিনি বললেন ক্লায়েন্ট আমাকে হায়ার করেছে। একথা শুনে তো আমি মহা খুশি। কাজটি ছিল মাত্র ২০ ডলারের। ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে দুটি মেনু তৈরি করে দিতে হবে। এই কাজটি করে দেওয়ার পর ক্লায়েন্ট আমাকে আরো দুটি কাজ দেয়। এগুলো শেষ করে আমার আয় হয় ৬০ ডলার। আমি আবার ওডেস্কে বিড করা শুরু করলাম। একদিন একটা কাজও পেয়ে গেলাম। কাজটি ছিল ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের স্পিড বাড়ানো। কাজটি শেষ করতে না করতেই আরো দুটি কাজ পেলাম। একটি হলো ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ডিজাইন করতে হবে এবং অন্যটি হলো এসইও-এর কাজ। এই কাজগুলো করা অবস্থায় আমি আরো কাজ পাই। দশটি সাইটের এসইও করতে হবে। প্রতিটি সাইট ১০০ ডলার করে মোট ১০০০ ডলার। আমি ২০১২ সালে কাজ শেখা শুরু করি। আর কাজ পাই ২০১৪ সালের শেষের দিকে। ধৈর্য ধরলে সফলতা আসবেই।

সবশেষে আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই রাসেল ভাইকে আর আমিনুর ভাইকে। কারণ আমার ফ্রিল্যান্সিংয়ের হাতেখড়ি রাসেল ভাইয়ের টিউটোরিয়াল দেখে। আর সফলতা এসেছে আমিনুর ভাইয়ের হাত ধরে।

মো. শাহজাহান সিরাজ সবুজ
ফ্রিল্যান্সার
https://www.facebook.com/shahjahan.shobuj
http://www.traditionalstory.com/

www.pathagar.com

১১. আমার ফ্রিল্যান্সিং জীবন

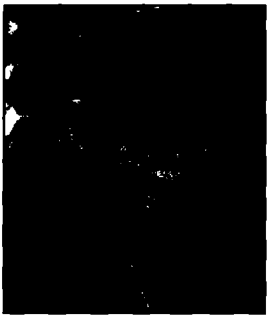

সময়টা ঠিক মনে নেই। তখন আমি নবম কিংবা দশম শ্রেণীতে। স্কুলে যখন নতুন কম্পিউটার আনা হলো তখন খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। এক পর্যায়ে আমার ধ্যান-জ্ঞান সবকিছুই ছিল এই কম্পিউটার ঘিরে। তার কিছুদিন পর একটা ল্যাপটপ উপহার পেলাম। তখন গান শোনা, মুভি দেখা আর গেমস খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আমার কম্পিউটারের বিচরণক্ষেত্র। একদিন হঠাৎ খবরের কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে ইন্টারনেটে আয় সম্পর্কে জানতে পারলাম। স্বভাবসুলভ আমি গুগলের সার্চ দিয়ে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখনও কীভাবে কী করতে হয় সেটাও জানতাম না। অতঃপর ২০১৩ সালের শেষের দিকে ওডেস্কে একটি অ্যাকাউন্ট খুললাম এবং প্রোফাইল ১০০% করলাম। কিন্তু কী কাজ করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কোনো জবেও অ্যাপ্লাই করার সাহস পাচ্ছিলাম না যদি না আবার ক্লায়েন্ট খারাপ ফিডব্যাক দেয় এই ভেবে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক দিন আর ওডেস্কে লগইনই করিনি। পরে হঠাৎ একদিন ইন্টারনেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে সন্ধান পেলাম ‘আউটসোর্সিং-২: কাজ শিখবেন যেভাবে’ বইটির।

www.pathagar.com

সাথে সাথেই রকমারি.কম থেকে অর্ডার দিলাম একসাথে দুটি বই।

১. আউটসোর্সিং: শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর।

২. আউটসোর্সিং-২: কাজ শিখবেন যেভাবে।

বই দুটি হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই কাজ শেখা শুরু করে দিলাম। বইয়ে অনেকগুলো কাজ শেখার নিয়ম ধাপে ধাপে দেওয়া আছে এবং তার সাথে ইউটিউব ভিডিওর লিংকও। শুরু করলাম ভিডিও দেখে দেখে ওয়েব ডেভেলপিং শেখা। কাজ শেখার সাথে সাথে কাজে অ্যাপ্লাইও করি। বেশি দিন লাগেনি। মাত্র দুই দিনের মাথায় একটা কাজও পেয়ে যাই ঘণ্টায় দুই ডলার রেটে। সাত ঘণ্টা কাজ করেই প্রথম কাজটি শেষ করেছিলাম। ক্লায়েন্ট অনেক খুশি হয়ে আমাকে পেমেন্ট করল সাথে বোনাসও! এবং খুব ভালো একটা ফিডব্যাকও দিল। আমার খুশি দেখে কে! এভাবেই শুরু হয় আমার ফ্রিল্যান্সিং জীবন। প্রথম মাসে $50 আয় করেছিলাম। সেই থেকে আমাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

প্রত্যেক কাজেই বাধা-বিপত্তি আসবে, এটাই স্বাভাবিক। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যখন বইগুলো পড়তাম আর সারাদিন ইউটিউব ঘাঁটাঘাঁটি করতাম তখন মা-বাবার কাছে প্রতিনিয়তই বকা খেতাম। কিন্তু আমি দমে যাওয়ার পাত্র ছিলাম না। আমি ভালো করেই জানতাম আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কী। তাই সব বাধা পেরিয়ে সাফল্যের দেখা পেতে আমার খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। আমি খুব ভালো করেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম যে সাফল্য খুব একটা দূরে নয়। এখন বাবা-মা আমাকে বকাঝকা তো দূরের কথা বরং এই কাজে আমাকে সব সময় উৎসাহ দেয়। নিজের বাবা-মাকে খুশি করতে পেরেছি, খুশি করতে পেরেছি আত্মীয়স্বজনকে। এখন খুশি করতে চাই দেশকে।

আমি এখন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বিএসসি পড়ছি এবং তার পাশাপাশি আউটসোর্সিংও করছি। এখন আমি প্রতি মাসে গড়ে ১৫ হাজার টাকা করে আয় করছি। আমি এখনো কাজ শিখছি, যাতে আরও সামনে এগোতে পারি। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। শখের বশে আউটসোর্সিং শুরু করেছিলাম। এখন এটাই আমার পেশা এবং নেশা।

আর এস রায়হান
ফ্রিল্যান্সার
শিক্ষার্থী, সিএসই বিভাগ, লিডিং বিশ্ববিদ্যালয়
https://www.facebook.com/rsraihan

www.pathagar.com

১২. স্বপ্ন থেকে বাস্তব

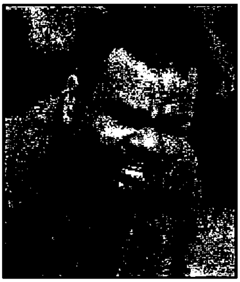

আমি যখন জানতে পারলাম আমিনুর রহমান ভাই আমার ফ্রিল্যান্সার হওয়ার গল্প উনার বইয়ে যুক্ত করবেন, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারিনি। খবরটা শুনে আমি অনেকটা আকাশ থেকে পড়ার মতো। সে দিনই প্রথম মনে হয়েছে যে আমি কিছু একটা করছি।

আমি উল্লাস। অন্য সবার থেকে আমার জীবনটা অনেক আলাদা। শৈশবটা সাধারণের মতো কাটলেও যৌবনটা ছিল স্বপ্নের মতো। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতাম, যা থেকে অনেক উপার্জন হতো। শেয়ারবাজারে ধস নামার পর হয়ে গেলাম নিঃস্ব। কিছু টাকা ছিল আর কিছু ধার করে শুরু করলাম ফার্নিচার ব্যবসা। ফার্নিচারের ব্যবসাও নড়বড়ে অবস্থা। কোনো রকম ধারদেনা করে চলছে। জীবন চলছে জীবনের মতো। পার্থক্য শুধু এতটুকুই, একসময় সবচেয়ে দামি আমেরিকান আইসক্রিমটাও খেলার ছলে না খেয়ে ফেলে দিয়েছি আর এখন মেয়ের আবদার রাখার জন্য ১৫ টাকার চকলেট কেনার কথা ১৫ বার ভেবে না কিনে বাড়ি ফিরে আসি। মন্দের ভালো আর অভাবের সুখ নিয়েই কাটছিল দিন। আমি আল্লাহ্‌র কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে ভালো কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী দিয়েছেন। এত ভাঙাগড়ার মধ্যেও তাঁরা সব সময় আমার মাথার ছাদ হয়ে ছিলেন। একদিন মাহবুব ভাই, সুমন আর আমি আমার দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলাম। মাহবুব ভাই বললেন, 'তুমি তো তোমার জীবনে কিছুই করলা না। নিজের যোগ্যতা যাচাই করে দেখলা না। কীভাবে মেয়ে

www.pathagar.com

মানুষ করবা? তার তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। আজকে চকলেট কিনে দিতে পারছ না, কালকে তার অন্য আবদার কীভাবে পূরণ করবা? এত দিন ধরে শুনছি তুমি ফ্রিল্যান্সিং করবা। কিন্তু শুরুই তো করতে দেখলাম না।' আমি মাহবুব ভাই এবং সুমনের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই দিনই সিদ্ধান্ত নিলাম জীবনে কিছু একটা করে দেখাব।

কম্পিউটারের প্রতি আকর্ষণ আগে থেকেই ছিল। কিন্তু এটাকে ব্যবহার করে জীবন পরিবর্তন করতে পারব, সেটা কোনো দিন ভাবিনি। আমার ফেসবুকে আমিনুর রহমান ভাই ফ্রেন্ড হিসেবে ছিল আগে থেকেই। আমিনুর ভাই আউটসোর্সিং কোর্স শুরু করবেন, এটা জানতাম। সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না। ভর্তি হয়ে গেলাম আমিনুর ভাইয়ের কোর্সে। একটা ক্লাস করলাম, কিছুই বুঝতে পারিনি। পরের ক্লাস করলাম, এবারও কিছু বুঝলাম না। ভয় আরও বেড়ে গেল। ভাবলাম যা থাকে কপালে, এর শেষ দেখে ছাড়ব। শুরু করে দিলাম অক্লান্ত পরিশ্রম। দিনের মধ্যে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা পড়াশোনা, ভিডিও দেখা, প্র্যাকটিস করা। কোনো সমস্যায় পড়লে আমিনুর ভাইকে জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি বলতেন গুগলে সার্চ দিতে। প্রথমে বিরক্ত হতাম, পরে বুঝতে শিখলাম। গুগল থেকে সবকিছুই শেখা যায়। আমিনুর ভাইয়ের তিন মাসের কোর্স প্রায় শেষের দিকে। কোর্স শুরু করার আগে মনে করতাম আমি কম্পিউটারের সবকিছুই জানি। এখন জানি, আমি কত কিছু জানি না।

শেখার অদম্য ইচ্ছা থেকে বুঝলাম আমাকে আরও শিখতে হবে। পরে সুমনের কাছ থেকে জানতে পারলাম ওর বন্ধু মুন্সি জাহাঙ্গীর জিন্নাতও ফ্রিল্যান্সিং করে, বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়। মুন্সির সাথে যোগাযোগ করলাম। আমাকে সাদরে গ্রহণ করল। মুন্সির প্রতিষ্ঠান 'ইউনিক সফট বিডি' দেখার জন্য মেহেরপুর আমঝুপিতে গেলাম। গিয়ে দেখি ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে। প্রথম দেখেই আমার চোখ ভরে গেল। এতগুলো ফ্রিল্যান্সার! পরিচিত হলাম সবার সাথে। কথা বললাম এবং বুঝতে পারলাম এদের জ্ঞানের কাছে আমি একেবারেই শিশু। অনুভব করলাম আমাকে কাজ শিখতে হলে এদের সাথেই থাকতে হবে। এই কথা মুন্সিকে বললাম। মুন্সি সাদরে গ্রহণ করল। মুন্সিকে বললাম ঢাকায় আমার কিছু কাজ আছে, তাই এক মাস পরে আসব। আমিনুর ভাইকে বললাম ইউনিক সফট বিডির কথা। তিনি বললেন যান। পরিবারকে বুঝিয়ে নয় দিনের মাথায় মুন্সিকে ফোন দিয়ে চলে এলাম আমঝুপিতে। মুন্সি থাকার ব্যবস্থা করল ওর বাড়িতে, বিনা মূল্যে খাওয়ার ব্যবস্থাও। মুন্সির কাছ থেকে

www.pathagar.com

অনেক কিছু শিখেছি। সবচেয়ে দামি মনে হয়েছে মুন্সির বাস্তব অভিজ্ঞতা। মুন্সি বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, যেগুলো আমার মতো নতুনদের বুঝতে অনেক সাহায্য করে। আমিনুর ভাইয়ের কাছে কাজ শেখাটা অনেক কাজে লেগেছে। মুন্সি বলে আমিনুর ভাই আমার জ্ঞান অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে এসে মুন্সির মাধ্যমে আসা বাংলাদেশী ও আমেরিকান ক্লায়েন্টদের কাজ করেছি, করছি এবং শিখছি। অভিজ্ঞতা দিন দিন বাড়ছে। আমিনুর ভাইয়ের কাছে থাকতেই প্রথম ওডেস্কে কাজ পেয়েছিলাম।

এখন আমি যে পরিমাণ আয় করি সেটা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে অনেক কিছুই সম্ভব। আমি নিজেকে এখনো সফল ভাবি না। আমি জানি এখনো আমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। সমস্যা নেই আমি শিখব। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।

নতুনদের জন্য আমার কিছু টিপসঃ

১. সফল হতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, হতাশ হলে চলবে না। তিন মাসে আপনার একটা ধারণা তৈরি হবে, বাকিটা আপনার নিজের চেষ্টা। প্রতিদিন প্রচুর সময় দিতে হবে। আমিনুর ভাই এবং মুন্সি দুজনই জানে আমার ১৬-১৮ ঘণ্টা প্র্যাকটিসের কথা।

২. ২-৩ মাস শিখেই লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের কথা ভেবে ফ্রিল্যান্সিংয়ে আসবেন না। এটা অনেক সাধনার বিষয়। অনেক কিছু শিখে আগে নিজের দক্ষতা বাড়াতে হয়। দক্ষতা বাড়াতে পারলে সফলতা সময়ের ব্যাপার মাত্র। দক্ষতা বাড়ালে মাসে এক লাখ কেন, আরও বেশি আয় করা সম্ভব।

৩. আমরা ফ্রিল্যান্সাররা দক্ষতা অর্জন করে আয় করি। তাই কাজের দক্ষতা না বাড়িয়ে মার্কেটপ্লেসে যাবেন না। তাতে অন্য ফ্রিল্যান্সারদের সমস্যা হতে পারে।

৪. অল্প সময়ে অধিক আয়ের লোভ করবেন না। তাহলে আমও যাবে ছালাও যাবে। এটা যেহেতু পরিপূর্ণ একটি পেশা তাই আগে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করুন, আয় এমনিতেই বৃদ্ধি পাবে।

৫. কাজ শেখার পাশাপাশি ইংলিশ শেখা ও যোগাযোগের দক্ষতা বাড়াতে চেষ্টা করুন। উক্ত বিষয়গুলোতে নিজেকে যাচাই না করে মার্কেটপ্লেসে আসবেন না। নয়তো ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে যেতে পারেন।

ইয়াজদানী উল্লাস
ফ্রিল্যান্সার
https://www.facebook.com/MahfuzUllas

www.pathagar.com

১৩. সফল হওয়ার কোনো শর্টকাট রাস্তা নেই

ফ্রিল্যান্সিং শব্দটার সাথে আমার পরিচয় যখন আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। বাস্তবতার কষাঘাতে যখন আমার স্বপ্নগুলোর একের পর এক অপমৃত্যু হচ্ছে তখন গুগলে সার্চ দিতাম How can I do better than job/service ইত্যাদি লিখে। এভাবে সার্চ দিতে দিতে জানতে পারি ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে। আমি ও আমার এক বন্ধু মিলে ফ্রিল্যান্সিং-সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্লগ পড়তে থাকি। এভাবে পড়তে পড়তে ফ্রিল্যান্সিংয়ের ওপর ভরসা করতে লাগলাম। জানতে পাড়লাম বিভিন্ন সফল ফ্রিল্যান্সারদের কাহিনী। সিদ্ধান্ত নিলাম ফ্রিল্যান্সার হব। তার কিছুদিন পরই ক্লিক ক্লিক নামের বিভিন্ন ভুয়া ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করে কয়েক হাজার টাকা ধরা খেলাম। বুঝতে পাড়লাম এভাবে হবে না।

এরই মধ্যে প্রথম আলো পত্রিকায় ছাপা হলো যশোরের এক সফল নারী ফ্রিল্যান্সারের গল্প। তারপর থেকে পত্রিকার কম্পিউটার পাতা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। কিছুদিন পরপরই ফ্রিল্যান্সারদের গল্প ছাপা হতো। সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তাম। ওডেস্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুললাম। প্রোফাইল

www.pathagar.com

১০০% কমপ্লিট করার পর বিভিন্ন জবে আবেদন করতে লাগলাম। তারপর একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে মাইক্রোসফ্ট অফিস কোর্সে ভর্তি হলাম। শিখতে লাগলাম কম্পিউটার। কিছুদিন পর খেয়াল করলাম টিচাররা ভালো কোনো সোর্স শেয়ার করছে না। প্ল্যান করলাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চাকরি করার। ভাগ্য সহায় হলো। কোর্স শেষ করার পরপরই আমার চাকরি হলো ওই কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে। শেখাতে লাগলাম কম্পিউটার অন্যদের। সেই সাথে নিজেও অনেক কিছু শিখছি। এরই মধ্যে অন্য টিচারদের কাছ থেকে শিখে ফেললাম গ্রাফিকস ডিজাইন। এক টিচারের পরামর্শে কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল কিনলাম। নিয়মিত টিউটোরিয়াল দেখে চর্চা করতে লাগলাম। তারপর কিনলাম ফ্রিল্যান্সিং-সম্পর্কিত বিভিন্ন বই। বইগুলো নিয়মিত পড়তাম। টিচারদের কাছ থেকে ওয়েব ডিজাইনও শিখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ব্যর্থ হলাম। বুঝতে পাড়লাম ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আমার আর কিছু শেখার নেই। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম চাকরি ছেড়ে দেয়ার। তারপর সফল কোনো ফ্রিল্যান্সার খুঁজতে লাগলাম। পরিচয় হলো এক ভাইয়ের সাথে। তিনি আগে ফ্রিল্যান্সিং করতেন, এখন শেখাচ্ছেন। বিস্তারিত কথা হলো তাঁর সাথে। তিনি ডাটা এন্ট্রি জাতীয় কাজ শেখাবেন আমাকে। তার বিনিময়ে তাকে অনেক টাকা দিতে হবে। এত টাকা দিয়ে ডাটা এন্ট্রির কাজ শেখার কোনো আগ্রহ আমার ছিল না। হতাশ হয়ে পড়লাম।

কিছুদিন পর বইমেলায় গিয়ে দেখতে পেলাম আমিনুর রহমার ভাইয়ের বই 'আউটসোর্সিং: শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর'। উনার নাম আগে থেকেই জানতাম। প্রথম আলোতে আউটসোর্সিং-সম্পর্কিত উনার অনেক লেখা পড়েছি। দেরি না করে সাথে সাথেই বইটি কিনে ফেললাম। বইটি পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম। বইটি থেকে ফ্রিল্যান্সারদের সফলতার গল্পগুলো বারবার পড়তাম। আমার মনে ফ্রিল্যান্সার হওয়ার স্বপ্ন আবার উঁকি দিতে থাকে। কিছুদিন পরই অন্য একটা নামীদামি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলাম ওয়েব ডিজাইন কোর্সে। কাজের কাজ কিছুই হলো না। টিচাররা ভালোভাবে শেখাচ্ছেনও না আবার কোনো টিউটোরিয়ালও দিচ্ছেন না। শুধুই গুগল ও ইউটিউব থেকে শিখতে বলে। তখন আমার কম্পিউটারে কোনো ইন্টারনেট কানেকশন ছিল না। তাই সবই পণ্ডশ্রম হলো।

www.pathagar.com

কিছুদিন পর ইন্টারনেট সংযোগ নিলাম। ডাটা এন্ট্রি জাতীয় কাজে বিড করতে লাগলাম। আমার স্বপ্ন কিছুটা পূরণ হওয়ার পথে। কয়েকটা বিড করার পরই আমি প্রথম কাজ পেয়ে গেলাম। সাথে সাথে আমার বন্ধুকে ফোনে জানালাম। আমার আনন্দের সীমা নেই। কাজটি ছিল গ্রাফিকস ডিজাইনের। কাজটি সফলভাবে করে জমা দিলাম। বায়ার ছিল ইংল্যান্ডের। বায়ার আমাকে ভালো ফিডব্যাক দিল এবং সাথে বোনাসও। আমি খুবই খুশি হলাম। এভাবে অনেকগুলো কাজ সফলভাবে করলাম। কিন্তু আমার ওয়েব ডিজাইন শেখা হলো না। এবার সিদ্ধান্ত নিলাম কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে নয়, সফল কোনো ফ্রিল্যান্সারের কাছ থেকে হাতে-কলমে শিখব। ফেসবুকে আমিনুর রহমান ভাইয়ের নাম লিখে সার্চ দিতেই পেয়ে গেলাম তাঁর ফেসবুক ঠিকানা। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালাম। তিনি একসেপ্ট করলেন। ফেসবুকে তাকে ফলো করতে লাগলাম। এরই মধ্যে জানতে পারলাম তিনি মাঝেমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবৃত্তি কর্মশালায় যান। এখন আমার টার্গেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবৃত্তি কর্মশালা। সেখানে তাকে খুঁজতে লাগলাম এবং ব্যর্থ হলাম। ফেসবুকে তাঁর লেখাগুলো নিয়মিত পড়তে লাগলাম। তাঁর বিভিন্ন স্টুডেন্টদের তৈরি করা ওয়েবসাইটগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। বুঝতে পারলাম তিনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখাচ্ছেন। একদিন তাকে ফেসবুকে মেসেজ দিলাম যে তাঁর কাছ থেকে ওয়েব ডিজাইন শেখা যাবে কি না? তিনি রাজি হলেন। আমার আনন্দ দেখে কে! মনে মনে নিজেকে একজন সফল ফ্রিল্যান্সার ভাবতে শুরু করে দিলাম।

এখন আমার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখা শেষ। খুবই ভালো লাগছে। ওডেস্কে ইতিমধ্যে অনেকগুলো ফিক্সড প্রাইস ও আওয়ারলি জব কমপ্লিট করেছি। আমার স্বপ্নগুলো সত্যি করার চেষ্টা করছি। নতুনদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো সফল হওয়ার কোনো শর্টকাট রাস্তা নেই। তোমাদের সঠিক লাইনে পরিশ্রম করতে হবে। তা না হলে তোমাদের ফ্রিল্যান্সার হওয়ার স্বপ্ন মাঠে মারা যাবে।

নিতাই পাল
ফ্রিল্যান্সার
https://www.facebook.com/durjoypl

www.pathagar.com

১৪. কিছু করার খুব ইচ্ছা ছিল

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর চলে আসি ঢাকায়। ভর্তি হই ইডেন মহিলা কলেজে। পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু করার খুব ইচ্ছা ছিল। শখ ছিল কম্পিউটারের কাজ শেখার। বাসায় কম্পিউটার থাকায় বেসিক কম্পিউটার, গ্রাফিকস ডিজাইন মোটামুটি জানি। তার পরও ছয় মাসের একটি স্বল্পমেয়াদি কোর্স করি। একদিন মোবাইলে পরিচয় হয় নাজমুল ইসলামের সাথে। নাজমুল ইসলাম একজন গ্রাফিকস এবং ওয়েব ডিজাইনার। সে পরামর্শ দিল ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খোলার এবং আউটসোর্সিংয়ের কাজ করার। আউটসোর্সিং বিষয়টাই তখন আমার কাছে অপরিচিত ছিল। ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খুলি এবং জবে অ্যাপ্লাই করা শুরু করি। ২০১২ সালে প্রথম সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের (এসইও) একটি কাজ পাই। কাজটির পারিশ্রমিক ছিল ঘণ্টায় দেড় ডলার। ধীরে ধীরে কাজের গতি বাড়তে থাকে। আমার আয়ও বাড়ে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ওডেস্কে ৬০০০+ ঘণ্টা কাজ করি। মোট ৫৮টি প্রজেক্ট সম্পন্ন করি। ওডেস্ক ছাড়াও Elance, Peopleperhour, Fiverr ইত্যাদি মার্কেট প্লেসে কাজ করি। নাজমুল ইসলামের হাত ধরে এ পর্যন্ত আসা। সেই পরিচয় থেকে সম্পর্ক, তারপর বিয়ে। সংসার দেখাশোনার বাইরে পুরো সময় ফ্রিল্যান্সিং এবং পড়াশোনা করি। বর্তমানে প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা করে কাজ করি। ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টি ধৈর্য ও পরিশ্রমের। মেয়েদের উদ্দেশে বলব, বাইরে চাকরি করার চেয়ে ঘরে বসে আয় করা অনেক ভালো।

www.pathagar.com

মিরপুর-১-এ রয়েছে Terrestrial IT নামে আমার ছোট একটি অফিস। এখন টিম নিয়ে কাজ করি। অতি যত্নে গড়া আর স্বপ্নে ঘেরা ছোট অফিস একদিন অনেক বড় হবে, টিমে অনেক লোক কাজ করবে, এই স্বপ্ন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই পেশাটি নারীদের জন্য সবচেয়ে উত্তম। কেননা বাসায় বসে স্বাধীনভাবে আয় করা যায় নিজের ইচ্ছেমতো, নিজের সময়মতো। বাইরে চাকরি করতে গিয়ে নানা রকম হয়রানির শিকার হওয়ার চেয়ে বাসায় বসে আয় করা অনেক ভালো।

ফ্রিল্যান্সিং করতে হলে কিছু বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যেমন-

১. পরিশ্রম করার মনমানসিকতা, ২. আন্তরিকতা, ৩. নিজ থেকে উদ্যোগী হওয়া, ৪. সময়নিষ্ঠা, ৫. সততা, ৬. ধৈর্যশীলতা, ৭. হতাশ না হওয়া, ৮. কাজকে কাজ মনে না করা, ৯. কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে বের করা ইত্যাদি।

এসইও-এর কাজ করা যায় এরকম কিছু মার্কেটপ্লেসের লিস্ট দেওয়া হলো:

১. ওডেস্ক - www.odesk.com
২. ফ্রিল্যান্সার - www.freelancer.com
৩. ইল্যান্স - www.elance.com
৪. গুরু - www.guru.com
৫. পিপলপারআওয়ার - www.peopleperhour.com
৬. ফিভার - www.fiverr.com
৭. বান্ডেল এসইও - www.bundleseo.com
৮. এইচপি ব্যাকলিংক - www.hpbacklinks.com
৯. মন্সটার ব্যাকলিংক - www.monsterbacklinks.com
১০. এসইও মার্টস - www.seomarts.com
১১. গিগ ক্লার্ক - www.gigclerk.com
১২. বাইসেল এসইও - www.buysellseo.com
১৩. এসইও চেকআউট - www.seocheckout.com
১৪. দি এসইও মার্কেটপ্লেস - www.theseomarketplace.com
১৫. ফিভার এসইও - www.fiverseo.com

আমেনা আক্তার
ফ্রিল্যান্সার
https://www.facebook.com/amenaaktermonia

www.pathagar.com

কালী প্রসন্ন ঘোষ, স্টিফেন হকিং এবং সফলতা

লোকমান হোসেন

সুপ্রিয় পাঠক, আপনার কি সেই কালী প্রসন্ন ঘোষের কথা মনে আছে? কী, ধরতে পারেননি? কবি কালী প্রসন্ন ঘোষ। তাঁর সেই অসাধারণ শিশুতোষ কবিতা 'পারিব না' আমাদের ছেলেবেলায় পাঠ্য ছিল। অসামান্য সেই কবিতা। কবিতাটির প্রতি ছত্রে ছত্রে সফলতার গোপন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।

'পারিব না একথাটি বলিও না আর
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।'

কবি পারিব না কথাটি উচ্চারণ করতে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। কবি বলেছেন, না পারার কিছু নেই। কবি মনে করেন আর দশজন মানুষের পক্ষে যা কিছু সম্ভব তা আপনার দ্বারাও সম্ভব। বস্তুত

www.pathagar.com

মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। মানুষ অসাধ্যকে একমাত্র ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই জয় করতে পারে। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষ কোনো কাজে সফল হতে পারে না। নিজের প্রতি বিশ্বাস, দৃঢ় মনোবল ও কাজের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। কোথায় যেন একবার পড়েছিলাম মানুষ সফলতার খুব কাছে এসে সবকিছু ছেড়ে দেয়। না, সফলতার মুখ না দেখে কাজে কখনোই ইস্তফা দেবেন না। তীরে এসে তরীকে ডুবতে দেয়া নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাকিয়ে দেখুন বাংলাদেশের মেয়ে ওয়াসফিয়া নাজনীন সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করেছেন। প্রবল আগ্রহ না থাকলে তা কি আদৌ সম্ভব?

আসলে কোনো প্রতিবন্ধকতাই প্রতিবন্ধকতা নয়। প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে মনে। স্টিফেন হকিংয়ের কথা চিন্তা করুন। শারীরিক প্রতিবন্ধী। মোটর নিউরন রোগে আক্রান্ত। শুধুমাত্র মস্তিষ্কটা সচল। সেই ব্যক্তি নিজের শরীরটা না নাড়াতে পারলেও সারা পৃথিবীটাকে ঠিকই কাঁপিয়ে দিচ্ছেন।

অতএব ইতিবাচক মন নিয়ে সুন্দরভাবে কাজ শুরু করুন। জানেন তো ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়, 'কোনো কাজ সুন্দরভাবে শুরু করার মানে হচ্ছে ওই কাজের অর্ধেকটা সুসম্পন্ন করে ফেলা।'

সবশেষে একটি বিরক্তিকর প্রবাদের উল্লেখ করব। প্রবাদটি হলো, 'অসম্ভব' এমন একটি শব্দ যা কেবল আহাম্মকদের অভিধানেই পাওয়া যায়।'

সুপ্রিয় পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই আহাম্মক নন, কিংবা স্টিফেন হকিংয়ের মতো প্রতিবন্ধী।

www.pathagar.com